প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
৫৯সি, বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
'গ্রন্থাগারে'র পক্ষে
শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু,
পি-৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা

এই উপন্যাসটি 'জয়শ্রী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

শ্রীঅনিলবিহারী গাঙ্গুলী
প্রীতি ভাজনেষু

সুবোধ বসু-র

অন্যান্য বই

উপন্যাস

রাজধানী

পদ্মা—প্রমত্তা নদী

পদধ্বনি

মানবের শত্রু নারী

নব-মেঘদূত

পাখির বাসা

চিম্‌নি

সহচরী

স্বর্গ

নটী

স্ত্রী-যুদ্ধ

বন্দিনী

গল্প-সংগ্রহ

বিগত বসন্ত

জয়যাত্রা

নাটক

অতিথি

তৃতীয় পক্ষ

কলেবর (ও অন্যান্য)

বুদ্ধির্যস্য

এক

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী আর একবার চকিতে যুবকটির মুখের উপর সন্ধানী দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। না, ভুল করেন নাই; ভুল তিনি করেন না। গায়ের উপর একটা টোকা দিয়া তিনি মানুষের ভিতরটা পর্য্যন্ত বাজাইয়া লইতে জানেন। ছেলেটি শুধু নামেই শ্রীমন্ত নয়, চেহারায়ও যেমন শ্রীমন্ত, স্বভাবেও তাই বোধ হইতেছে। শুধু পণ্ডিত হইলেই তাঁর চলিবেনা; মাহিনার অঙ্কটা এমন বহু ডক্টর-উপাধীধারীকেই আকর্ষণ করিত। কিন্তু তিনি এমন কাহাকেও চাহিয়াছেন, যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে, আপনার জন বলিয়া মনে করা চলে।

'য়ুনিভার্সিটিতে পার্ট্-টাইম আছ কি? তাতে কিছু অসুবিধা…'

'আজ্ঞে না, আমি য়ুনিভার্সিটিতে নেই।' শ্রীমন্ত জানাইল। 'শুধু কলেজেই ছিলাম…'

'নেই কেন?' প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী সবিস্ময়ে চোখ তুলিলেন। 'ওঃ! কেউ মুরুব্বি ছিল না। ঠিক আছে। যাতে তোমার একটা পার্টটাইম লেকচারারের কাজ হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কলেজের সঙ্গে একটু সম্পর্ক থাক।…তোমরা ছেলেরা বোঝ না, মুরুব্বিরও দরকার আছে। তাতে যেমন বাজে লোকও সুযোগ পায়, সেই রকম গুণী লোকেরও সমাদর সম্ভব হয়। বড় কথা হচ্চে, কর্ত্তৃত্ব যাদের হাতে তারা কোন রীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করচে।…তুমি এ-ঘরেই বসবে কি? ইচ্ছে করলে পাশের ঘরেও বসতে পার…'

'আমি পাশের ঘরেই বসব।' শ্রীমন্ত কহিল।

'তাই বসো।' প্রদ্যুম্ন কহিলেন। 'নটায় আমি অফিসে বের হই। আটটার মধ্যে তুমি এস, তা হলেই হবে। বিশেষ দরকার না পড়লে তোমাকে অফিসে টানব না। দুপুরটা তোমার কাজের সময়। স্পীচ্ লেখার অন্য লোক আছে, বিভিন্ন পত্রিকায় আমার জন্য প্রবন্ধ লিখে দেওয়া ছাড়া অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে তোমাকে নজির ঘেঁটে রাখতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে। তবে স্পীচ্ও মাঝে মাঝে চাই। আমার লাইব্রেরিতে অনেক বইই পাবে। দরকার হলে ইচ্ছেমত নতুন বইয়ের অর্ডার দিতে পার। বইয়ের দোকানে বলে রাখব। আবার সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে বসতে হবে...হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, কি মুস্কিল। আসচি, আসচি, দাঁড়ান, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়চি।' বলিয়া যেমন দ্রুত তিনি টেলিফোন রিসিভার তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তেমনি সহসা প্রায় নির্দ্দয়ভাবে তিনি তাহা বর্জ্জন করিলেন। 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম, দশটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আমার গাড়িই তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসবে, ভয় নেই। ডিনার তো আমার সঙ্গেই খাচ্চ, লাঞ্চ্ও এখানেই...'

'আবার খাওয়া কেন। আমি বাড়িতেই খাব।' শ্রীমন্ত বিনীতভাবে আপত্তি করিল।

'তোমার আবার বাড়ি কোথায় হে।' প্রদ্যুম্ন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। 'একটা চাকর সম্বল করে' তুমি বাড়ি বাঁধতে চাও! বাড়ি এত অল্পে হয় না। দেখচ না, আমার এতো চাকর-বেয়ারা, দারোয়ান-গমস্তা, এত লোকজন, বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই, তবুও তো এটা একটা বাড়ির পর্য্যায়ে উঠল না। এটাও একটা বিচিত্র হোটেল।

এতে মিঠা স্নেহময় সেবার স্পর্শ নেই। শুধু আছে বাইরের আড়ম্বর, আছে দক্ষ পরিচালনা। কিন্তু যাক সে কথা। সে অনেক কথা। কিছু লজ্জা করোনা। তোমার চাকরির চিঠিতে ছ'শো টাকা মাইনের মাত্র উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু খাওয়াটা আণ্ডারস্টুড্। এ নিয়ে আপত্তি করা চলবে না। এ কাজেরই অন্তর্গত।...ওটা ডিয়ার্নেস এ্যালাউন্স মনে করতে পার...যাও, বাড়ির ঘরগুলি ঘু'রে ফিরে দেখ। যার সঙ্গে ইচ্ছে আলাপ করো। নিজের বাড়ি বলেই এটাকে মনে করতে চেষ্টা ক'রো, তবেই সব সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি আর দেরি করব না।' বলিয়া সামনের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর হইতে এক গাদা ফাইল উঠাইয়া বগলজাত করিয়া প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী সশব্দে দোতলার নিজস্ব অফিস-কামরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানুষটিকে শ্রীমন্তের প্রায় ভালো লাগিয়া গেল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী বহু-প্রশংসিত এবং বহু-নিন্দিত লোক। হিসাব করিলে, প্রতি দশজন লোকের মধ্যে নজনই তার শয়তানি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তাহার প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর বাবা দিব্যেন্দু ভাদুড়ী বিখ্যাত ব্যারিস্টর ছিলেন। শেষ-বয়সে প্রভূত বিত্তের মালিক হইবার পর বিখ্যাত আইনজীবীদের প্রকৃতি অনুসারে তাঁর মনের মধ্যেও স্বাদেশিকতা চাড়া দিয়া উঠিল। তিনি কংগ্রেস-ভক্ত হইলেন, তবে বাবু-এর নেতৃত্বই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হওয়ায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অধিকারের কোনও চেষ্টা করিলেন না।

তাঁর একমাত্র পুত্র প্রদ্যুম্ন মেধাবী ছাত্ররূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় দিব্যেন্দু ভাদুড়ী তাকে আই. সি. এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাইতেন এবং পরীক্ষায়

কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে সে ব্যারিস্টর হইয়া দেশে ফিরিত। কিন্তু স্বাদেশিকতার জন্য দিব্যেন্দু ভাদুড়ী বড় রকম স্বার্থত্যাগ করিলেন। পুত্র প্রদ্যুম্নকে আই সি এস পরীক্ষা দিতে না পাঠাইয়া তিনি তাকে কৃষিবিদ্যা শিখিতে বিলাত পাঠাইলেন। বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখিয়া পুত্র সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার অন্নকষ্ট দূর করিবে।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার স্বদেশপ্রীতির জোয়ারে বাধা দিতে পারেন নাই। কৃষিবিদ্যায় বি এস্ সি ডিগ্রি লইয়া প্রদ্যুম্নবাবু যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন দিব্যেন্দু পরলোকে। পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিষ্পন্ন করিবার পর প্রদ্যুম্নবাবু একই সঙ্গে একটা টেক্সটাইল্, একটা স্টিল্ ও একটা রংয়ের কারখানা ফ্লোট করিয়া কৃষিবিদ্যার বিরুদ্ধে তার মনোভাব সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। যতই দিন গেল, ততই শ্রমশিল্প গঠনে তার স্বাভাবিক প্রতিভা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যে কোম্পানী গঠনেই তিনি হাত দেন, তাহাই আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করে। বাংলার ঘরে ঘরে, ইস্কুলের ছাত্রদের টেক্সট বুকে বুকে তাহার নাম ছড়াইয়া পড়িল।

ব্যবসার সৌকর্য্যসাধনের জন্যই এক সময় তিনি রাজনীতিক চাঁইদের দলে মিশিয়াছিলেন। তাঁদের অর্থসাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, রাজনীতির মোহ তাঁহাকে ততই পাইয়া বসিল। পিতা দিব্যেন্দু ভাদুড়ী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও প্র্যাকটিসে ক্ষতি হইবে আশঙ্কায় নেতা হইতে চান নাই। পিতার সেই অপূর্ণ বাসনা প্রদ্যুম্ন পূর্ণ করিলেন। তিনি নেতা হইলেন।

ভারতবর্ষের আকস্মিক স্বাধীনতা লাভের পর অনায়াসেই তিনি মন্ত্রীসভা অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন; বণিকের মানদণ্ড সত্যসত্যই রাজদণ্ড রূপে দেখা দিতে পারিত। কিন্তু জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া তিনি মন্ত্রীসভার বাহিরেই থাকিয়া গেলেন। কেহ বলিল, প্রধানমন্ত্রী না হইতে পারায় অভিমান, কেহ বলিল, একেবারে খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ঢুকিবার মতলব। অপরেরা আরও দুষ্ট ইঙ্গিত করিল।

কারণ যাহাই হউক, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেন। যে সকল নেতা পার্কে পার্কে গলাবাজী করিয়া রাজনীতি করেন, তিনি কোনও দিনই তাহাদের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন নাই। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া একবার তাহাকে কয়েক মাসের জন্য ইংরেজের জেল খাটিতে হইয়াছে, নইলে কংগ্রেসের জেলে যাইবার আহ্বান তিনি আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে এড়াইয়া একই সময় প্রাদেশিক কংগ্রেসের উপর কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত রাখিয়াছেন। কতবার যে তাহাকে এজন্য সহসা শরীর অসুস্থ করিয়া বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বিলাত ছুটিতে হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই।

সে যাই হোক, স্বাধীন ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিলেও আধুনিক সৈন্যাধ্যক্ষদের মতো পিছন হইতে সৈন্যবাহিনী চালনা করিতে অসুবিধা হইতেছে না। প্রধানমন্ত্রী প্রতাপ সান্ন্যাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সূর্য্য চৌধুরি প্রদ্যুম্নের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বস্তুতঃ, ভাদুড়ী-মশায়ের রাজনীতিতে দীক্ষা ইহাদেরই হাতে। প্রতাপ সান্ন্যালের বাক্য এবং ব্যক্তিত্বপ্রভাবে দলে যোগদানের আগেই প্রদ্যুম্ন একবার পার্টিফণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সূর্য্য-প্রতাপ-প্রদ্যুম্নের অন্তরঙ্গতা একটা স্থায়ি

এবং মজবুত সম্পর্কে দাঁড়াইয়া গেল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী, সূর্য্য চৌধুরি বা প্রতাপ সান্ন্যালকে কেহ একক ভাবিতে পারে না। রাজনৈতিক আকাশে উহারা একই বিশেষ কক্ষে বিচরণ করে—একই সঙ্গে উদিত হয়, একই সঙ্গে অস্ত যায়। মন্ত্রী না হইয়াও প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী মন্ত্রীর অধিক।

'ডক্টর ব্যানার্জ্জি কি? নোমস্কার।'

শ্রীমন্ত কেবল মাত্র অফিস-ঘর হইতে ভিতরের মার্ব্বেল-মোড়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং ডাহিন দিকে সিঁড়ির ঠিক সমুখের প্রকাণ্ড হল্ ঘরটার দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতেছে, এমন সময় কালো, বেঁটে, ধূর্ত্ত-গোছের বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের একটি লোক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

'আজ্ঞে, হাঁ।' শ্রীমন্ত প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাহিয়া জবাব দিল।

'আমি কালীকিঙ্কর সরকার।' আগন্তুক নিজ পরিচয় দান করিল, 'সার্থকনামা লোক! রং সম্বন্ধে সন্দেহ করবার তো উপায়ই নেই; আর কিঙ্কর তো বটেই; এমন বিশ্বস্ত কিঙ্কর আজকালকার যুগে বিরল। আর রইল কি? সরকার। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমিই এ বাড়ির সরকার। বাজার সরকার, গেরস্থালি সরকার, সব কিছুরই সরকার।' বলিয়া কালীকিঙ্কর একবার চোখ টিপিল, এবং কথার স্রোত বন্ধ না করিয়া বলিয়া চলিল, 'এক কথায়, হোম্-সেক্রেটারি বলতে পারেন। তবে অত সম্ভ্রান্ত নাম এখনও পাইনি। নিজেকে প্রাইভেট সেক্রেটারি বলেই সান্ত্বনা দিই।...চলুন, আপনাকে বাড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখাই। সাহেব হুকুম করে গেছেন। বুঝলেন, স্যার, পণ্ডিতদের বড় সুবিধে। রাজা-উজীর

পর্য্যন্ত তাদের খাতির করে। আপনার যা কিছু দরকার, আমাকে জানাবেন; নিচের পশ্চিম দিকের কোণার ঘরটায় আমি থাকি। চাকর-বাকরদের বললেই তারা ডেকে দেবে। লজ্জা করে যেন সাহেবের কাছে গাল খাওয়াবেন না···আসুন স্যার, আগে বাড়িটা আপনাকে ভালো করে দেখিয়ে দিই···সাহেবের শোবার ঘর থেকে শুরু করা যাক্···'

'আমাকে লাইব্রেরি ঘরগুলি দেখিয়ে দিন, তা হলেই হবে।' শ্রীমন্ত কহিল।

'ক্ষেপেচেন। তাও কখনও হয়।' কালীকিঙ্কর স্বচ্ছন্দে কহিল। 'আপনি আমাদের ঘরের লোক হলেন, সব কিছু আপনাকে চিনে নিতে হবে যে। বাড়িতে মেয়েমানুষ কেউ থাকত, তবু না হয়...'

'মিসেস্ ভাদুড়ী?' প্রশ্নটা অবলীলাক্রমে শ্রীমন্তের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'ও হো! জানেন না বুঝি।' কালীকিঙ্করের কালো, বসন্তের ক্ষত-চিহ্নিত মুখটায় বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। মুখটা শ্রীমন্তের কানের কাছে আনিয়া সে স্টেজ-হুইস্‌পারের অনুকরণে কহিল, 'এক সঙ্গে থাকেন না। গত পাঁচ বছর ধরে' ছাড়াছাড়ি। বড়লোকের বড় কথা। আমাদের ও দিয়ে কাজ কি। তবে আপনি নেহাৎ ঘরের লোক, তাই বলচি, এক হাতে কখনও তালি বাজে না। দোষ এ-পক্ষ ও-পক্ষ দুপক্ষেরই। কিন্তু ও কথা থাক। আসুন, স্যার। সাহেবের কাছে আবার নিকেশ দিতে হবে—আসুন, সব ঘুরে দেখুন।...দিশী খাবেন তো? লাঞ্চের কথা বলছি! সাহেবের লাঞ্চ্ অফিসেই যায়; দিনের বেলাটা তিনি দিশীই খান! শত হোক, স্যার, বাঙালির ছেলে। সুক্তো মাছের ঝোল খেয়ে যত আরাম পাই,

তত আর কিছুতেই নয়।...তবু সাহেব একবার আপনাকে জিজ্ঞেস করে' নিতে বলেচেন বলেই প্রশ্ন করচি।...আমাদের বিভূতিদার সঙ্গে চেনা হয়েচে কি ?...'

'না তো! কে তিনি ?' শ্রীমন্ত সংক্ষেপে কহিল।

'বিভূতিদা ইস্পীচ্ সেক্রেটারি। সাহেবের বক্তৃতা লিখে দেন।' কালীকিঙ্কর কহিল। 'ন্যাশানাল নিউজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর। দিনের বেলাটা এখানে কাজ করেন, সন্ধ্যায় অফিস। লেখার মেশিন দেখেচেন ? শাদা কাগজ সামনে ফেলে দিন, চোখে পলক পড়বে না, কিন্তু তাতে কালো কালো লেখার ডিম জমতে থাকবে। সে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড!...বিভূতিবাবুর আসতে বেলা একটা দেড়টা; তখন চেনা করিয়ে দেব'খন। আরও বহু সেক্রেটারি আছে, তবে তারা সাহেবের নানা অফিসে কাজ করে, এখানে এক আধ ঘণ্টা হাজ্‌রে দিয়ে যায়।...আপনি হলেন এদের সব্বার ওপরে। আপনার পোজিসন্‌ই আলাদা।...আসুন, ওপরের সব ঘরগুলিই আগে দেখাই। এই হল্ ঘরের দু'পাশের ঘর দুটোর একটা খানা-কামরা আর অন্যটা সাহেবের পড়ার ঘর। এ দিকের উইংয়ের পূব-দক্ষিণ কোণায় সাহেবের বেড্-রুম। তারপর পর পর ক'টা ঘর কোনওটা সাহেবের পোশাক-কামরা, কোনওটা খাস্-কামরা এই রকম সব। উল্টো দিকের উইংয়ের ঘরগুলিতে বিশেষ খাতিরের অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে বা সাহেবের আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে থাকেন। আসুন, হল-কাম্‌রার মধ্য দিয়ে সোজাসুজি দক্ষিণের বারান্দায় পৌছুই; সন্ধ্যাবেলা বন্ধু-বান্ধব এলে সাহেব এখানেই এসে বসেন। বারাণ্ডা তো নয়, একেবারে গড়ের মাঠ! ওখানে দাঁড়ালে বে-অব্-বেঙ্গল পর্য্যন্ত দেখা

যাবে।...কিন্তু এত সব ধন-দৌলত কিসের জন্য, কিসের জন্য শুনি? একটা ছেলে পর্য্যন্ত নেই। চোখ বুজতে না বুজতে বার ভূতে এসে সব লুটে খাবে। শাস্ত্রে আছে...কিন্তু, না, চলুন, আগে আপনাকে সব দেখিয়ে আনি। গপ্পের সময় ঢের পাওয়া যাবে, কি বলেন?' বলিয়া শ্রীমন্তের মতামতের কোনও অপেক্ষা না করিয়া কালীকিঙ্কর শান্টিংয়ের ইঞ্জিন যেমন নিশ্চল গাড়িকে সঙ্গে গাঁথিতে আসে, তেমনি শ্রীমন্তের আরও নিকটবর্ত্তী হইল।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর গৃহস্থালির সঙ্গে ইহাই শ্রীমন্তের প্রথম পরিচয়।

দুই

'হ্যালো? কোথা থেকে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। জরুরি মিটিং আছে, এখনও বাড়ি ফেরেন নি। ধরুন, সাড়ে সাতটা পৌনে আটটা আন্দাজ। আমি বলে রাখব। ডক্টর ব্যানার্জ্জি, সেক্রে...ডক্টর ব্যানার্জ্জি। না, না, অসুখ-বিসুখ নয়, এ অন্য রকমের ডাক্তার...'

টেলিফোন্ রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া শ্রীমন্ত সমুখের অর্দ্ধলিখিত ফুলস্ক্যাপ্ শীটের উপর প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর কর্ম্ম-নির্ঘণ্টের খাতা তুলিয়া লইল। ডান হাতে ফাউণ্টেন পেন্ খোলাই ছিল, তাহা দিয়া লিখিল, 'স্যার্ কিষিণলাল রামগোপাল। ৭-৩০ মিনিট।'

স্যার্ কিষিণলাল একজন জগৎশেঠ শ্রেণীর লোক। তাহার জরুরি প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা চলে না। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও সাক্ষাতের সময় দিতে হয়।

প্রায় তিন সপ্তাহ চাকরি হইল। কাজকর্ম্ম সামান্যই। কলেজের চাইতেও পড়িবার বেশি সুবিধা হইতেছে। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করিতেছেন। ব্যবহারিক রাজনীতি সম্বন্ধে খুব জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে তা নয়, তবে চারপাশে রাজনীতির স্রোত এবং ঢেউ সর্ব্বদাই সোরগোল সৃষ্টি করিতেছে।

ইতিমধ্যে কলেজী মহলে ডক্টর শ্রীমন্ত ব্যানার্জ্জির এই অদ্ভুত আচরণের বহু কড়া সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। মাত্র ক'দিন আগে উগ্র বামপন্থী "প্রটেস্ট্" কাগজের সম্পাদক শৈল রায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে টিপ্পনী কাটিয়া লিখিয়াছেন:

"আমাদের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের কত শস্তায় কেনা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক দোর্দ্দণ্ড ছাত্র এবং কৃতী অধ্যাপককে সেক্রেটারি হিসাবে ক্রয় করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের জনৈক পুঁজিপতি

চাই তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। এইবার ইহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিক্রিয়া এবং পুঁজিবাদ, ওরফে কংগ্রেসের সমর্থনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আমাদের পণ্ডিত অধ্যাপকেরাই যদি এইরূপ গৃধ্নু মনোবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তবে অন্যদের আর কথা কি ?”

শ্রীমন্ত বেশ একটু আহত হইয়াছিল। শৈল রায় এবং তাহার পত্রিকার মন্তব্যের যতই ধার থাকুক, মূল্য বিশেষ নাই; ইহারা সব কিছুকেই আক্রমণ করে, সব কিছুকেই নস্যাৎ করিতে চায়, ইহা তাহার সুবিদিত। তবু গালি খাওয়ায় অনভ্যাসবশতঃ কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে।

সহসা সিঁড়ির দিক হইতে প্রদ্যুম্নের জলদগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, ‘ডক্টর ব্যানার্জ্জি, ডক্টর ব্যানার্জ্জি !’

বাহিরে প্রদ্যুম্ন তাহাকে ‘শ্রীমন্ত’ এবং ‘তুমি’ না বলিয়া সর্ব্বদাই ‘ডক্টর ব্যানার্জ্জি’ এবং ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করেন।

চক্ষের পলকে একটা বেয়ারা ছুটিয়া আসিল।

‘সাহেব এসেচেন। আপনাকে ডাকছেন, হুজুর।’

শ্রীমন্ত স্বকর্ণেই ডাক শুনিয়াছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

‘গৌর চাটুজ্জ্যেকে একবার টেলিফোন কর তো,’ প্রদ্যুম্ন জরুরি সুরে কহিলেন। ‘এম. এল. এ গৌর চাটুজ্জ্যে। এখুনি চলে আসতে বলবে! টেলিফোনে না পাওয়া গেলে, গাড়ি পাঠিয়ে দিও। খুঁজে আনতে হবে। এলেই আমাকে খবর পাঠিও। জরুরি।’ বলিয়া আর মুহূর্ত্ত ব্যয় না করিয়া প্রদ্যুম্ন খাস্‌-কামরার দিকে আগাইয়া গেলেন। দুইটি ভৃত্য সসম্ভ্রমে তাহার খিদমৎতে হাজির থাকিবার জন্য পশ্চাতে অনুসরণ করিল।

গৌরবাবুকে টেলিফোনেই পাওয়া গেল।

'হ্যালো? গৌরবাবু, আমি প্রত্যুম্ন ভাদুড়ীর কাছ থেকে বলছি, তার সেক্রেটারি ডক্টর ব্যানার্জি। তিনি এক্ষুনি আপনাকে চলে আসতে বললেন। ঠিক বলতে পারব না, তবে জরুরি।...আপনি বাড়ি নেই! সে কি! এই তো আপনি কথা বলছেন! বলেন কি?...' শ্রীমন্ত ইহার পর কি বলিবে খুঁজিয়া পায় না।

'হ্যালো। শুনুন। আমি মিঃ ভাদুড়ীকে ডেকে দিই; আপনি বরঞ্চ তাঁর সাথে একবার কথা বলুন।···জানেন? কি জানেন? অ্যাসেম্বলি থেকে রিজাইন্ করতে বলা হবে?···না, না, তা কেন? জুডিশিয়্যাল্ অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ মিনিস্টারের জন্য? ওঃ, একটা নিরাপদ পকেটব্যরো চাই! হ্যাঁ, ছ'মাসের মধ্যে তাদের লেজিস্লেচারের সদস্য হ'তে হবে জানি, কিন্তু চেম্বার অব্ কমার্সের কন্স্টিট্যুয়েন্সি থেকে জুডিশিয়াল মন্ত্রী—বর্দ্ধমানের উকিল—ভোট পাবেন কেন? মিঃ ভাদুড়ীর ইন্ফ্লুয়েন্সে? ও, তাই নাকি? হুঁ। ওঃ। আপনি বরঞ্চ মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে কথা বলুন। 'বাড়ি নেই' বলব? তাতেই কি পার পাবেন? আমার ইন্স্ট্রাক্শন হচ্ছে, টেলিফোনে পাওয়া না গেলে গাড়ি পাঠিয়ে আপনাকে সংগ্রহ করে' আনতে হবে। ছুটে আর কৎদূর যাওয়া চলে, বলুন। তা হলে আসচেন বলব তো? কথা বলবেন? বেশ আমি খবর দিচ্ছি···'

জুডিশিয়াল ও পাব্লিক হেল্থ্এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গোপাল দত্ত বর্দ্ধমানের ডাকসাইটে উকিল। দামোদর অঞ্চলে তাঁর বিস্তৃত জমিদারি আছে; সে অঞ্চলের তিনি একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্রমান্বয়ে রাজভক্ত, লিবারেল, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি দলে ইংরেজ আমলটা কাটাইয়া স্বাধীনতা লাভের মুখে তিনি স্বদলবলে কংগ্রেসে

নাম লেখাইয়াছেন। খাঁটি কংগ্রেসীরা তাহাকে যতই ভণ্ড মনে করুক, পার্টির দামোদর গ্রুপের তিনি অনস্বীকার্য্য নেতা। তাঁহার নেতৃত্বে এই উপদল যখন প্রাদেশিক কংগ্রেসে এবং পার্লামেণ্টারি পার্টিতে নানা রকম হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল, তখন মন্ত্রীসভা তাহাকে মন্ত্রীত্ব দিয়া শান্ত করিলেন।

এটা সামান্য দুই তিন মাসের মাত্র ঘটনা। ইহা লইয়া কংগ্রেসী মহলে এবং সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার গুঞ্জন শোনা গিয়াছিল। বাকিটা গৌর চাটুজ্যের টেলিফোন উক্তি হইতে জানা গেল। গোপালবাবুকে নির্ব্বাচন-সমুদ্র পার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কাঁকলাসের মতো প্রয়োজন হইলেই যে রং বদলায়, ভোটদাতারা তাহার উপর প্রসন্ন নয়। কংগ্রেসের নামে গাধা গরু উৎরাইবে, সে দিনও আর নাই। সুতরাং অতি নিরাপদ কন্‌স্টিটুয়েন্সি চাই। কিন্তু কোথায় তা পাওবা যায়? য়ুনিভার্সিটির কন্‌স্টিট্যুয়েন্সি হইতে এমনই আর একজন 'অচল' সদস্যকে পার করিয়া আনা হইয়াছে। অবশিষ্ট চেম্বার অব্ কমার্স। এখানে একমাত্র প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীই সাহায্য করিতে পারেন।

'এসেচে গৌর?'

নিরুপায় শ্রীমন্ত প্রদ্যুম্নকে খবর পাঠাইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি উপস্থিত হইলেন।

'টেলিফোন ধরে আচেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

বিরক্তির কয়েকটা কুঞ্চন প্রদ্যুম্নের ভ্রূর তলায় জাগিয়া উঠিল।

'হ্যালো। হ্যাঁ, আমিই। কি বলচ।' কানে রিসিভারটা তাচ্ছিল্যভরে চাপিয়া প্রদ্যুম্ন সামান্য বিরক্তির স্বরেই কহিলেন। 'রাজি নয়? কে, তুমি? তোমার রাজি অ-রাজির প্রশ্ন ওঠে

না। পার্টির প্রয়োজনে প্রত্যেককেই চরম স্যাক্রিফাইসের জন্য...হুঁ, বটে! তার পরিণাম ভেবে দেখেচ? ও, ভেতরে ভেতরে এত ব্যবস্থা করে' রেখেচ। পলিটিক্সে ভিন্ন দল আছে, কিন্তু ব্যবসায়? ঠিক আছে। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী কাউকে দু'বার অনুরোধ করে না...'

সশব্দে প্রদ্যুম্ন রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার দুই চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি খেলিয়া গেল; গালের মাংসপেশী শক্ত হইল। পরক্ষণেই তিনি সহজ কণ্ঠে কহিলেন, 'একটু পরে শেয়ার-ডীলার কিশোরীবাবুর আসার কথা আছে। নিচে বলে রেখো, এলে যেন আমাকে খবর পাঠায়।'

'একটুক্ষণ আগে স্যার কিষিণলাল টেলিফোন করেছিলেন,' শ্রীমন্ত কহিল।

'কিষিণলাল? কেন? কিছু বললেন?'

'সাড়ে সাতটায় দেখা করতে আসবেন বলেচেন।'

পলকের জন্য প্রদ্যুম্নের চোখ দুটি ছোট হইল—যেন এই আগমনের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিতেছেন। অতঃপর মামুলি গলায় তিনি কহিলেন, 'ঠিক আছে।...'

একটা খুশির আভাস যেন তার ক্ষণকাল পূর্ব্বের বিরক্ত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল।

'বিভূতিবাবুর স্পীচ্‌টা তৈরি হয়েছে কি?'

'আজ্ঞে, হাঁ। হয়েচে।'

'তুমি পড়ে দেখেচ তো একবার? খাওয়ার পর আমাকেও একবার পড়ে শুনিও। তার স্পীচের পঁচিশ ভাগ ছাঁট না দিলে এক যাত্রার পালায় ছাড়া অন্য কোথাও তা পড়া যায় না—এমনি ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়!' প্রদ্যুম্ন হাল্কা গলায় কহিলেন।

তিন

ডিনারে প্রায় প্রত্যহই কেহ না কেহ নিমন্ত্রিত হয়। আজও হইয়াছেন।

দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায়—কালীকিঙ্কর যেখান হইতে দাঁড়াইয়া বে অব্ বেঙ্গল দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করিয়াছিল—একটা গোল টেবিল আনিয়া খাওয়ার জায়গা করা হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা কম থাকিলে এবং গরম বেশি থাকিলে ডাইনিং-রুমের প্রকাণ্ড টেবিলটার বদলে এখানে ডিনার দেওয়া হয়।

প্রদ্যুম্নের ডাইনে বসিয়াছেন হোম্ মিনিস্টার সূর্য্য চৌধুরি। গান্ধি টুপি পরিয়া পরিয়া মাথায় টাক ফেলিয়া ছাড়িয়াছেন। গান্ধিবাদ এবং অহিংসায় পূর্ণ বিশ্বাসী; এখনও প্রত্যহ সকালে আধঘণ্টা করিয়া চরকায় সুতা কাটিয়া তবে অন্য কাজে হাত দেন। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের শুরুতে সরকারি চাকরি ছাড়িয়া আত্মত্যাগের যে জ্বলন্ত নিদর্শন কপালে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা আজও ম্লান হয় নাই। ইতিমধ্যে চাকরিটি বহু-গুণ উন্নীত অবস্থায় ফেরৎ পাইয়াছেন। ইহা যে অহিংসার পুরস্কার, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

প্রদ্যুম্নের বাম দিকে সেবাময়বাবু। ইনি বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'ফ্রি ম্যানের' বিখ্যাত সম্পাদক। দেশের এবং দশের অকুণ্ঠ সেবা করিলে কি পরিমাণ প্রভাব এবং অর্থ সঞ্চয় করা যায়, ইনি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সূর্য্য চৌধুরি এবং সেবাময়বাবুর মধ্যে প্রাত্যহিক অতিথি শ্রীমন্ত চুপচাপ বসিয়া আছে।

'কোথায় সেবাময়বাবু, আপনি দেখি কিছুই খাচ্ছেন না!'

প্রদ্যুম্ন খাতিরের অনুরোধে কহিল। 'নিন্, আর একটু তুলে নিন্। আপনি একা খাওয়া কমিয়ে কি আর খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে পারবেন ?'

'আজ্ঞে না, এসব আর বেশি খেতে দোষ কি ?' নিজের বাঁ দিকে দণ্ডায়মান বেঁয়ারার হাতের ডিশে বড় চামচটা আবার গভীরভাবে প্রবেশ করাইয়া সেবাময়বাবু কহিলেন। 'রেশনের জিনিষ বেশি না খেলেই হলো!' এবং সূর্য্য চৌধুরির দিকে একবার সকৌতুক মুখে চাহিয়া লইয়া বলিলেন 'গভর্ণমেণ্টের পাবলিসিটি ডিপার্মেণ্টের সঙ্গে অন্তত খাদ্য-ফ্রণ্টে আমরা পুর্ণ সহযোগিতা করছি!'

'কি রকম ?' প্রদ্যুম্ন সকৌতুকেই প্রশ্ন করিলেন।

'বস্তিবাসীদের কাছে, কারখানার কুলিদের কাছে, অফিসের গরিব কেরাণীদের কাছে প্রায়ই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, বেশি ভাত খেয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে বিপন্ন করো না। ভাতের জায়গায় বেশি করে' দো-পেঁয়াজি খাও, বেশি করে মাছের ফ্রাই, ডিমের কালিয়া খাও। কি বলেন, ডক্টর ব্যানার্জ্জি, জানাচ্ছি না ?' বলিয়া সেবাময়বাবু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কনুই দিয়া শ্রীমন্তের পাঁজরায় খোঁচা মারিবার চেষ্টা করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে নাগাল পাইলেন না।

সেবাময়বাবু রগুড়ে লোক। তার পরিহাসের ধরণই এই। উপস্থিত সকলেই যৎসামান্য হাসিয়া তাঁর পরিহাসের সম্মানরক্ষা করিলেন।

সেবাময়বাবু উৎসাহিত বোধ করিলেন। কহিলেন, 'এক ঐ বেরিবেরির ভয় ছাড়া, খেতে আমার কোনও ভয় নেই।···ব্রিজলালের তেলকলের খাঁটি সর্ষের তেল দিয়ে এসব রান্না না হয়ে থাকলেই নিশ্চিন্তমনে খেয়ে যাব। কিন্তু সে আশ্বাস কে দেবে!...কি স্যার,

আপনার 'সতর্ক' ঘোষের কাছ থেকে কোনও ঘোষণা পাওয়া যাবে কি, না এটাও তিনি পুলিসী-ঐতিহ্য অনুসারে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় আছেন ?...' বলিয়া সেবাময় দুষ্ট ইঙ্গিতে সূর্য্য চৌধুরির দিকে চাহিলেন।

'অস্থির হবে না, কেস্ তৈরি হচ্চে।' সূর্য্য চৌধুরি গম্ভীরমুখে কহিলেন। 'পাবলিক্ অ্যাজিটেশন আর কোর্টে দোষ প্রমাণ করা এক কথা নয়। দেখ্‌চেন তো, ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাণ্ডকারখানা, আর হাইকোর্টের টেম্পার। সুবিধে পেলেই এক্‌জিকিউটিভকে নাকাল করে ছাড়চে...'

'ভারি অন্যায়!' অদম্য সেবাময়বাবু কহিলেন, 'দেখবেন, কোর্টের ভয়ে অপরাধীকে যেন আগেই ছেড়ে দিতে না হয়!...এমন জ্বলজ্যান্ত হাতেনাতে ভেজাল ধরা পড়ার পরও যদি পুলিশ কেস্ প্রমাণ করতে না পারে, তবে দুষ্ট লোকদের জিব্ কোনও অর্ডিনান্স করেই বন্ধ করতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই লোকে বলতে আরম্ভ করেছে, ব্রিজলাল কিষিণলালের ভাগ্নে! মামার জোর আছে, ওকে ছোঁয় কার সাধ্য...'

'হুঁ।' সূর্য্য চৌধুরি অর্দ্ধ-চর্ব্বিত খাদ্যবস্তুর মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ততম জবাব পাঠাইলেন।

'ব্যাপার কি, সেবাময়বাবু', প্রদ্যুম্ন কথার মোড় ফিরাইবার জন্য সকৌতুকে কহিলেন, 'আপনিও কি শেষে কম্যুনিস্ট পার্টিতে নাম লেখালেন নাকি? ক্যাপিটেলিস্টদের দোষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যেমন করেই হোক ব্যাটাদের খতম করতে হবে, আপনারও কি তাই মত? কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ সমস্তই খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে রান্না করা। পরিপাকে কোনই অসুবিধা হবে না ...'

'ঐ করেই তো আপনারা দলে টানেন!' বলিয়া সেবাময়বাবু

উচ্চহাস্য করিয়া প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর পাঁজরায় কনুয়ের খোঁচা মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর বাড়ির ডিনারের সুনাম আছে। প্রদ্যুম্ন নিজে সামান্যই খান, কিন্তু পরকে খাওয়াইতে ভালবাসেন। লোকের চিত্তজয়ের শ্রেষ্ঠ পথ যে পাকস্থলীর মধ্য দিয়া প্রসারিত, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ নাই।

'রাষ্ট্রের যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন হয়েচে', সূর্য্য চৌধুরি পরবর্ত্তী কোর্স প্লেটে লইয়া, কাঁটা ও চামচ তাহার উপর স্থাপিত করিয়া গম্ভীর এবং ধীরে উচ্চারিত স্বরে কহিলেন, 'তা দেশের অধিকাংশ মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবার সময় এসেচে। দেশের কর্ত্তৃত্ব এখন বিদেশীরা করচে না। নিস্ফল সমালোচনা, অনর্থক আন্দোলন, এ সবই এখন দেশের সব চেয়ে বড় শত্রু। পুলিশ কত দিকে নজর দেবে? ভেজাল, ব্ল্যাক-মার্কেট এসবই বন্ধ হ'তো, যদি দেশের সর্ব্বত্র দেশেব শত্রুরা এমন করে' আইন ও শৃঙ্খলার বিরোধিতা না করত? কিন্তু এদিকে যথেষ্ট নজর দেবার সাধ্য কি? পুলিশ কমিশনার আমাকে সরাসরি জানিয়েচেন, তার স্টাফ বাড়াবার ব্যবস্থা না করলে এত হাজাব রকম কাজে দৃষ্টি দেওয়া অসম্ভব। 'সতর্ক' ঘোষ কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেচেন, অফিশিয়াল সিক্রেট বলে এখানে তা জানান সম্ভব নয়, কিন্তু যদি কখনও খবরের কাগজের জন্য তা রিলিজ করা হয়, তখন জানতে পারবেন, পুলিশকে কতটা সতর্ক থাকতে হচ্চে, এক এর জন্যই কত অফিসার এবং লোক নিযুক্ত রাখতে হয়েচে...'

'না, মশায়, ও আমি জানতে চাই নে।' সেবাময়বাবু কৃত্রিম

আতঙ্কের সঙ্গে কহিলেন। 'রাতে তবু দু-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমুচ্চি। এ সব শুনে তাও যদি যায়, তবে ধনেপ্রাণে একই সঙ্গে খতম হবো। আমি কথা দিচ্চি, আপনারা আরও কড়া অর্ডিন্যান্স জারি করুন। আমার কাগজ তা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে।'

ডিনার শেষ হইল। কফি পরিবেশন হইবার আগেই প্রদ্যুম্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেবাময়বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'আপনি ডক্টর ব্যানার্জ্জির সঙ্গে একটু কথা বলুন, সেবাময়বাবু। আমরা পাশের ঘরে বসে কাজটা সেরে ফেলি, কি বল সূর্য্য?...'

সূর্য্য চৌধুরি নীরবেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'কিন্তু আমার আর্টিকেলের কি করলেন? আসচে রবিবার বেরুবে বলে আমি যে অ্যানাউন্স্ করে' বসে আছি।' সেবাময়বাবু দাবি করিলেন।

'আর্টিকেল দেব বলেছিলাম বুঝি?' প্রদ্যুম্ন আক্রান্ত হওয়ার স্বরে কহিলেন। 'দেখুন ইনি কি বলচেন, ডক্টর ব্যানার্জ্জী।' প্রদ্যুম্ন শ্রীমন্তের দিকে চাহিলেন। 'যা হয় ব্যবস্থা করুন।...কিন্তু আপনি পালাবেন না যেন সেবাময়বাবু। আমাদের দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না...'

'দেশশুদ্ধ লোক কম্যুনিস্ট হয়ে উঠেচে কেন, বলতে পারেন, প্রফেসার?' ধূমায়িত কফির পেয়ালায় তৃপ্তি ভরে এক চুমুক দিয়া সেবাময়বাবু হাল্কা স্বরেই প্রশ্ন করিলেন।

'সব কম্যুনিস্ট হয়ে উঠেচে! কই, জানিনা তো।' শ্রীমন্ত কহিল।

'আরে গবর্ণমেণ্টকে গাল দিচ্চে, সে একই কথা। তাকেই আমরা কম্যুনিস্ট বলি।' সেবাময়বাবু তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে

কহিলেন। 'যাকেই প্রশ্ন করি, সেই দেখি খাপ্পা হয়ে আছে...

'লোকের খাওয়া-পরার কষ্ট হচ্ছে, সে জন্যই অসন্তোষ।' শ্রীমন্ত কহিল। 'গবর্ণমেণ্ট প্রাইস্‌-লেভেল নামাতে পারছেন না, চোরাবাজার বন্ধ করতে পারছেন না। এসব ব্রিটিশ আমলের যুদ্ধকালীন ব্যাধিরই উত্তরাধিকার, যদিও এরই মধ্যে কিছুটা উন্নতি দেখাতে পারলে ..'

'আরে ভাই, এতটাই যদি স্বীকার করলে,' সেবাময়বাবু 'ভাই'-এর পর্য্যায়ে নামিয়া কহিলেন, 'তবে আর এটুকু মানতে কষ্ট কেন যে, জাতীয় সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যাধিগুলি পেয়েছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট চালাবাব কায়দাটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না বলে মুস্কিলে পড়েচেন। বেচারিরা! এজন্যই তো আমরা, জাতীয়তাবাদী পেপারেরা, দেখেও কিছু দেখচি না। নইলে কলমের ধার আমাদের একটুও ভোঁতা হয়নি। চারদিকের অসন্তোষের মধ্যে আমাদের কণ্ঠেই আপনারা সন্তোষের সুর শুনতে পাচ্ছেন। আরে না, মশায়, এ সরকারি বিজ্ঞাপন নয়, এমন সব ভালো ভালো ডিনার নয়, হোমরা-চোমরার আদরের চাপড় নয়, এ একান্তই দেশ-সেবা!' বলিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া সেবাময়বাবু আবার কনুই চালাইলেন।

'হুজুর, আপনাকে সাহেব ডাকচেন।'

'কাকে? আমাকে?' হাসির মধ্য হইতে আবির্ভূত বেয়ারার দিকে চাহিয়া সেবাময়বাবু প্রায় বিপন্ন কণ্ঠে কহিলেন।

'হুজুর।' বেয়ারা কহিল।

'আবার কার প্রশস্তি গাইতে হবে! চল।' বলিয়া সেবাময়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চার

ইহার পর সপ্তাহখানিক কাটিয়াছে। সকালটা সাড়ে আটটা ছাড়াইয়াও কয়েক মিনিট আগাইয়া গেছে। শ্রীমন্ত তাহার অফিস-কামরায় টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বই ও কাগজ লইয়া বসিয়াছে। এ সময়টা সাধারণতঃ সে লেখার কাজ করিতে পারে না—প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর হাজার ফরমাস শুনিতে হয়। আজ ফুরসৎ পাওয়া গেছে।

শ্রীমন্ত ঠিক আটটার সময় পৌঁছিয়া দেখে নৃসিংহগড়ের রাজা হর্ষদেব বর্ম্মা তাহার আগেই আসিয়াছেন এবং প্রদ্যুম্নের খাস্‌-কামরায় গোপনীয় শ্রেণীর কোনও আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বেয়ারাকে দিয়া নিজের উপস্থিতির খবর পাঠাইয়া সে নিজের অফিস-কামরায় চলিয়া আসে। ইহার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে হর্ষদেব বর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া প্রদ্যুম্ন বাহির হইয়া আসিলেন, এবং ব্যস্ততা সহকারে শ্রীমন্তের কামরায় ঢুকিয়া কহিলেন, 'আমি একটু প্রিমিয়রের ওখানে যাচ্ছি। জরুরি কাজ থাকলে ওখানে টেলিফোন করো। ওখান থেকেই অফিসে যাব।...আর দেখো, দুপুরে একবার কিশোরীবাবুকে টেলিফোন করো তো। সাতটায় আসতে বলবে।...সেবাময়বাবুর প্রবন্ধ লিখেচ নাকি? তা যা হয় করো। আমার আর সময় নাই।' বলিয়া প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

হাতে অন্য কোনও জরুরি কাজ না থাকায় শ্রীমন্ত প্রদ্যুম্নের জন্য বকলমী প্রবন্ধ তৈয়ারির কাজে মন দিল। সেবাময়বাবু আরও দুদিন তাড়া দিয়াছেন। প্রদ্যুম্নের প্রবন্ধ সর্ব্বদাই ভালো লোকের লেখা হয়; কিন্তু প্রবন্ধের নিজস্ব গুণ অথবা প্রদ্যুম্নকে খুশি করিবার ইচ্ছায়ই এসব প্রবন্ধের জন্য ফরমাস করা হয়, শ্রীমন্ত সে সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত নয়। তবে কাগজে নিজের নামে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ

ছাপাইতে যে প্রদ্যুম্ন পছন্দ করে, এটা সে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে।

'এই নিন্, মশায়, কালকের স্পীচ্।'

ঠিক পিঠের কাছে একটা দরাজ কণ্ঠ এবং টেবিলে এক তাড়া কাগজের আছাড় খাইয়া পড়ার শব্দে শ্রীমন্ত প্রায় চমকাইয়া চোখ তুলিল। দেখিল, স্পীচ্-লেখক বিভূতিবাবু সশরীরে দণ্ডায়মান।

'কালকের রোটারি লাঞ্চের এখনও নিদেন পক্ষে তিরিশ ঘণ্টা দেরি।' প্রায় অভিযোগের সঙ্গে বিভূতিবাবু কহিলেন। 'আমরা, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা, বল্কান্-সমস্যা থেকে শুরু করে ভিয়েটনাম-ভিয়েটমিনের জটিল রাজনীতি সম্বন্ধে আধ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও রকম ফরমাসি সম্পাদকীয় তৈরি করে' দিতে পারি, অথচ হুজুর পরশু থেকে তাড়া লাগাচ্চেন। কাল রাত্তিরে অফিসে লোক গিয়ে হাজির। না, রোটারি স্পীচ্ কোথায়! এই নিন। এর ওপর আর আমার কিচ্ছু মায়া নেই। হুজুরের যা অভিরুচি তাই যেন করেন, তবে, মোশায়, আপনি তো পণ্ডিতলোক, একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালো ভালো ফ্রেইজগুলো যেন কেটে বাদ না দেয়, সে চেষ্টা করবেন। গোলামি মশায়, নিতান্ত পয়সার জন্য গোলামি করচি, নইলে এমন দরদ দিয়ে লেখা স্পীচ্ কেটে এমন পান্‌সে করে' দিলে, বলব কি, নিজের হাতই কামড়াতে ইচ্ছা করে ...'

বিভূতিবাবু 'ন্যাশানাল নিউজ' দৈনিকের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সের খাঁটি কংগ্রেস-সেবী। পায়ের গোঁড়ালি হইতে অন্তত দু'ইঞ্চি উঁচু করিয়া মোটা খদ্দরের কাপড় পরা; গায়ে বাদামি রঙের বাড়িতে-কাচা খাটো পাঞ্জাবি, পায়ে বার্নিশ-স্পর্শহীন অ্যালবার্ট শ্লিপার। স্পীচ্ লেখায় ইহার দক্ষতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। প্রদ্যুম্নের ইনি বাঁধা স্পীচ্-লেখক; দুপুরটায় এখানে হাজিরা দেন।

'আফিস থেকে রাত দশটায় বাড়ি ফিরে, নাকে-মুখে চারটি গুঁজে লিখতে বসে গেলাম।' কাছের চেয়ারে নিজেকে আসীন করিয়া বিভূতিবাবু কহিতে লাগিলেন। 'চাকরের আবার নিদ্রা-আয়েস! যেমন তাড়া, সাত সক্কালে পৌঁছে না দিলে, আবার চাকরি থাকে কিনা ভেবে সারা রাতই ঘুম হলো না। এক কাপ চা খেয়েই সেই শ্যামবাজার থেকে এই উড্ স্ট্রীট ছুটে এসেছি। যান, হুজুরকে একবার নিয়ে দেখান...'

'মিঃ ভাদুড়ী এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন,' শ্রীমন্ত স্মিত মুখে কহিল।

'কোথায়?'

'প্রিমিয়রের ওখানে গেছেন।'

'কেন?'

'তা কি করে' বলব। সঙ্গে নৃসিংহগড়ের রাজা ছিলেন।'

বিভূতি কয়বার বোদ্ধার মতো মাথা নাড়িলেন। তারপর ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, 'নতুন কংগ্রেসম্যান কিনা, আদর বেশি! মশায়, ক'বছরেরও কথা নয়, এই সব প্রজার রক্তশোষা জমিদার কংগ্রেসকে কুষ্ঠরোগীর মতো পরিহার করে' চলত, ইংরেজের ল্যাজ ধরে' কংগ্রেসের কাজে বাগ্ড়া দিতে এক পায়ে হাজির থাকত। আজ তারা এপিডেমিকের মতো কংগ্রেসম্যান্ হওয়া শুরু করেচে। স্বার্থের এমন খেল্ নেই এরা দেখাতে পারে না। অথচ এরাই এখন কংগ্রেসের বান্ধব। আমরা যারা জেলে গেছি, ইংরেজের পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়েছি, চরকায় সুতো কেটে কাপড় পরেচি, তারা আর কল্কে পাচ্ছিনে। এখন কংগ্রেসী চাঁইয়েদের বন্ধু হয়েচেন, জমিদারেরা, টাকাওয়ালা ভূঁড়িওয়ালারা। এখন তাদের বান্ধব আই. সি. এস্, যারা ইংরেজের দক্ষিণ হস্ত ছিল; আর ইংরেজ আমলের ধুরন্ধর পুলিশ-অফিসার, যারা দেশ-সেবকদের

জামাই-আদর করতে কখনও কোনও ত্রুটি করেনি—ইংরেজদের হয়ে যেন বাপের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লড়েচে…'

বিভূতিবাবুর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সকলেই কৌতুক বোধ করে। শ্রীমন্তও সহাস্য মুখে কহিল, 'গবর্ণমেণ্ট চালাতে হবে তো, বিভূতিবাবু…'

'চালাতে হবে বৈ কি।' টেবিলের উপর এক চাপড় মারিয়া বিভূতিবাবু কহিলেন, 'আলবৎ চালাতে হবে। তা বলে, আই. সি. এস. না হলে রাজ্য চলে না, ইংরেজ-প্রচারিত আই. সি. এস-গোষ্ঠি-সৃষ্ট এই দেড়মণী মিথ্যাটা বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে? বছরে ভারতবর্ষের নানান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কতগুলি ভালো ছেলে বের হয়? তার মধ্যে শতকরা ক'জন আই, সি, এস্ হয়েছে? বুদ্ধির এবং ক্ষমতার মনোপলি শুধু আই, সি, এস্-এর! বলিহারি যাই! দেশ যারা স্বাধীন করেছে, তাদের ক'জন…'

'এদের কাজ চালাবার অভিজ্ঞতা হয়েচে, এটা স্বীকার করবেন তো?' শ্রীমন্ত প্রায় কোমল স্বরে কহিল।

'কাজ চালাবার অভিজ্ঞতা আছে তো এদের ডিপার্মেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, চৌকিদারের হাকিম করে' দেওয়া হোক।' বিভূতি বাবু উত্তেজিত হইয়া প্রায় ভেংচাইয়া উঠিলেন। 'ফাইল তৈরির কাজে এরা আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাতে পারবে। তা বলে, যারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে এত কাল ইংরেজের গোলামি করেচে, টাকা উপার্জ্জন, আর ক্ষমতা খাটানো ছাড়া যাদের আর কোনও আদর্শই কখনও ছিলনা, স্বাধীন ভারতে তাদের ক্ষমতা খাটাবার অধিকার থাকবে কেন? বেশ, দিন, হাতির খোরাক মাইনে পাচ্ছে, তাই দিন্। ইংরেজকে কংগ্রেস যে কথা দিয়েছে তার খেলাপ করতে বলছি না। কিন্তু ক্ষমতা থাকবে কেন? ইংরেজের যত তাঁবেদার

সব যদি এখনও আগের সুবিধা বা তারও চেয়ে বেশি সুবিধা পেতে থাকে তবে যে টাইম্-সার্ভারে দেশ ভরে' যাবে। আই, সি, এস্! আই, সি, এস্! যেন দেশে আর কৃতী লোক নেই। কি জানেন মশায়, আমাদের নেতারা এত কাল যতই আই, সি, এস্-দের নিন্দে করে' থাকুন, চিরকাল মনে মনে এদের সম্মান করেছেন, অনেকে আই, সি, এস্, হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের সম্পর্কে একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেকস বোধ করেচেন। স্বাধীন ভারতে আই, সি, এস্-তোয়াজ তারই ফল, স্রেফ্ তারই ফল।'

'কাগজে লেখেন না কেন?' শ্রীমন্ত প্রায় কৌতুকের সুরে কহিল।

'লিখব? খবরের কাগজে!' বিভূতিবাবু প্রায় স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন। 'মশায়, আমাকে কি স্ত্রী-পুত্তুর নিয়ে পথে বসাতে চান? জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিন্দে করে' 'ন্যাশানাল নিউজের' মতো খাঁটি জাতীয়তাবাদী কাগজে একদিনও চাকরি বজায় রাখতে পারব, মনে করেন? আমাদের প্রেস্-লর্ডটি কত বড় একজন কংগ্রেসম্যান্, তা জানেন? পূর্ত্তমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রিমিয়র পর্য্যন্ত সবার কাছে তাঁর কত খাতির জানেন? কত সরকারি কমিশনে তিনি সভ্য মনোনীত হন, লাট-সাহেবের বাড়িতে মাসে ক'দিন ডিনার খান, কত দিস্তে সরকারি বিজ্ঞাপন কাগজে আসে, সরকারি মহলে কত প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার কিছু খোঁজ রাখেন? সবাই এক জোট মশায়, সবাই এক জোট! বড়তে বড়তে পরস্পরের পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! ফুঃ! মালিকের স্বার্থ যাতে ষোলআনা রক্ষা হয়, তাই এক মাত্র পলিসি। কর্ত্তাদের তোয়াজ করলে একই সময় মতামত-প্রকাশে স্বাধীনতা আর নিজের বুঝ, দুটোই…আজকের 'ফ্রি ম্যান্' দেখেছেন?

দুটো ভারি মজার খবর বেরিয়েচে। এক, স্যার কিষিণলালের জামাই ভগৎরাম আমাদের অচল মিনিস্টার গোপাল দত্তের জন্য অ্যাসেম্বলির আসন ছেড়ে দিচ্চে। দুই, উত্তরপাড়ার 'ফ্রি ইণ্ডিয়া স্টিল ট্রাস্ট'র চার পাশের অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি হয়েচে। জানেন কিনা বলতে পারবনা, এই 'ফ্রি ইণ্ডিয়া' কোম্পানীটির ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কিষিণলাল কর্পোরেশন। ওখানে ধর্ম্মঘট চলচে এক মাসেরও ওপর, কিন্তু কাগজে আজ এই প্রথম খবর বেরল। আশা করি, কাল 'ফ্রি ম্যানেই' এই বেকার কারখানার ছবি, এবং এই স্টিল-কোম্পানী বন্ধের ফলে জাতীয় উৎপাদন কি রকম ব্যাহত হচ্চে, সে সম্বন্ধে একটা 'রাইট-আপ' দেখতে পাবেন। আজ্ঞে না, আমি বলচি না কুলি-ব্যাটারা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। আমি শুধু রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির, অর্থনীতির সঙ্গে সংবাদপত্র-নীতির যোগাযোগটা কোথায় তাই দেখাচ্চি। আর আপনি বলছেন, এদের গালাগাল দিই! আমার কাঁধে কটা মাথা!' বলিয়া পরিশ্রমে বিভূতিবাবু প্রায় হাঁফাইতে লাগিলেন।

'আমাদের না হয় বিদ্যাবুদ্ধি কম, কলমের জোর ছাড়া আর কোনও কোয়ালিফিকেশন নেই, অথচ টাকার অভাব প্রচণ্ড, সংসার চালাতে গলদঘর্ম্ম।' অবিলম্বেই তিনি আবার শুরু করিলেন, 'তাই একবার কাগজের মালিকের গোলামি করেও সন্তুষ্ট নই। আবার প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর গোলামি করতে আসচি। কিন্তু আপনি একে পণ্ডিত, তার ওপর ব্যাচেলার মানুষ, সংসারের ঝামেলা নেই, আপনি কেন শেষে এখানে গোলামি করতে এসেচেন? পারবেন? মর্জ্জি মেনে চলতে পারবেন? পাণ্ডিত্য বেচছেন, কুছ্ পরোয়া নেই; যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে! কিন্তু বিবেক! শঠতা, ছল, চাতুরি, এসব সইতে পারবেন? দেখে দেখে পলিটিক্‌সের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে!

মুখে গান্ধীজির নাম নিয়ে এরা এ হেন কর্ম্ম নেই করতে পারে না।··· তা যাক্, মুখ দেখে মনে হচ্চে, কথাটা পছন্দ করছেন না। গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়, মনে রাখবেন। এবার তবে উঠি। এখনও বাজারই হয় নাই; একেবারে বাজার করে বাড়ি ফিরব। আজ দুপুরে আসতে হয়তো একটু দেরি হ'তে পারে!' বলিয়া বিভূতিবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

'তা হলে নৃসিংহগড়ও হুজুরের সঙ্গেই গেছেন।' উঠিতে উঠিতেই বিভূতিবাবু আবার পুনশ্চ হিসাবে কহিলেন। 'পার্টি-ফণ্ডে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে জমিদারি প্রথা লোপ কিছুকালের জন্য মুলতুবি রাখা যায় কি না, তার চেষ্টা করছেন না, তাই বা কে বলবে? রাণী সুভদ্রা দেশের কাল্চার উজ্জীবনের যে চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, চট্ করে' স্বামীর জমিদারি উঠে গেলে তাতে বিঘ্ন হয়ে সারা স্বাধীন ভারতের পক্ষেই ক্ষতি হবে যে। অন্তত জমিদারি লোপের ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা বাড়ানো চাই তো!...কিন্তু দেখবেন মশায়, কেটে আমার ভাল ভাল ফ্রেইজগুলি যেন দুরমুশ করে' দেবেন না।' বলিয়া বিভূতিবাবু প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মর্য্যাদার সঙ্গে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

পাঁচ

দুপুরের খাওয়ার পর শ্রীমন্ত বিখ্যাত শেয়ার দালাল কিশোরীবাবুকে টেলিফোন করিবার সময় পাইল। কিশোরীবাবুর ফার্ম্ম বহু দিনের পুরাতন ফার্ম্ম। পুরুষানুক্রমে তাহারা শেয়ারের দালালি করেন। কিশোরীবাবু নিজে একাধিকবার শেয়ার এক্স্‌চেঞ্জ কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ইহাকে বিশেষ খাতির করেন। তাঁর বিবিধ জয়েণ্ট্‌-স্টক্ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের ইনি একজন প্রধান ব্রোকার। এই কাজ সম্পর্কে সর্ব্বদাই কিশোরীবাবুকে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে হয়। ইহার উপর বিশেষ কাজ থাকিলে প্রদ্যুম্ন তাহাকে মাঝে মাঝেই বাড়িতে ডাকিয়া পাঠান। শ্রীমন্ত অনুমান করে, প্রদ্যুম্ন হয়তো শেয়ার-বাজারে কিছু স্পেকুলেশনও করিয়া থাকেন। এটা প্রায় সব বড়লোক এবং বড় বড় সরকারি কর্ম্মচারিদের ঘোড়দৌড়ে যাওয়ার মতোই একটা অপরিহার্য্য শখ। প্রদ্যুম্নের মতো ক্যাপ্টেন অব্ ইণ্ডাস্ট্রির এ শখ থাকিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়।

'হ্যালো, ক্যালকাটা ৩৭৫৪১? কিশোরীবাবু আছেন? কিশোরীবাবু? গঙ্গাধর শিবশঙ্কর কোম্পানী তো? কিশোরী...কি বলছেন···হ্যালো, আরে আমি নই, আমিও এই নম্বরই চাইচি? একশো নলহাটি! আরে কি মুস্কিল! কে বলছেন? তার আমি কি... কিশোরীবাবু! কিনেছেন মানে! ধ্যেৎ! ক্রশ্ কনেক্‌শন!' বলিয়া শ্রীমন্ত টেলিফোন নামাইয়া রাখিল। কিশোরীবাবুর আরেক মক্কেলও একই সময়ে তার সঙ্গে কনেক্‌শন্ পাইয়া ব্যবসার কথা শুরু করিয়াছে।

মিনিট দেড়েক অপেক্ষা করিয়া শ্রীমন্ত আবার নম্বরটা চাহিল। কলিকাতা টেলিফোনের পক্ষে আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি কনেক্‌শন পাইয়া

সে খুশি হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় তার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তখনও অন্য মক্কেলের কথা চলিতেছে। কিন্তু শ্রীমন্ত তাহাতেও না দমিয়া নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিল। ফলে সে শুনিতে পাইল: 'আরে না না, এখন স্টিল্ স্ট্রাস্টে স্ট্রাইক চলচে বলে কি চিরদিনই চলবে! আমার কথা শুনুন, এক হপ্তার মধ্যে স্টিল ট্রাস্ট না বাড়ে তো কি বলছি। এ না হলে, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী কখনও স্ট্রাইক্ চলার মধ্যেই কোম্পানীর ডিরেক্টর হ'তে রাজি হন? সে আর জানবেন কি করে, এক হপ্তারও কথা নয়। তা হলে শ'খানেক 'ডেফার্‌ড্' কিনব। ঐ দেখুন, একটা নামের ম্যাজিকে কেমন করে' আপনার কন্‌ফিডেন্স্ ফিরে এল। স্যার কিষিণলাল ধরে পড়লেন; জাতীয় প্রডাক্‌শন বাড়াতে হবে। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর নামে বাঙালিদের ..'

স্পষ্ট কিশোরীবাবুর কণ্ঠস্বর, কিন্তু শ্রীমন্তের ডাকে সাড়া নয়, মক্কেলের সঙ্গে ব্যবসায়ের আলাপ। শ্রীমন্ত আবার টেলিফোন ত্যাগ করিল। কিন্তু অযাচিত ভাবেই সে খবরটা জানিয়া গেল। মাত্র ক'দিন আগে প্রদ্যুম্ন কিষিণলাল কর্পোরেশনের পরিচালিত 'ফ্রি ইণ্ডিয়া স্টিল ট্রাস্টে'র ডিরেক্টর-বোর্ডে যোগ দিয়াছেন! অথচ এত কাছে থাকিয়া, স্যার কিষিণলালের জন্য জরুরি সাক্ষাতের সময় ঠিক করিয়া দিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া এবং বিদায়কালীন গাড়িতে তুলিয়া দিয়াও শ্রীমন্ত ইতিপূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানিতে পারে নাই।

বিভূতিবাবু তার জ্বালাময়ী ভাষাতে স্টিল্ ট্রাস্টের কারখানার চার পাশে ১৪৪ ধারা জারির সঙ্গে স্যার কিষিণলালের জামাতার অ্যাসেম্বলি হইতে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের একটা যোগাযোগের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। স্ট্রাইক্ চলার সময়েই প্রদ্যুম্নের স্টিল ট্রাস্টের ডিরেক্টর হওয়ার এই

খবরটা জানিলে তিনি একেবারে ইকুয়েশন কষিয়া দিতে পারিতেন। শ্রীমন্ত এই কাজে তাহাকে সহায়তা করিবে না নিশ্চয়, কিন্তু একটা যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। হয়তো ইহা-বিপন্ন সম-ব্যবসায়ীর সমর্থনে দাঁড়ান ছাড়া আর কিছু নয়। প্রদ্যুম্নের নাম যে শেয়ার বাজারে ভরসা এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করে, তাহা সে স্বকর্ণেই শুনিয়াছে। আবার এ-ও হইতে পারে যে, বিভিন্ন সুবিধা কব্‌লাইয়াই স্যার কিষিণলাল এই মহার্ঘ্য সমর্থন ক্রয় করিয়াছেন!

সহসা টেবিলের উপরকার টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

'হ্যালো? হ্যাঁ, ডক্টর...ওঃ, বলুন।' রিসিভারটা কানে চাপিয়া শ্রীমন্ত কহিল। 'না, শেষ হয়নি। মাত্র ক'পাতা হয়েচে। গান সম্বন্ধে! না, আমিও কিছু জানিনা। বিভূতিবাবু হয়তো... তা বটে, সঙ্গীত-সভায় জ্বালাময়ী ভাষা চলবে না...সঙ্গীতাচার্য্য জগন্নাথ মুখার্জ্জি? তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে হয়তো কিছু একটা দাঁড়া করানো যেতে পারে—বুঝতে পেরেচি, বাংলায়...হ্যাঁ, হ্যাঁ...ভাষাটা ছাড়া আমি আর কিছুই জোগাতে পারব না...বেশ, তাঁকে আপনি গাড়ি পাঠিয়ে দিন, আমি অপেক্ষা করছি। ছ'টায়ই ফিরবেন। কালীকিঙ্কর বাবুকে বলে পাঠাচ্ছি...'

টেলিফোন নামাইয়া শ্রীমন্ত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর টেলিফোন। আগামী সন্ধ্যায় রাণী সুভদ্রা দেবীর সঙ্গীতভবনের পুরস্কার-বিতরণী সভায় প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে সভাপতিত্ব করিতে হইবে। সুভদ্রা দেবীর জরুরি ফরমাস। সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা মনোজ্ঞ ভাষণ দেওয়া চাই। এই ভাষণ লেখার ভার লইতে হইবে অর্থনীতির ডক্টর শ্রীমন্তকে—যার সঙ্গীতজ্ঞান প্রদ্যুম্নের সঙ্গীতজ্ঞানের

সমান স্তরের! অপরাধের মধ্যে শ্রীমন্তের বাংলা-রচনাও তাঁর ইংরাজি রচনার মতো মনোজ্ঞ। এই লঘু পাপেই তার গুরু দণ্ড। সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গীতাচার্য্য জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় প্রদ্যুম্নের অনুরোধে শ্রীমন্তকে সাহায্য করিতে আসিতেছেন। নহিলে মরিয়া হইয়া শ্রীমন্ত হয়তো 'ইকনমিক্ ইণ্টারপ্রিটেশন অব্ মিউজিক' সম্বন্ধে স্যাটিস্টিক্স সম্বলিত প্রবন্ধ লিখিয়া ছাড়িত।

রাতের ডিনারের পর প্রদ্যুম্ন কিছুক্ষণ এই অমূল্য ভাষণটির খস্ড়া লইয়া আলোচনা করিলেন, তারপর কহিলেন, 'তুমি এটা বাড়িতে নিয়ে যাও। খুব চমৎকার হয়েচে। একেবারে তৈরি ক'রে নিয়ে এসো।...আজ আমিও আর কোনও কাজ করব না। চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। এখন সওয়া নটা। ক'টায় ঘুমোও?'

'এখান থেকে গিয়েই।' শ্রীমন্ত ঈষৎ কৌতুকের স্বরে কহিল।

'আজ দুচার ঘণ্টা জাগো।' প্রদ্যুম্ন উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন। 'মনে করো যেন পরীক্ষার পড়া করচ। তবে তোমার পরীক্ষা নয়, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর গানের পরীক্ষা! চল, তোমার সঙ্গেই একটু ঘুরে আসি।'

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী তাহাকে স্নেহ করেন, এটা শ্রীমন্ত বুঝিয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া তাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া স্নেহের আতিশয্য প্রদর্শন করিবেন, তেমন পাত্র প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী নন। শ্রীমন্ত একটু বিস্মিত হইল।

'তুই কেন? মাখন কোথায়?' গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়ান সোফারকে প্রদ্যুম্ন ঝাঁজের সঙ্গে বলিলেন।

'হুজুর, মাখন চান করচে। আমাকে বললে...'

'ডেকে নিয়ে আয়।' ধমকের স্বরে প্রদ্যুম্ন কহিলেন।

মাখন প্রদ্যুম্নের বিশ্বাসী সোফার এবং কালীকিঙ্করের ভাষায় 'বডি

গার্ড্।' এ লোকটা ছুটিয়া গিয়া মাখনকে খবর দিতে যতটা সময় লাগিবার কথা, তার অনেক আগেই মাখন লম্বা কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে ছুটিয়া আসিল।

'হরিশ মুখার্জ্জী রোড দিয়ে যা।' ভবানীপুরের প্রান্তে পৌঁছাইয়া প্রদ্যুম্ন মাখনের প্রতি আদেশ করিলেন। শ্রীমন্ত একটু বিস্মিত হইল। তার বাড়ি ভবানীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে নয়, পূব দিকে। মাখন যথা আদেশ মোড় লইল।

বেনীনন্দন স্ট্রীট ছাড়াইয়া নিঃশব্দ গাড়িটা সামান্য আগাইবার পর সহসা প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'সামনের গলির মোড়ে রাখ।'

মাখনের গাড়ি বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

'তোমাকে একবার নামতে হবে', এবার প্রদ্যুম্ন শ্রীমন্তের দিকে তাকাইলেন। 'ডান দিকের গলি দিয়ে গোটাতিনেক বাড়ি এগিয়ে গেলেই কিছুটা একতলা কিছুটা দোতলা পুরানো ধরণের একটা বাড়ি দেখতে পাবে। কিরিটিবাবুর বাড়ি। বি-পি-সি-সির কিরিটি সেন। বোধহয় একটা কাঠের নেমপ্লেটও আছে। বাঁ দিকের ফটক দিয়ে ঢুকে বাইরের ঘরটায় 'নক্' করো। বাড়ি থাকলে বলো…আমার নাম করে' দরকার নেই, বলো, মহেন্দ্রবাবু ডাকচেন…সঙ্গে রুমাল আছে তো? বড় নোংরা গলি। সাবধানে যেয়ো…'

গলিটা সরু এবং নোংরা। শ্রীমন্তের রুমাল বাহির করার দরকার হইল না, তবে সে বেশ একটু কণ্টকিত বোধ করিল—যেন কোনও একটা গোপন দৌত্যে যাইতেছে। কিরিটি সেন সুবিদিত লোক; দুর্মুখ এবং গুণ্ডামিপ্রিয় বলিয়া তার খ্যাতি আছে। কিরিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে মন্ত্রীসভা-বিরোধী দলের একজন চাঁই-বিশেষ। তার প্রতিপত্তি খুব বেশি নয়, কিন্তু নোংরা কাজে তার জুড়ি মেলা ভার।

ইহার সাথে প্রদ্যুম্নের কি প্রয়োজন? এত রাত্রে তার বাড়ি ছুটিয়া আস এবং বিশেষ করিয়া স্বনাম গোপন করিয়া সাংকেতিক নাম ব্যবহার কম রহস্যজনক নয়।

'কিরিটিবাবু বাড়ি আছেন?'

'কোথা থেকে আসচেন?' যে ছেলেটী দরজা খুলিয়া দিয়াছিল সে প্রশ্ন করিল।

'বাড়ি আছেন কি?' শ্রীমন্ত এমন গোপনীয় কাজ যথাযথ পালনের পক্ষে কিরিটিবাবুর বাড়ি-থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার মনে করিল। 'বলুন, মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে এসেচি…'

ছেলেটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া খবর দিতে গেল। শীঘ্রই চটির শব্দ করিতে করিতে সগুম্ফ কিরিটিবাবু শুধু-গায়ে দেখা দিলেন। চোখে চিনিতে না পারার চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কাকে চাই?'

'মহেন্দ্রবাবু বড রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করচেন, আপনাকে একবার ডেকেচেন।' শ্রীমন্ত ভণিতা না করিয়া কহিল।

'মহেন্দ্রবাবু! ওঃ। দাঁড়ান, আমি এই আসচি।' বলিয়া কিরিটি তাড়াতাড়ি জামা পরিতে ছুটিলেন।

খ্যাতির সঙ্গে চেহারার এমন আশ্চর্য্য মিল শ্রীমন্ত কমই দেখিয়াছে। বছর পঞ্চাশ বয়সেও পালোয়ানের মতো বানানো শরীর। ঘাড়ে-গর্দানে সমান। গায়ের রং কালো; ওষ্ঠে বলবান গোঁফের ঝাড়; গালে তিন দিনের অকামানো দাঁড়ি সজারু কাঁটার মতো খাড়া হইয়া আছে। এমন একখানা চেহারার সঙ্গে যদি ধারাল একখানা জিহ্বা এবং

বারুদের মতো একখানা মেজাজ থাকে, তবে সেই যোগাযোগে যে কিরিটিবাবুর উপযুক্ত কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা মোটেই বিচিত্র নয়।

'চলুন।' তৈরি হইয়া আসিয়া কিরিটিবাবু নিতান্ত তোয়াজের স্বরেই কহিলেন।

ছয়

হাঁটিয়াই শ্রীমন্ত বাড়ি ফিরিল। প্রদ্যুম্ন তাহাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কিরিটির সঙ্গে তাঁহার প্রয়োজন জরুরি বুঝিয়া শ্রীমন্ত মোটে আর গাড়িতেই চড়িল না। কিরিটি-বাবুকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি রওনা হইয়া গেল। হরিশ পার্কের মধ্য দিয়া আশুতোষ রোডে পৌঁছিলে শ্রীমন্তের বাড়ি খুব দূরের পথ নয়। রাত দশটার আগেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া গেল।

দোতলার ফ্ল্যাটের খোলা দরজার ঠিক মধ্যখানে শ্রীমন্তের সবে-ধন ভৃত্য নীলমণি নিতান্ত উদ্বিগ্নমুখে বসিয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া যেন ধড়ে প্রাণ পাইল।

'দরজার ঠিক মধ্যখানে এমন একখানা মুখ করে' বসে আছিস কেন?' শ্রীমন্ত অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল। 'কি ব্যাপার?'

'প গ ্গ্।' স্টেজ-নিন্দিত হুইস্‌পার শোনা গেল।

'পগ্‌গ্! পগ্‌গ্ কিরে?'

হাত নাড়িয়া পাগ্‌ড়ি বুঝাইয়া নীলমণি যথোপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে কহিল, 'সেই সন্দে ছ'টা থেকে এসে বসে আছে। যত বলছি, কিছুতেই উঠচে না! একেবারে আঠার মতো আটকে আচে। দেখ দিকিন, কি মুস্কিল...'

আর কথা না বাড়াইয়া শ্রীমন্ত তাহার বসা, পড়া এবং অতিথি-অভ্যর্থনার কম্বাইন্‌ড্ ঘরটিতে প্রবেশ করিল। এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক শ্রীমন্তের আরাম-কেদারায় বসিয়া টেবিলে পা তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, শ্রীমন্তকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উন্মুক্ত হাঁটু আবরণ করিয়া প্রায় একটা উল্লাসধ্বনি সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আপনি, শ্রীমন্তবাবু আছেন কি? রাম রাম। হামি শিউকিষণ, ভগৎমল নন্দরাম অ্যাণ্ড ব্রাদার্স থেকে এসেছি...কটন্ ইস্ট্রিট...'

'আমার কাছে?' শ্রীমন্ত সবিস্ময়েই প্রশ্ন করিল।

'আরে, মোসায়, আপনার জন্তে আমি চার ঘোণ্টা বসে আছি, আর আপনি জিগেস করছেন...'

'কি ব্যাপার?'

'বসুন, মোসায়, শ্রীমন্তবাবু। বসুন।' শ্রীমন্তের প্রতি উপযুক্ত আতিথেয়তা দেখাইয়া আগন্তুক কহিল। 'বোড়ো মুস্কিলে পড়ে তোবে আপনার কাচে এসেছি। আপনি মেহেরবাণী না দেখালে হামার সব্বনাশ হোয়ে যাবে...'

শ্রীমন্তের বিস্ময় কমা দূরের কথা আরও বাড়িয়া গেল। কলেজের প্রফেসারের কাছে একমাত্র পরীক্ষা-দেওয়া ছাত্র এবং নোট-প্রকাশক ছাড়া আর যে কাহারও কখনও প্রয়োজন থাকে, তাহা তার জানা ছিল না। কিন্তু কটন্ স্ট্রীটের শিউকিষণ, ভগৎমল, নন্দরাম অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের সর্ব্বনাশ আটকাইবার উপায় একমাত্র তাহারই হাতে, এমন চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে সে স্তম্ভিত হইল।

'বেঙ্গল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাক্শনে হামার চৌদ হাজার ডেফারড্ আছে।' বিপন্ন মাড়োয়ারি জানাইলেন। 'এখন বলুন হামি কি কোরব? যোত শালা হারামি শেয়ারবাজ আছে, 'বেয়ার' হোয়ে গেছে। সব বিকছে। দো রোজে দাম পাঁচশো টাকা পড়েচে। গোবর্মেণ্ট কোম্পানী লিয়ে লিবে তো কি ক্ষোতিপূরণ দিবে না? বলুন তো, মোসায়, এ কি রকম হারামি। হামার তো চড়্তি বাজারে কেনা আচে। হামি ছাড়ব তো হামার দু চার লাখ টাকা লোকসান হোয়ে যাবে। হামার সব্বনাশ হোবে...'

বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাক্শন গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন, কত দিন ধরিয়াই এ সম্বন্ধে জল্পনা চলিতেছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তিও বাহির হইয়াছে। জনসাধারণ ইহাকে গবর্ণমেণ্টের সুমতি বিবেচনা করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার যে হু হু করিয়া নিচে নামিতে আরম্ভ করিয়া শেয়ার-বাজারে বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে, জনতা তার খোঁজ রাখে না। ইকনমিক্সের অধ্যাপক শ্রীমন্তের বাজারের এই খবরটা জানা আছে; কিন্তু সর্ব্বনাশের পরিমাণ সম্বন্ধে সে মাথা ঘামায় নাই।

সর্ব্বনাশের পরিমাণও কিন্তু তাহাকে দ্রব করিতে পারিল না। সে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গেই কহিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তার আমি কি করতে পারি?…'

'ওনেক পারেন, মোসায়, ওনেক পারেন' মাড়োয়ার-তনয় কহিলেন। 'আপনি হামাকে বাচাতে পারেন, হামাকে জীওন দিতে পারেন। হামি স্থনেছি, মিঃ ভাদুড়ী কোম্পানীর বহুৎ শেয়ার ধোরে রেখেচেন; বাজার দেখে ঘাবড়াচ্চেন না। ভাদুড়ী-সাহাব শানদার আদমি। উনি যদি ধোরে' রাখবেন, তোবে হামিও ধোরে রাখব। তোবে বাজার তো ফিন্ জরুর উঠবে। আপনি স্থধু মেহেরবাণী কোরে বলুন, শ্রীমন্তবাবু, হামার খবরটা সোত্য আচে কি না। হামি স্থনেছি, আপনি ভাদুড়ী-সাহেবের পিয়ারের সেক্রেটারি আছেন…'

লোকটার উদ্যোগ, ধূর্ত্ততা, খবর-সংগ্রহের ক্ষমতা যে বিস্ময়কর, তাহা শ্রীমন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করিল। কিন্তু বেশ গম্ভীর গলায়ই সে কহিল, 'সে সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু জানি না। আচ্ছা, নমস্কার, আপনি তা হলে…'

'আরে দাঁড়ান, মোসায়।' ভদ্রলোক প্রায় আহতস্বরে কহিলেন, 'ওমন কোতা বোলবেন না। আপনি জানেন না, সে কভি হোতে পারে না। আপনি মেহেরবাণী না কোরলে মরে যাব, বাবুজি। বাল-বাচ্চা নিয়ে খতম হয়ে যাব। হামি কসম কোরছি, এ খবর আর দোসরা আদমির কানে যাবে না...আরে, মোসায়, চোলে যাচ্চেন কেন? হামি তো মুফৎ মাংছি না, দো-পাঁচ শো রূপেয়া দিবার তৈয়ার...'

'আপনি বের হন তো।' শ্রীমন্ত উচ্চস্বরে কহিল।

'আরে, মোসায়, আপনি তো বড়ো চালহাক আছেন।' ভদ্রলোক বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'কোত আপনার চাই, বলুন? পাঁচ হাজার, আঠ হাজার, দস্ হাজার ..! পাক্কা, হামি ক্যাস্ এনেছি...'

'আপনি যাবেন কিনা বলুন?' শ্রীমন্ত চোখে আগুন বাহির করিয়া কহিল। 'আর দেরি হলে আমাকে হাত গুটাতে হবে...'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। একটা হিংস্র ভাব তার মুখের উপর জাগ্রত হইল। কাঁধেতে একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করিয়া সে দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

'ভারি তো মেজাজ দেখাচ্চেন, মোসায়', দরজার বাহির হইতে কাংস্য-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ধ্বনি আসিল। 'ওমন সেক্রেটারি হামি বহুৎ দেখে লিয়েচি। হামি সব বুঝি। খবর আপনি বেচে দিয়েচেন!...দস্ হাজার রূপায়া কম্‌তি হলো?'

এমন একটা বিশ্রী ঘটনার জন্য শ্রীমন্ত প্রস্তুত ছিল না। মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল। প্রদ্যুম্নের শেয়ার কেনা-বেচার কোনও ধারই সে ধারে না; বেঙ্গল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাক্‌শনের শেয়ার মোটেই

প্রত্যুম্নের আছে কি না, এবং থাকিলে তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন, না দাম পড়িতে থাকায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনও খবরই শ্রীমন্তের জানা নাই।

'জানা থাকলেই আজ দশ হাজার টাকা করে' ফেলতে পারতাম।' মনে মনে সে সকৌতুকে বলিল। মেজাজটার কিছু উন্নতি করা চাই। আজ রাতেই প্রত্যুম্নের স্পীচ্ তৈরি করিয়া ফেলিতে হইবে।

'আমাকে এক কাপ কফি তৈরি করে' দিয়ে তুই শুয়ে পড় গে।' কাপড় জামা ছাড়িয়া শ্রীমন্ত পরিত্যক্ত কাপড় গুছাইতে ব্যস্ত নীলমণিকে কহিল। 'খেয়ে নিয়েচিস তো?...'

'আজ্ঞে না, এখনও...'

'খাসনি তো?...'

'আজ্ঞে, এখনও রান্না বসাতে পারি নি।' নীলমণি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল। 'লোকটা আবার কি নিয়ে সরে' পড়ে, তাই চৌকি দিচ্ছিলাম।'

পরদিন সকালে উঠিতে শ্রীমন্তের দেরি হইল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সে কাপড় পরিল এবং চায়ের টেবিলে বসিয়া গোটা দুই চিঠি এবং একটা মণিঅর্ডার ফর্ম্ম লিখিল। চা খাইতে খাইতেই সেদিনের 'ফ্রি ম্যান' কাগজের হেড্-লাইন দেখা চলিতে লাগিল।

আজ 'ফ্রি ইণ্ডিয়া স্টিল ট্রাস্টের' ধর্ম্মঘটের সংবাদ প্রথম পাতায় আসিয়াছে। খুব বড় করিয়া নয়, তবে খবরের গুরুত্ব আছে। যারা কাজে ফিরিতে চায় এবং যারা ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতে চায়, কারখানার বাহিরে এই দুই দলে ছোটখাট রকম একটা সংঘর্ষ

হইয়া গেছে। কারখানা-অঞ্চলে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তাহা অমান্য করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এজন্যই সংবাদটির এই পদোন্নতি। রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ধর্ম্মঘটকারীরা লাঠিসোটা, সোডার বোতল এবং ঢিল-পাটকেল লইয়া নিরীহ, কার্য্যে যোগদানেচ্ছু মজুরদের উপর চড়াও হয়। পুলিশ আসিয়া পড়ায় মারামারি বেশি দূর গড়াইতে পারে নাই।

'মাকে এই মনি-অর্ডারটা করে দিস,' বলিয়া প্লেট সরাইয়া লইতে-আসা নীলমণির হাতে শ্রীমন্ত একশো টাকার একটা নোট এবং মনি-অর্ডার ফর্ম্ম তুলিয়া দিল।

'আবার হারিয়ে না যায়।' বলিয়া নীলমণি নোটটা সসম্ভ্রমে তার ফতুয়ার বুক-পকেটে রাখিল।

দুটো ঘর এবং নীলমণিকে লইয়া শ্রীমন্তের সংসার। বিধবা মা কাশীবাসী। কচিৎ কখনও ছেলেকে দেখিতে কলিকাতা আসেন, দু' চার সপ্তাহ থাকিয়া আবার বিশ্বেশ্বরের চরণাশ্রয় করেন। ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার চেষ্টায় এ-পর্য্যন্ত তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু হাল ছাড়েন নাই। কাশীতে বসিয়া নানা সম্ভাব্য পাত্রী সম্বন্ধে তিনি এখনও সর্ব্বদা পুত্রের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইদানীং পুত্রের আয় বাড়িয়াছে। সুতরাং বিবাহে আর আপত্তি কেন?

ইন্দ্ররায় রোড দিয়া শ্রীমন্ত ভবানীপুর পুলিশ-স্টেশনের নিকটবর্ত্তী ট্রাম-স্টপে আসিয়া দাঁড়াইল।

'জোর খবর। জোর খবর। মাথা ফাটল। লেবার-লীডারের মাথা ফাটল!'

কাগজওয়ালা এক ছোক্‌রা খুব হাঁক-ডাক করিয়া যাইতেছিল,

শ্রীমন্ত ডাকিয়া একখানা দৈনিক 'প্রটেস্ট্' কিনিয়া ফেলিল। প্রটেস্টে সব সময়েই চাঞ্চল্যকর হেড-লাইন থাকে এবং ইহার পাতায় পুলিশ এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই অন্যায় জুলুমের জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। তবে মাঝে মাঝে ইহা হক্ কথা যে না বলে, এমন নয়। অবশ্য ইহার বহু পাঠকের মতো শ্রীমন্তও প্রধানতঃ পরনিন্দা উপভোগের আশায়ই কাগজটি কিনিয়া থাকে। আজও কিনিল।

ডবল-কলাম মোটা হরফে ছাপা স্টিল ট্রাস্টের খবরটি সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। ইহাতেও সংঘর্ষের খবর, কিন্তু 'ফ্রি ম্যানে'র খবর হইতে কত বিভিন্ন! 'প্রটেস্টে'র বিশেষ প্রতিনিধি উপদ্রুত অঞ্চল সফর করিরা যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা এই: স্টিল ট্রাস্টের কর্ত্তৃপক্ষ স্ট্রাইক্ ভাঙিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইতে লরীযোগে 'ব্ল্যাক্ লেগ্' আমদানি করিয়াছেন, এই খবর পাইয়া ধর্ম্মঘটীরা তাহাদের কাছে অহিংস অনুরোধ জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। অমনি কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে সশস্ত্র পুলিশ হাজির হয় এবং ১৪৪ ধারা জারি আছে, এই অজুহাতে লাঠি-আক্রমণ চালাইয়া ধর্ম্মঘটকারীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই বেপরোয়া আক্রমণে শ্রমিক-নেতা হবিব ভাই গুরুতর রকম আহত হইয়াছেন। এই জুলুমের প্রতিবাদে অদ্য এক জনসভা আহুত হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে। 'প্রটেস্ট্' মুড়িয়া শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি ট্রামে চড়িল।

খবর জিনিষটা আশ্চর্য্য নরম পদার্থ। দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে বদ্‌লায়; অর্থনৈতিক কারণে, রাজনৈতিক চাপে, স্বার্থের সংঘাতে একই সংবাদ নানা রকম আকার লাভ করে। 'ইকনমিক ইণ্টারপ্রিটেশন অব্ নিউজ' সম্বন্ধে অনায়াসেই এক থিসিস্ লেখা যায়, শ্রীমন্ত মনে মনে বলিল।

'ইহা কি সত্য ?'

পাতার মাঝখানে বক্স্ করিয়া 'প্রটেস্ট' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রায়ই গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের কোনও বিভাগ বা কর্ম্মচারি। আজও দুটি বক্স্ নজরে পড়িল।

প্রথমটি এইরূপ :—

"ইহা কি সত্য যে, আমাদের 'জনপ্রিয়' স্বরাষ্ট্র-সচিব যখন জননেতা ছিলেন, তখন আজিকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্ত্তা 'সতর্ক' ঘোষ—তখনকার ইংরেজের অনুগত ভৃত্য—সত্যাগ্রহীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করিবার সময় তাহার বর্ত্তমান হুজুর চৌধুরিমহাশয়ের পশ্চাতস্থানে সজোরে পদাঘাত করিয়া তাহাকে ধূলাশায়ী করিয়াছিলেন ?"

চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন বটে !

দ্বিতীয় বাক্সটির প্রশ্ন এতটা রসাল নয়।

"ইহা কি সত্য যে, গবর্ণমেণ্টের পেয়ারের ক'জন ধড়িবাজ পুঁজিপতির পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাকশন কোম্পানী এবং বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী দুটির জাতীয়-করণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ?"

'অন্তত এ খবরটুকুও কাল জানা থাকলে', শ্রীমন্ত মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'কোন্ না দশ হাজার টাকা করে' ফেলতে পারতাম।'

উড্ স্ট্রীটে পৌছতে প্রত্যহের চেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। প্রদ্যুম্ন শ্রীমন্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখা মাত্র কহিলেন, 'আরে, তুমি এত দেরি করলে। কই, স্পীচ্ কই ?'

শ্রীমন্ত স্পীচ্-লেখা কাগজগুলি বাহির করিয়া দিল।

'অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগতে হয়েছিল বুঝি ?' স্পীচ হাতে পাইয়া

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। 'দাঁড়াও, একটু পড়ে দেখি।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত গেলেন না; কয়েক পাতার পরই কহিলেন, 'বাঃ, বেশ লেখা হয়েচে। তোমার বাংলা তো বেশ আসে। কিন্তু গান সম্বন্ধে ভুল খবর দাওনি তো?...'

'তা তো বলতে পারব না', শ্রীমন্ত হাল্‌কা সুরেই কহিল। 'সঙ্গীতাচার্য্য যা বলেচেন, তাই অকপটে বিশ্বাস করে' নিয়েচি।'

'ঠিক আছে।' প্রদ্যুম্ন কহিলেন। 'তুমিও কিন্তু আমার সঙ্গে যাচ্চ। গানের সভা, মন্দ হবে না। তা ছাড়া, স্পীচে কেউ আপত্তি করলে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে।...বিকেলে কোনও কাজ নেই তো?'

'না। তেমন কিছু নেই।' শ্রীমন্ত কহিল।

'তা হলে পোনে ছ'টায়।' প্রদ্যুম্ন সিদ্ধান্তের কণ্ঠে কহিলেন।

সাত

সঙ্গীত-ভবন শহরের বিখ্যাত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান ছাড়া এখানে বৎসরের নানা সময়ে গানের জল্‌সা বসে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে নামী সঙ্গীতজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া নৃসিংহগড়ের রাণী সুভদ্রা দেবী ইহার সেক্রেটারি। তাঁর উদ্যোগ, অর্থ-সাহায্য, এবং প্রভাবশালী মহলে তাঁর জানাশোনার দরুণ সঙ্গীত-ভবন যেন আরও বেশি জাঁকিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ, রাণী সুভদ্রার মতো দেশের সঙ্গীতকার এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্পের সেবকদের এত বড় মুরুব্বি শহরে কমই আছে।

তাঁহার উদ্যোগে যে পুরস্কার-বিতরণী সভা আহুত হইয়াছে, তাহা সারা শহরময় সোরগোল তুলিবে, ইহা আর বিচিত্র কি। খবরের কাগজগুলির হাত হইতে এই সোরগোল পরিবেশনের ভার সম্প্রতি স্থানীয় রেডিয়োর হাতে গিয়াছে। হেয়ার-কাটিং সেলুনের সামনে, ডাইং ক্লিনিং-এর দোকানের সামনে, চা বা মিষ্টির দোকানের সামনে যেখানেই কোনও রেডিও স্থানীয় প্রোগ্রাম ধরিতেছে, সেখানেই বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র শ্রোতার ভিড় দাঁড়াইয়া গেছে।

প্রথমাবধি যারা ধৈর্য্য ভরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা সঙ্গীত-ভবন হইতে বেতারের ঘোষকের টিকা-টিপ্পনীসহ সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ও প্রধান-অতিথি সেবাময়বাবুকে মাল্যদান শ্রবণ করিয়াছে, 'বন্দে মাতরমে'র দুই কলি গানের পর রাণী সুভদ্রার বীণানিন্দিত কণ্ঠে দশ পাতা রিপোর্ট পাঠ শুনিয়াছে। অতঃপর এই ধৈর্য্যবান শ্রোতারা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের কাছ হইতে তাহাদের

পুরস্কার লাভ করিতে শুনিয়াছে। এই সম্পর্কে একটি নাম তাহাদের বারবার শুনিতে হইয়াছে। নামটি জয়ন্তী। জয়ন্তী খেয়ালে প্রথম, ঠুংরিতে প্রথম, গীতে প্রথম, কীর্ত্তনে প্রথম, ভজনে প্রথম, মায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভাটিয়ালিতে প্রথম। সঙ্গীত-ভবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রাজা ত্রিদিবেন্দ্র স্মৃতি-পদক এই জয়ন্তী দেবী অর্জ্জন করায় রেডিয়ো-শ্রোতারা খুশিই হইল। ইহার চেয়ে বেশি খুশি হইল যখন রাণী সুভদ্রা দেবী জানাইলেন যে, পুরস্কার-প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা সভাপতি-মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর অতিথিবর্গকে গীতবাদ্য পরিবেশন করিবে। ইহার পর প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর সুচিন্তিত ভাষণটি ধৈর্য্য ধরিয়া যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভরে শুনিবার মেজাজ রাস্তার রেডিয়ো-শ্রোতাদের না থাকিলে তাহাদের ক্ষমা করা যাইতে পারে। ভাদুড়ী-মহাশয়ের অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে ইহারাও তাঁহাকে সহজেই ক্ষমা করিল।

রেডিয়োর ঘোষক তার মিঠা গলায় ঘোষণা করিলেন 'জল্‌সার প্রথমেই শ্রেষ্ঠ গায়িকার পুরস্কার-প্রাপ্তা জয়ন্তী দেবী একখানি রাগ-প্রধান বাংলা গান শোনাবেন...জয়ন্তী দেবী হাতে তানপুরা নিয়েচেন...আপনারা নিশ্চয়ই তারের আওয়াজ শুনতে পাচ্চেন... গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি পরা, দু'হাতে এক গাছা করে' সোনার বালা, গলায় লকেট-দেওয়া সরু হার, আর কোনও অলঙ্কার-বাহুল্য নেই। মুখে গভীর প্রশান্ত ভাব, ভাব-অলস চোখ··· যাঁর গান ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদেরা একবাক্যে তারিফ করে গেছেন, এইবার আপনারা···কিন্তু এক মিনিট, রাণী সুভদ্রা দেবী মাইকের কাছে এসেচেন, তিনি কিছু বলবেন···'

শ্রোতাদের অপেক্ষা করিতে হইল। রাণী সুভদ্রা দেবী মাইক-মারফৎ রেডিয়োর প্রত্যেক শ্রোতার কাছে বলিলেন : 'আমি কৃতজ্ঞতার

সঙ্গে আপনাদের একটা খবর জানাচ্ছি। সঙ্গীত-ভবনের সাহায্যকল্পে শ্রদ্ধেয় সভাপতিমহাশয় দশ হাজার টাকা চাঁদা দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। সঙ্গীত-ভবনের পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি...' হর্ষধ্বনি। রেডিয়োতে এই ধ্বনি তব্‌লার চাঁটির মতো শোনা গেল। জনতা প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন বোধ করিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত-ভবনের নব-আবিষ্কার জয়ন্তী দেবীর সুললিত কণ্ঠ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল।

সঙ্গীত-ভবনের বাড়িটা ল্যান্সডাউন রোডের উপর, সার্কুলার রোড জংশন হইতে দু' পাঁচটি বাড়ি দক্ষিণে। সযত্ন-রক্ষিত বাগানের মধ্যে দ্বিতল বাড়ি। সদর রাস্তা হইতে মোটর উত্তরের গাড়ি-বারান্দা পর্য্যন্ত যাইয়া ওদিকেই পার্ক করিতে পারে। বলা বাহুল্য, আজ পার্ক করিবার এই জায়গাটুকু একেবারেই অযথেষ্ট। ভিতরে এবং সদর রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত মোটরের ভিড় দাঁড়াইয়াছে। রাস্তায় রবাহুত লোকের অভাব নাই।

দোতলার প্রকাণ্ড হল্‌-ঘরে গানের জলসা জোর করিয়াছে। আরও ঘণ্টা দুয়েক গান-বাজনা চলিবে। কিন্তু দু'একখানা গানের পরই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী বারবার ঘড়ি দেখা ও উস্‌খুস্‌ শুরু করিলেন। নৃসিংহগড়ের রাজা বাহাদুর উদ্বিগ্ন হইলেন। রাণী সুভদ্রা তাঁর সম্মানিত অতিথির আপ্যায়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত আছেন, কিন্তু তার আগেই অতিথি না কাজের অজুহাত দেখাইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া বসেন। সঙ্গীত-ভবনের সর্ব্বময়কর্ত্রী তাঁর স্ত্রী রাণী সুভদ্রা; কিন্তু তবু হর্ষদেব বর্ম্মা অভ্যাসবশতঃ এখানেও নিজেকে গৃহস্বামী বিবেচনা করেন। একটু অধিকারও আছে। এসব অনুষ্ঠানের খরচের

অধিকাংশই তাহাকে বহন করিতে হয়। প্রত্যুম্ন যাইবার প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই রাজাবাহাদুর সভাপতি এবং প্রধান-অতিথিকে সভা হইতে ডাকিয়া লইয়া দোতলারই অপর প্রান্তে সেক্রেটারির নিজস্ব অভ্যর্থনা-কামরায় উপস্থিত করিলেন। অসময়ে চা ও জলযোগে প্রত্যুম্নের আপত্তিকে সুভদ্রা দেবী গ্রাহ্য করিলেন না। পাশের কামরায় পরিবেশনকারিণীদের তাড়া দিতে ছুটিলেন।

'সুভদ্রার নব-আবিষ্কারটিকে কি রকম দেখলেন বলুন, ভাদুড়ী-সাহেব?' রাজাবাহাদুর প্রত্যুম্নের সবচেয়ে বেশি কাছের কৌচে বসিয়া স্ত্রী-গর্ব্বে গর্ব্বিত স্বামীর উপযুক্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন।

ফর্শা, মোটাসোটা, বেশ রাজা-রাজা চেহারা হর্ষদেব বর্ম্মার। এতকাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিলিতি পোশাক পরিয়া ইংরেজ-দরবারে খাতির আদায় করিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাদেশিকতা বিকীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আঁটো পায়জামা এবং লম্বা শেরোয়ানি পরিয়াই সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রত্যুম্নের প্রতি তাহার সম্মান ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

'ভালো', প্রত্যুম্ন মামুলি ভাবে কহিলেন। 'তবে গানের আমি কিছুই বুঝি না। সে বরঞ্চ বোঝেন সেবাময়বাবু। ওঁর কাগজে প্রায়ই ওস্তাদদের ছবি ওঠে...'। কণ্ঠে রসিকতার আভাস।

'এটা কি ঠিক উচিত হলো, স্যার?' সেবাময় তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করিলেন। 'কাগজে ছবি ছাপাই বলে এ কি রকম অপবাদ! যদি ছবি-টবিই না ছাপাব তবে মিটিংয়ে সভাপতি হতেই বা ডাক পড়বে কেন, আর প্রধান-অতিথির খাতিরই বা আসবে কোত্থেকে?...' বলিয়া নিজের রসিকতায় পুলকিত হইয়া রাজাবাহাদুরের পাঁজরায় কনুইয়ের গুঁতা মারিবার চেষ্টা করিলেন।

'সুভদ্রার ক্ষমতার তারিফ করতে হয়।' প্রদ্যুম্ন সৌজন্য সহকারে কহিলেন। 'কোন্ অন্ধকার খনি থেকে কাকে আবিষ্কার করবে, কিছুই ঠিক নেই।'

নৃসিংহগড় এবার স্পষ্টই অভিভূত হইলেন।

'আমার কিন্তু একটা ঘোরতর সন্দেহ হচ্চে, রাজাবাহাদুর,' সেবাময় আবার রসিকতা ছুঁড়িয়া কহিলেন। 'রাণী-সাহেবা আমাদের ভালোমানুষ পেয়ে আহাম্মক বানাচ্ছেন না তো? ঠিক জানেন তো, মেয়েটি সঙ্গীত-ভবনের ছাত্রী। এমন চোখ-ধাঁধানো চেহারার সঙ্গে ভাল গান জানা থাকলে তাকে আজকাল আমরা ফিল্মের হেরোয়িন ছাড়া ভাবতেই পারিনে। এ-ও তাই নয় তো? নইলে কই, এমন বানানো গায়িকার নাম তো এর আগে কখনও শুনিনি! আমরা লোকের হাঁড়ির খবর রাখি, আর এই সামান্য খবরটা...'

'এ মেয়েটি এসেচে ঢাকা থেকে, রেফুজি।' নৃসিংহগড় জানাইলেন। 'নাম শুনে একদিন আমার স্ত্রীর কাছে এসে হাজির। গানের মাস্টারি চাই। কলকাতায় কাউকে চেনে না। বাপ ঢাকায় সিভিল কোর্টে কি সামান্য কাজ করত। কিছু পেন্সন পাওয়ার কথা, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই ডোমিনিয়নের হিসাবের গোলমালে তা এসে পৌঁচচ্ছে না। তার ওপর সম্প্রতি লোকটি অথর্ব্ব হয়ে পড়েচে। আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি প্যারালিসিস্। সঙ্গীত-ভবনের গানের প্রতিযোগিতায় একে দাঁড় করানো, আর বড় বড় ওস্তাদদের দিয়ে এর প্রতিভা স্বীকার করিয়ে নেয়া, আমার মনে হয়, একে কলকাতায় পরিচিত করাবারই একটা প্ল্যান্। জানেন তো, দুঃস্থ আর্টিস্টের নাম শুনলেই আমার স্ত্রী একেবারে গলে যান। এরই মধ্যে সঙ্গীত-ভবনে একে চাকরি করে দিয়েচেন।' স্ত্রীর প্রতি রাজাবাহাদুরের প্রচুর সম্ভ্রম।

'সিনেমায় নামলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত!' সেবাময়বাবু কনুই ছুঁড়িয়া রগড় করিলেন। 'টাকার আর অভাব থাকত না। নামে আমার বিজ্ঞাপনের পাতা ভর্ত্তি হতো। দেখচেন তো, আই সি এস্-দের স্ত্রী থেকে আরম্ভ করে দেশের সব মেয়ের একমাত্র অ্যাম্বিশন ফিল্ম-স্টার হওয়া। একেও লাগিয়ে দিন্ না...'

নৃসিংহগড় এই সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশের পূর্ব্বেই রাণী সুভদ্রা দেবী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পিছনে বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়-বস্তু জয়ন্তী দুই হাতে খাবারের দুটি প্লেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সম্মানিত অতিথির আপ্যায়নে রাণী সুভদ্রা তার প্রাইজ-গাল্'টিকে হাজির করিয়াছেন।

'এসব করেছ কি, সুভদ্রা!' প্রদ্যুম্ন পরিবেশনকারিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া হোস্টেসের প্রতি কহিলেন। 'এত সব খাবে কে? এক কাজ কর. দুটো প্লেটই সেবাময়বাবুর কাছে...আরে, ডক্টর ব্যানার্জ্জি কোথায়। সে কি ঐখানেই বসে আছে নাকি?...'

'আমি তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।' চারদিকে একবার অসহায় ভাবে তাকাইয়া লইয়া সুভদ্রা দেবী ত্রুটির জন্য প্রায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন। 'যাও না, তুমিই যাওনা, জয়ন্তী। ডক্টর ব্যানার্জ্জিকে চট্ করে গিয়ে ডেকে আনো। তোমার সঙ্গে তো চেনা করিয়ে দিয়েচি।...মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে যিনি...দাও, প্লেটটা আমার কাছে দাও...জয়ন্তী আমাদের খুব লক্ষী মেয়ে, এত ভাল গাইলে কি হবে, মোটেই দেমাকী নয়!' জয়ন্তীর প্রস্থানের পর তিনি শেষ লাইনটি জুড়িয়া দিলেন।

'ভয় নেই, কলকাতায় কিছুদিন থাকলেই ওটুকু হয়ে যাবে।' সেবাময়বাবু ভরসা দিয়া কহিলেন।

আট

লোয়ার সার্কুলার রোড এবং ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে পুলিশের হাত-দেখানোর দরুণ যেসব গাড়ি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, প্রদ্যুম্নের প্রকাণ্ড বুইক গাড়িটা তার অন্যতম। জল্সা শেষ হইবার আগেই তিনি সভা ত্যাগ করিয়া বাড়ির দিকে রওনা হইয়াছেন। রাত সাড়ে আটটারও কিছু বেশি। আড়াই ঘণ্টা কোনও এক জায়গায় আটকাইয়া থাকা প্রদ্যুম্নের মতো কর্ম্মব্যস্ত লোকের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়। নিতান্ত রাণী সুভদ্রা দেবীর খাতিরেই তিনি এতটা মূল্যবান সময় গানের সভায় নষ্ট করিয়াছেন।

'কি বড় খবর, দেখতো দেখতো...' রাস্তার মোড়ে চিৎকার-পরায়ণ সান্ধ্য-সংবাদ পত্রের হকারটাকে এদিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন কহিলেন।

শ্রীমন্ত পাশেই বসিয়াছিল, জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া কাগজ-অলার কাছ হইতে 'বড় খবর' মার্কা 'টেলিগ্রাফ' সংগ্রহ করিল, এবং সেটা প্রদ্যুম্নের হাতে দিয়া মণি-ব্যাগের জন্য পকেটে হাত ঢুকাইল।

'গুলি ছুটল! গুলি ছুটল! স্টিল্ ট্রাস্টে গুলি ছুটল!' অন্য ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কাগজওয়ালা তাহার বড় খবর হাঁকিতে থাকিল।

'ড্যাম ইট্!' প্রদ্যুম্ন বিরক্তির সঙ্গে প্রায় দাঁতে দাঁতে উচ্চারণ করিলেন।

শ্রীমন্ত চকিতে তাকাইয়া দেখিল। বিরক্তি এবং উত্তেজনার মিলিত ভাব প্রদ্যুম্নের মুখে বিভিন্ন রেখা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। যেন এই খবরের সত্যই বিশেষ গুরুত্ব আছে—এ কেবল সদা-চাঞ্চল্যকর হেড্-লাইন পরিবেশন-দক্ষ এই সান্ধ্য কাগজটির সেদিনকার সন্ধ্যার

মামুলি 'চাঞ্চল্য' নয়। স্টিল্ ট্রাস্টের ডিরেক্টর-বোর্ডে যোগদানের খবর প্রদ্যুম্নের এই মুখের উপরেই যেন লেখা রহিয়াছে।

'হাত তুলে নিয়েচে, দেখচিস না, মাখন।' প্রদ্যুম্ন ধম্‌কাইয়া উঠিলেন। পুলিশের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে শোফেয়ার মাখনের সেকেণ্ড-খানেক মাত্র দেরি হইয়াছিল, আজ এজন্যই তাহাকে ধমক খাইতে হইল। শ্রীমন্ত বুঝিল, এ উত্তেজনারই লক্ষণ।

ইহার দু'মিনিটের মধ্যেই গাড়ি উড স্ট্রীটে প্রদ্যুম্নের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় হাজির হইল।

'প্রিমিয়র দু'দু'বার টেলিফোন করেছেন, স্যার···'

দরজার মুখে স্টেনোগ্রাফার ভবানী চোখে-মুখে উত্তেজনা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল; প্রদ্যুম্ন ভেতরে ঢোকামাত্র যথোচিত গুরুত্বপূর্ণ গলায় সে জরুরি খবরটা প্রভুর গোচর করিল।

'এখনও ধরে আছেন?' দুই পা হাঁটিয়া সহসা থামিয়া পড়িয়া প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন।

'এই একটু আগেই কেটে দিয়েছেন, স্যার।' ভবানী সসম্ভ্রমে কহিল। 'আপনি বাড়ি এলেই যেন তাঁকে টেলিফোন···খুব জরুরি মনে হলো···'

'ঠিক আছে।' সম্ভবতঃ শেষের টিকা-মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্নের কণ্ঠ আবার ঝাঁঝাল হইয়া উঠিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া প্রদ্যুম্ন প্রথমেই তার উপরতলার অফিস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বেই টেলিফোন রিসিভার তুলিয়া লওয়ার শব্দ হইল। এক মিনিটেরও আগে কথোপকথন শুরু হইল।

'আমি একটু প্রিমিয়রের কাছে যাচ্ছি।' সামান্য পরেই প্রদ্যুম্ন শ্রীমন্তের কাম্‌রায় হাজির হইয়া কহিলেন।

'সঙ্গে আসতে হবে কি ?' শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল।

'না। তার দরকার নেই। তুমি কিছুক্ষণ আছ তো ?'

'আমি অপেক্ষা করব।'

'বেশ। অপেক্ষা করো !···বেয়ারা ?' চলিতে চলিতেই প্রদ্যুম্ন হাঁক দিলেন।

'হুজুর।' ছুটন্ত রামধনি বেয়ারার সাড়া শোনা গেল।

'কালীকিঙ্করকে ডাক্‌।' এ আজ্ঞাটিও ঘরের বাহির হইতে।

সাড়ে দশটায় প্রদ্যুম্ন বাড়ি ফিরিলেন। খানা-কামরায় শ্রীমন্তের ডাক পড়িল।

'তুমি খেয়ে নাও নি কেন, শ্রীমন্ত।' প্রদ্যুম্ন একটু কুণ্ঠিত হইয়াই কহিলেন। 'বসে পড়। যত সব হাঙ্গামা ! আমাকে এর মধ্যে ডাকা কেন। আমি কি গবর্ণমেণ্টের কেউ। ক্যাবিনেটে যেখানে দুটো স্পষ্ট বিরোধী দল দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আমি মত প্রকাশ করতে যাব কেন ? বোবার শত্রু নাই, জান তো ? পলিটিক্‌সেও তাই। লোকে বলে, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী গবর্ণমেণ্ট চালায়। তারা দেখুক, গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করতে তার কত অনিচ্ছা···আলোগুলি সব বন্ধ করে' রেখেচিস কেন, জ্বালিয়ে দে, সব জ্বালিয়ে দে·· '

বাহিরের নিমন্ত্রিত কেউ না থাকিলে সব আলো জ্বালান হয় না। রামধনি বেয়ারা চকিতে ছুটিয়া গিয়া অনেকগুলি আলো জ্বালাইয়া দিল। শ্রীমন্ত একটু অবাক হইল। নিমন্ত্রিতহীন ডিনারে আগেও সে বসিয়াছে, কিন্তু প্রদ্যুম্নের এমন উত্তেজনা লক্ষ্য করে নাই। নিজের রাজনীতিক

কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এতখানি আভাসও প্রদ্যুম্ন আগে কখনও শ্রীমন্তের কাছে দেন নাই। যে কারণেই হোক, মেজাজটা তার আশ্চর্য্য রকম প্রসন্ন মনে হইল।

'তুমি আর দেরি করো না।' খাওয়া শেষ হইলে প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'এবার বাড়ি চলে যাও। খুব সকালে উঠতে পারবে? এই ধর, পাঁচটা? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। জরুরি কাজের কথা আছে। খুব কষ্ট হবে না তো? তবে এসো।...মাখনের গাড়িটা নিয়েই যাও... বরঞ্চ এক কাজ ক'রো···' প্রদ্যুম্ন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

'বলুন।'

'একবার কিরিটিবাবুর বাড়ি গিয়ে তাকে তুলে নিয়ো। বলো, এক্ষুণি আমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এ গাড়িতেই যেন চলে আসেন। কিরিটিবাবু, বুঝেচ?'

শ্রীমন্ত কোনও বাচনিক জবাব দিল না; ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া সে প্রদ্যুম্নের সঙ্গেই খানা-কাম্‌রা ত্যাগ করিল। এত সকালে আসিবার প্রয়োজনীয়তা কিছুই বুঝিল না।

'বাড়ি চললেন, স্যার, ডক্টর ব্যানার্জ্জি।' শ্রীমন্ত সবেমাত্র গাড়ির ফুটবোর্ডে পা দিয়াছে, পিছন হইতে কালীকিঙ্করের গলা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'সাহেব ফিরেছেন কি, স্যার?'

'ফিরেচেন। আপনি তাঁর সঙ্গে ফেরেন নি?' শ্রীমন্ত ভদ্রতাসূচক প্রশ্ন করিল।

'আপনিও যেমন, ডক্টর ব্যানার্জ্জি।' কালীকিঙ্কর আত্মীয়তার সুরে কহিল। 'এ কি আপনি, সাহেব যাকে সম্মান করে', খাতির দেখিয়ে সভা-সমিতিতে নিয়ে যান। কালীকিঙ্করের সে সৌভাগ্য নয়। তবে,

হ্যাঁ, যা হাঙ্গামার কাজ, বিপদের কাজ, নোংরা কাজ, তা হাসিল করতে হলে সাহেব এই কিঙ্করকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বেস করেন না। কালীকিঙ্করই তাঁর বিশ্বস্ত কিঙ্কর।' বলিয়া গর্ব্বিত-সুখে অভিভূত হইয়া কালীকিঙ্কর শ্রীমন্তের কাছে আগাইয়া আসিল এবং তার কানের খুব কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, 'কাল সকালের প্লেনেই সাহেব দিল্লী যাচ্ছেন। এরোপ্লেন কোম্পানীর ম্যানেজারের বাড়ি চড়াও হয়ে জায়গা রিজার্ভের ব্যবস্থা করে' এলাম···এই রাত্তিরে কালীকিঙ্কর ছাড়া আর কে এই কাজটি করে' আসতে পারত, বলুন ?···'

আর কেহ যে পারিতনা, তাহা শ্রীমন্ত সহজেই স্বীকার করিল। ভোর পাঁচটায় উঠিয়া আসিবার প্রয়োজনীয়তাও বুঝিতে পারিল। কিন্তু অত্যন্ত সহসা প্রদ্যুম্নের কেন দিল্লী যাওয়ার প্রয়োজন পড়িল, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

'আচ্ছা, এখন চলি।' বলিয়া সে খোলা দরজা দিয়া গাড়ির ভিতরে ঢুকিল। 'হরিশ মুখার্জ্জি রোড্‌ দিয়ে যাবে।' মাখনের প্রতি কহিল।

ক্যাথিড্রেলের ঘড়িতে তখন ঢংঢং করিয়া রাত এগারোটা বাজিবার শব্দ হইতেছে।

নয়

নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময়েই শ্রীমন্ত প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যালকে টেলিফোন করিল। কাল রাতে বাড়ি ফিরিয়া জরুরি ট্রাঙ্ক কল্ পাইয়া প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী আজ সকালেই বিমানযোগে দিল্লী রওনা হইয়া গিয়াছেন, এই খবরটা প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রিমিয়রকে জানাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যাল টেলিফোনের নিকট হতাশা জ্ঞাপন না করিয়া পারিলেন না। দিল্লীর প্রয়োজন সম্পর্কে খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত নির্দ্দেশ-অনুযায়ীই জানাইল, প্রয়োজনটা কমার্স্ ফেডারেশন সংক্রান্ত। খবরটা কত দূর সত্য, সে সম্বন্ধে শ্রীমন্তের গুরুতর সন্দেহ আছে, কিন্তু তাহার মতামত জানাইবার জন্য সে প্রিমিয়রকে টেলিফোন করে নাই ; সে প্রদ্যুম্নের হুকুমমাত্র তামিল করিতেছে।

'বড মুস্কিল হলো তো !' বলিয়া প্রিমিয়র টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

সকাল ছ'টায়ই প্রদ্যুম্ন এরোড্রোমের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণে তিনি বাংলার আকাশ এবং বাংলার বাতাসের বাহিরে পৌছাইয়া থাকিবেন। শ্রীমন্তর জন্য তিনি বহু কাজ রাখিয়া গিয়াছেন। এটি তাহার সর্ব্ব প্রথম।

সকালের কাগজ তখনও পড়া হয় নাই। প্রিমিয়রের কাছে টেলিফোন সমাপ্ত করিয়া টেবিলের উপরকার বেতের ট্রেতে স্তূপীকৃত সেদিনকার সংবাদপত্রগুলি হইতে শ্রীমন্ত প্রথমেই 'ফ্রি ম্যান' খানা তুলিয়া লইল।

কংগ্রেসের ডাক-সাইটে নেতাদের কারও না কারও বক্তৃতা প্রত্যহই

'ফ্রি ম্যান্' প্রথম পাতায় তিন কলাম্ হেড্-লাইন দিয়া ছাপে, তা সে বক্তৃতা 'বাচ্চোকো আসরে'ই হোক বা ইউ-এন্-এর আসরেই হোক্! আজও তিন কলাম হেড্-লাইনের তলায় অনুরূপ দরকারি সংবাদ ছাপিয়াছে। দুই লাইন শোভিত আরও দু'একটি দেশী এবং আন্তর্জাতিক খবর আছে! এই পাতার মাঝামাঝি একটি ছবি কিন্তু সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিটি 'সঙ্গীত-ভবনে'র গতকল্যের অনুষ্ঠানের। ডেইসের উপর মাল্যভূষিত বক্ষে সভাপতি প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ও প্রধান অতিথি সেবাময়বাবু সজ্জনোচিত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট; মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাণী সুভদ্রা দেবী তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন।

এই ফটোর মধ্যে সেদিনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পুরস্কৃত গায়িকাটির স্থান হয় নাই, তবে পাশের অর্দ্ধ-কলামব্যাপী বিবরণীর দ্বিতীয় হেড্-লাইনে 'গাল' স্টুডেন্ট ক্যারিস্ মোস্ট্ অব্ দি প্রাইজেস্,' এই খবরের উল্লেখ আছে।

সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নিজের নামের উল্লেখ দেখিয়া শ্রীমন্ত মনে মনে হাস্য করিল। তার যে মোটেই নিমন্ত্রণ ছিল না, প্রদ্যুম্নের ইচ্ছানুসারেই সে তার সঙ্গে গিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে সেবাময়ের রিপোর্টার এ খবরটি জানিতে পারে নাই!

গত কল্যের সান্ধ্য সংবাদপত্রের 'ব্যানার' হেড্-লাইনের গুলির খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় নিচের দিকে দুই ইঞ্চি জায়গা পাইয়াছে। 'স্টিল্ ট্রাস্টে'র একদল ধর্ম্মঘটকারী কাজে যোগদানেচ্ছু মজুরদের ধাওয়া করিয়া কারখানার সদর-দরজা ভাঙিতে চেষ্টা করিলে পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে ধর্ম্মঘটীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং পুলিশের উপর দেশী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়!

আত্মরক্ষার জন্য পুলিশকে গুলি ছুঁড়িতে হইয়াছে। দুইজন বিক্ষোভ-কারী নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছে! পুলিশের একটি কনেষ্টবল চোখে আঘাত পাইয়াছে।

পাছে আক্রমণটা বুঝিতে অসুবিধা হয়, সে জন্য 'ফ্রি ম্যান' বিশেষ বিবেচনা সহকারে 'স্টিল্ ট্রাস্টের' আক্রান্ত এবং নিগৃহীত প্রধান-ফটকের একটা ছোটখাট ফটোও ছাপাইয়াছেন। নিক্ষিপ্ত ঢিলগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া আছে; কারখানার একটা অকাল-বৈধব্যের চেহারা।

'প্রটেস্ট্'-এ এই খবরেরই আশ্চর্য্য রূপান্তর দেখা গেল। ইহাতে ফটো ছাপিয়া বাস্তব রূপ দেখাইবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু খবরটা একেবারে প্রথম পাতায় চার কলাম্‌ব্যাপী মোটা হরফের ছাতা মাথায় মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'সঙ্গীত-ভবনে'র অনুষ্ঠানের কোনও রিপোর্টেজ্ এই কাগজে পাওয়া গেল না। 'প্রটেস্টে'র দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে এই অনুষ্ঠানের প্রথম সম্মান জয়ন্তীরই পাওনা, শ্রীমন্ত সকৌতুক চিত্তে প্রায় এমন কিছু আশা করিয়াই পাতা উল্টাইতেছিল। হোম্‌রা-চোম্‌রাদের প্রতি 'প্রটেস্টে'র যেমন বিরাগ, 'পিপল্'-এর প্রতি আবার তেমনি অনুরাগ। কিন্তু এ রকম বুর্জ্জোয়া ব্যাপারের প্রচার 'প্রটেস্ট্' করে না। ইহার বদলে একটি 'বক্স্' শ্রীমন্তের চোখে পড়িল:

'ইহা কি সত্য যে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের এক পুঁজিপতি প্রধান মুরুব্বির কাছে 'রাজা' খেতাবধারী জনৈক জমিদারপুঙ্গবের বিস্তৃত জমিদারি দেনার দায়ে বাঁধা? এই ধার করা অর্থেই কি ইহার রাণীটি বাংলাদেশের বুর্জ্জোয়াপদলেহী গায়ক, শিল্পী ও লেখক-বৃন্দের একচ্ছত্র মুরুব্বি সাজিয়া বসিয়াছেন? জমিদারশ্রেণীর এবং

শ্রমিক-নিয়োগকারী পুঁজিপতির স্বার্থের এই অখণ্ড যোগাযোগের ফলেই কি কোনও কোনও প্রদেশে জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্ন মুলতুবি রাখা হইতেছে, আবার কোথায়ও বা মোটা ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ হইতেছে?'

ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সনাক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না। 'প্রটেস্ট্' সিডিশন্‌কে ভয় করে না, লাইবেল্‌কে ভয় করে না, এমনকি প্রেস্ রেগুলেশানের কথাও প্রত্যহই ভুলিয়া যায়। নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়াও যাহা বলিবার তাহা অতিশয় উচ্চৈস্বরে বলিয়া থাকে।

ক্রিং ক্রিং-ক্রিং-রি রি-র-রং...'

'প্রটেস্ট্' রাখিয়া শ্রীমন্ত টেলিফোন রিসিভার তুলিয়া লইল। প্রথমে আহ্বায়কের নামটা ধরিতে পারিল না; পরক্ষণেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সূর্য্য চৌধুরির গলা চিনিতে পারিল। তিনি প্রদ্যুম্নের বাড়ি আসিতেছেন। প্রদ্যুম্নকে সঙ্গে লইয়া প্রিমিয়রের বাড়ি যাইবেন।

তাঁহাকেও হতাশ করিতে হইল। তিনিও প্রিমিয়রের মতো টেলিফোনের কাছেই বিস্ময়োক্তি করিলেন এবং হতাশা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্তকে আর একবার প্রদ্যুম্নের আকস্মিক দিল্লী যাওয়ার হেতু বাৎলাইতে হইল।

'কি ফ্যাসাদ!' সূর্য্য চৌধুরি চোঙার নিকট আক্ষেপ করিলেন। 'তাঁর পরামর্শের অপেক্ষায়ই যে আমি বসে আছি।'

প্রদ্যুম্ন মন্ত্রীসভার দুই নেতার কাছেই কতখানি মূল্যবান, এ সম্বন্ধে শ্রীমন্তর কোন সন্দেহ থাকিল না। টেলিফোন রাখিয়া সে আবার

'প্রটেস্ট্' উঠাইয়া লইল। 'প্রটেস্টে'র গালাগালির মূল্য যাই হোক না কেন, এর পাতা হইতে এমন অনেক খবর পাওয়া যায় যাহা আর কোন কাগজেই ছাপা হয় না। এ যেন নিষিদ্ধ রাজ্যে ঢুকিয়া অনেক গোপনীয় তথ্য বাহির করিয়া আনিবার মতো। কিন্তু রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেই টেলিফোন আবার খ্যান্‌খ্যান করিয়া উঠিল।

'জ্বালাতন করলে', বলিয়া শ্রীমন্ত কাগজ নামাইয়া রাখিল। 'হ্যালো। কে? কি বললেন? ওঃ, বুঝতে পেরেচি। আবার কি হলো? হ্যাঁ, ডক্টর ব্যানার্জ্জি। গৌরবাবু তো, বুঝতে পেরেচি। না, উনি নেই। দিল্লী গেছেন। আজই। সকালে। আপনার ফাঁড়া তো কেটেই গেছে। স্যার কিষিণলালের জামাই ভগৎলালবাবু দত্ত-মশায়ের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েচেন, জানেন নিশ্চয়ই। জের মেটেনি? কেন, কি হলো? কি বলছেন? এক্‌স্‌পোর্ট লাইসেন্স্ নাকচ হয়েছে! সে কি! না, না, মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? তিনি এমন কাজ নিশ্চয়ই করবেন না। আমি যতটা জানি, তিনি 'মীন্' নন্···প্রতিশোধ! তা কি করে হয়? এক্‌স্‌পোর্ট লাইসেন্স দেওয়া না-দেওয়ার মালিক সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট। সেখানে মিঃ ভাদুড়ীর···কি বল্‌ছেন? ওঃ, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মতামত নিয়ে করে? আমি নিশ্চয় করে' বলতে পারব না। তবে...দেখুন, এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা শোভা পায় না। উনি ফিরে আসুন, ওকেই বলবেন... তা জানতে পারেন। কি জানেন না-জানেন সেটা আমার শুনে কোনও লাভ নেই; আমাকে অনর্থক শাসাচ্ছেন। এতে ওঁর কতটা ক্ষতি হবে না-হবে, এ বিচার উনি নিজেই করবেন। আচ্ছা, নমস্কার··· ঠিক বলতে পারব না, পরে খোঁজ নেবেন...'

সজোরেই শ্রীমন্ত রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

গৌর চাটুয্যের উষ্মা স্বাভাবিক। তার কয়লার এক্স্‌পোর্ট লাইসেন্স অতি অকস্মাৎ নাকচ হইয়া গিয়াছে। তাঁর ধারণা, ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য পদে ইস্তফা দিতে অস্বীকার করায় প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রাদেশিক সরকারকে দিয়া তার বিদেশে কয়লা রপ্তানীর লাইসেন্স নাকচ করাইয়াছেন। কথাটা সত্য হইলে ভয়ঙ্কর কথা। অন্তত তাঁর এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনা প্রকাশ করিতে শ্রীমন্ত প্রস্তুত ছিল। কিন্তু গৌর চাটুয্যে যখন প্রদ্যুম্নের নানা গুপ্ত খবর প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া শাসাইতে লাগিল, কার কার সঙ্গে সে ব্ল্যাক-মার্কেট করিয়াছে এবং তাঁহার সুবিধার জন্য কবে কণ্ট্রোল উঠান এবং বহাল হইয়াছে, বারংবার নিতান্ত ভুল লোকের কাছে এই সব অভিযোগ করিয়া ভীতি-প্রদর্শন করিতে শুরু করিল, তখন শ্রীমন্তও চটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বেলা বারোটা আন্দাজ হন্তদন্ত হইয়া সেয়ার-ব্রোকার কিশোরীবাবু ছুটিয়া আসিলেন।

'ভাদুড়ী সাহেব কোথায়?' প্রায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে তিনি কহিলেন। 'অফিসে টেলিফোন করে' সাড়া পাই না। তারপর কে এসে বল্লেন, তিনি দিল্লী চলে গেছেন। সে কি করে হয়? কাল আমার সঙ্গে...'

'আজ সকালের প্লেনে গেছেন।' শ্রীমন্ত কহিল।

লম্বা মাড়োয়ারি-কোট পরণে, পায়ে মোজা ও কালো অক্স্‌ফোর্ড জুতা; পকেটে একাধিক ফাউন্টেন্‌পেন্ ও প্রপেলার্-পেন্সিল। আঙুলে নীলার আংটি। বছর পঞ্চাশের কর্ম্মব্যস্ত লোক। তার উদ্বিগ্ন মুখটায় এই সংবাদে যেন বিপন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিল।

'আরে কি মুস্কিল!' কিশোরীবাবু বিপন্ন কণ্ঠে কহিলেন। 'আজ

যে আমাকে পাকা অর্ডার দেবেন বলেছিলেন। আপনাকে কি কিছু বলে গেছেন ?'

'কি সম্বন্ধে ?'

কিশোরীবাবু একবার এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা স্বরে কহিলেন, 'বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাক্‌শনের আরও হাজার দুয়েক শেয়ার কিনবেন বলেছিলেন। কালই অর্ডার দিয়েছিলেন, তারপর কি ভেবে বল্লেন, আচ্ছা আজ দিনটা থাকুক, কাল পাকা অর্ডার দেব…'

'না, আমাকে তো কিছু বলে যান নি।' শ্রীমন্ত জানাইল। 'বোধহয় হঠাৎ দিল্লী যেতে হলো বলে আপনাকেও জানিয়ে যেতে পারেন নি...'

'তা হ'লে একবার বিকেলের দিকে দিল্লীতেই ট্রাঙ্ক-কল্‌ করতে হবে।' উদ্বিগ্নভাবে কিশোরীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দশ

'মিঃ ভাদুড়ীকে আজ সকালে হঠাৎ দিল্লী চলে যেতে হয়েচে। এই চিঠিটা তিনি আমাকে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে বলেচেন। ভেতরে দশ হাজার টাকার একটা চেক আছে...'

রাণী সুভদ্রা চিঠিটা হাতে লইলেন। তখুনি খুলিলেন না। স্মিতমুখে কহিলেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

টেলিফোন করিয়া আগে খবর দিয়াই শ্রীমন্ত আসিয়াছিল। ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে নৃসিংহগড়ের রাজবাড়ি। গাড়ি-বারান্দায় তার মোটর হাজির হওয়া মাত্র অপেক্ষমান ভৃত্যদের একজন অবিলম্বে তাহাকে দোতলায় লইয়া আসিল। বসিবার আরামদায়ক আসন, স্ট্যাচুয়েট, পামগাছ এবং কৃত্রিম ফোয়ারায় মণ্ডিত ও বিচিত্র এবং বহুবর্ণ বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় উজ্জ্বল চওড়া বারান্দায় কলরব-মুখর ড্রইংরুমের সামনে শ্রীমন্তকে এক মিনিট মাত্র অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এর মধ্যেই রাণী সুভদ্রা সহাস্যমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

শ্রীমন্তর ভিতরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। সুভদ্রা দেবীর বাড়িতে পার্টি চলিতেছে জানিলে সে আরও অনেক পরে আসিত। কিন্তু এখন আর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার উপায় নাই।

'আপনার পার্টিতে আমি একটা উৎপাত হয়ে না দাঁড়াই···' শ্রীমন্ত ভদ্রতা করিয়া কহিল।

'পার্টি কোথায়! আমার ক'জন সাহিত্যিক আর শিল্পী বন্ধু এসেচেন।' রাণী সুভদ্রা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন। 'আসুন, ভেতরে আসুন···'

শ্রীমন্ত আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু আর দ্বিধা করিবার উপায় নাই।

রাণী সুভদ্রার উপবেশন-কাম্‌রা রাজোচিতই বটে। সকল প্রকার ললিতকলার যাকে পৃষ্ঠপোষক হইতে হইবে, সুন্দর জিনিষের প্রতি তাঁহার এমন স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব না থাকিলে চলিবে কেন? দেওয়ালের এনামেল-রঙা পটের উপর জাপানী শিল্পপদ্ধতিতে আঁকা স্বল্প-পরিসর ফ্রেস্কো চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। ইহার বিপরীতে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের মূর্ত্তি, বাসন-কোসন এবং হাঁড়ি-কুড়ি এক মুহূর্ত্তে আগন্তুকের নজরে লাফাইয়া পড়িয়া গৃহস্বামিনীর শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া ছাড়ে। আসবাব-পত্রও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, কৌচ-সোফাকে সনাক্ত করিতে কষ্ট হইবে, এমনি প্রাচ্যকলাসম্মত করিয়া তাহাদের তৈয়ারি করা হইয়াছে। সবুজ মখমলে মোড়া বেদীর উপর সঙ্গীত-যন্ত্রগুলি এরূপভাবে অপেক্ষমান যে, রাণী সুভদ্রার সঙ্গীতপ্রীতি তারা ইঙ্গিতমাত্র তারস্বরে ঘোষণা করিবে।

কিন্তু এ সমস্ত খুঁটিনাটি শ্রীমন্তের চোখে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই রাণী সুভদ্রা কহিলেন, 'আসুন, ডক্টর ব্যানার্জ্জি, আমার অতিথিদের সঙ্গে আগে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।...ইনিই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীধনঞ্জয়। এর লেখা আপনি নিশ্চয়ই পড়েচেন; বাংলা-সাহিত্য এর কাছে গভীরভাবে ঋণী।...ইনিও মস্ত সাহিত্যিক—সুশোভন দে। তবে সাহিত্যের উপর চটে উঠে সম্প্রতি সিনেমা-ডিরেক্টর হয়েচেন; নিজের গল্পের ছবি তুলছেন, আর ঢের টাকা কামাচ্ছেন।...ইনি মিঃ ঘোষ, রেডিয়োর সঙ্গীত-বিভাগের কর্ত্তা। রেডিয়োতে যদি গান গাইতে চান, এর কাছে যাবেন।...ইনি প্রসিদ্ধ আর্টিস্ট্ মণিভূষণ। শিল্পজগতে সম্প্রতি ইনি...'

'বিভৎস-রসের আমদানি করেচেন!' সাহিত্যিক ফিল্ম্-ডিরেক্টর সুশোভন দে পরিচয়-প্রদানে সহায়তা করিলেন।

'করেচি।' মণিভূষণ রিম্‌লেস্ চশমার ফাঁক দিয়া চাহিয়া প্রায় হিংস্র ভাবে কহিলেন। 'কারণ এই রসই একমাত্র রস যা দেশের লোক বুঝতে পারে। বাংলা ফিল্মের জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ...'

'আর ইনি,' রাণী সুভদ্রা তাঁর পরিচয়-বিবৃতির সূত্র তুলিয়া কহিলেন, 'জয়ন্তী দেবী, বিখ্যাত···ওঃ, আপনার সঙ্গে তো জয়ন্তীর আলাপ হয়েইচে। কেমন লেগেচে জয়ন্তীর গান ?...'

'গানের আমি সামান্যই বুঝি।' আলাপিত ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার উদ্যত রাখিয়া এবং দ্রুত তাহাদের প্রতি দৃষ্টি বুলাইয়া শ্রীমন্ত সসঙ্কোচে কহিল। 'আমার প্রশংসায় নিশ্চয়ই উনি গুরুত্ব আরোপ করবেন না...'

শ্রীমন্তর বিব্রত উক্তি কিন্তু হাস্যধ্বনি তুলিতে সমর্থ হইল।

'আমি ধনঞ্জয়বাবুকে বলছিলাম,' রাণী সুভদ্রা জয়ন্তীর পাশে বসিয়া কহিলেন, 'তাঁর আগের উপন্যাসগুলির "মর্বিডিটি" এখনও চলতে থাকলে এতদিনে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যেত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কলমে নতুন সুর লেগেচে। সংঘাত, সংঘর্ষ, অসূয়া, হিংসার জায়গায় নতুন বোধ, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, অহিংসার আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে। তাঁর হালের উপন্যাস 'কালজয়ী'তে যেখানে কারখানার কোটিপতি কর্ত্তা বিরজাশঙ্কর তাঁর একমাত্র মেয়ে চঞ্চলা সুলতার হাত ধর্ম্মঘটীদের লীডার সুব্রতর হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন, "সবাই চেয়ে দেখুক, কি করে শ্রমিক-ধনিকের মিলন হয়," সেখানটা রীতিমত সাব্লাইম্ নয় কি ? মারামারি, ঝগড়া, আর হিংসার আদর্শে যখন দেশ এবং সাহিত্য ভরে' গেছে, তখন পরস্পরের মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে না তুলে মৈত্রীর, বন্ধুত্বের এবং শান্তির আদর্শ জাগিয়ে তোলা কি সকলেরই

উচিত নয়? যারা এক সময় ধনঞ্জয়বাবুকে রাশিয়ার সমর্থক বলে মনে করতেন, তারা একবার দেখুন, প্রকৃত শিল্পী কি করে' প্রচলিত ফ্যাশানের উর্দ্ধে উঠতে পারে, কি করে ধ্বংসাত্মক ফিলজফির পরিবর্ত্তে গঠনমূলক চিন্তা পরিবেশন করতে পারে!···ধনঞ্জয়-সাহিত্যের এই নতুন ভঙ্গিটা সম্বন্ধে যাতে জনসাধারণ পরিচিত হয়, তার জন্য আপনাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, মিঃ ঘোষ···'

রেডিয়োর মিঃ ঘোষ নিজের আসনে সসম্ভ্রমে সোজা হইয়া বসিলেন। মোলায়েম গলায় কহিলেন, 'আমার যতটা মনে পড়চে, বোধহয় আসচে শনিবার এ সম্বন্ধে একটা 'টক্' আছে। 'টক্'-এর গুহই বলছিল। 'ধনঞ্জয়-সাহিত্যে গান্ধীবাদের প্রভাব' সম্বন্ধে কে একজন বলছেন · '

'আমার মনে হয়', রাণী সুভদ্রা লেখক ও ফিল্ম্-ডিরেক্টর সুশোভন দে-র প্রতি কহিলেন, 'কালজয়ী উপন্যাসটি তোমাদের ফিল্ম্ করা উচিত। শ্রমিক-মালিক ঝগড়ার দিনে শান্তি, সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের আদর্শমূলক...'

'ছবি আমি তুলি বটে, কিন্তু টাকাটা আমি দিই না।' সুশোভন কৈফিয়ৎ হিসাবে কহিলেন। 'প্রোডিউসারকে আপনার কথাটি এখনও বলিনি মনে করেন? এখন তার কি মর্জ্জি হয়, তার অপেক্ষায় আছি।'

কথাটা আগাগোড়া বানানো। নিজের গল্প ছাড়া অন্য কোনও গল্পই সুশোভন চিত্রায়িত করিবার যোগ্য মনে করে না। কিন্তু রাণী সুভদ্রাকে তাহা বলা চলে না। সম্প্রতি বিখ্যাত শ্রীধনঞ্জয়ের মুরুব্বি হইতে পারায় তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ মাতিয়া উঠিয়াছেন।

'এ সম্বন্ধে আপনাকেও একটা কিছু প্রবন্ধ লিখতে হবে—ধনঞ্জয় সাহিত্যের এই দিকটা নিয়ে, প্রফেসর ব্যানার্জ্জি...'

'আমাকে!' সভয়ে শ্রীমন্ত কহিল। 'আমি ইকনমিক্সের মাস্টার।

সাহিত্যের আমি কিছুই বুঝি নে। প্রবন্ধ লেখা হোক্, আমি বরঞ্চ তা পড়ব। পাঠকও তো চাই।···যদি অনুমতি দেন, এবার তবে...'

'ওকে ছেড়ে দিন,' ধনঞ্জয় বিরস কণ্ঠে কহিলেন, 'উনি সঙ্গীত এবং সাহিত্য কোনওটারই কিছু বোঝেন না...'

হাস্য।

'তা হলে শিল্পে বিভৎসতার মর্ম্মও অনুধাবন করতে পারবেন না।' সুশোভন সকৌতুকে কহিলেন।

আরও হাস্য।

'অন্তত ওটার মর্ম্ম নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন?' শিল্পী মণিভূষণ দরজার মুখে সদ্য-আগত বেয়ারার হাতের চায়ের ট্রে-র দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। একমাত্র ওটাই পারব। ওটা গুণী এবং নির্গুণের হাইয়েস্ট কমন্ ফ্যাক্টর...' শ্রীমন্ত কহিল।

প্রবল হাস্য।

'তবে যাও, জয়ন্তী', রাণী সুভদ্রা হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিলেন। 'ওকেই প্রথমে এক কাপ চা তৈরি করে' দাও।...এঁর রেডিয়ো প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন, মিঃ ঘোষ?...'

'ওকে আমি বলে দিয়েচি।' তরুণ ঘোষ-সাহেব সবিনয়ে জানাইলেন। 'আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করলেই সব ঠিক করে' দেব। একেবারে সরাসর আমার ঘরে চলে যাবেন...এমন ভালো গায়িকার প্রোগ্রাম করে' দিতে কষ্ট হবে না। কতটা বেশি পারিশ্রমিকের শ্রেণীতে ওঁকে ফেলতে পারি, তাই মাত্র ঠিক করতে হবে...শনিবার গোটা চারেকের সময় সুবিধে হবে কি, জয়ন্তী দেবী?'

'হবে।' জয়ন্তী ব্যগ্রতার সঙ্গে কহিল।

ষোড়শোপচারে চা সমাপ্ত হইবার পর শ্রীমন্ত যাইবার অনুমতি পাইল।

'আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে, ডক্টর ব্যানার্জ্জি?' রাণী সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন।

'হ্যাঁ। আছে। কেউ যাবেন?'

'জয়ন্তীকে দয়া করে' তবে একটু বাড়ি পৌঁছে দিন। বালিগঞ্জের একডালিয়া প্লেসে। পৌঁছে দিতে অসুবিধে হবে না তো?...'

'না, অসুবিধে আর কি।' শ্রীমন্ত সামান্য বিব্রত বোধ করিয়া কহিল।

সুভদ্রা দেবী সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। আবার শ্রীমন্তকে আসিতে বলিলেন, এবং সন্ধ্যাটা আজ চমৎকার কাটিয়াছে জানাইলেন।

'শনিবার রেডিয়ো অফিসে যেতে ভুলো না যেন, জয়ন্তী। রেডিয়োটা গুণ আর নাম এই দুই প্রচারেরই মস্ত বড় কলকাঠি', রাণী সুভদ্রা তাঁর কৃপাশ্রিতার প্রতি কহিলেন।

'নিশ্চয়ই যাব, সুভদ্রাদি।' জয়ন্তী সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাহার মুরুব্বির উদ্দেশে কহিল।

'আপনি এখানেই আসুন, ডক্টর ব্যানার্জ্জি', শ্রীমন্তের আমন্ত্রণে ভিতরে প্রবেশ করিবার পর চালকের কাছে যাইয়াই বসিবে কিনা সে সম্বন্ধে শ্রীমন্তকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া জয়ন্তী বেশ অসঙ্কোচ কণ্ঠেই কহিল।

শ্রীমন্ত আর দ্বিধা না করিয়া পিছনের আসনে যাইয়া বসিল।

জয়ন্তী খুব ফড়ফড়ে নয়; বরঞ্চ শ্রীমন্তের কাছে তাকে একটু লাজুক মনে হইয়াছে। সে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এটা মফঃস্বল-শহরে বাস করার

ফল। অথচ এ মেয়ে ভীতু, কাপড়ের পোঁটলা নয়। প্রয়োজন হইলে এ অর্থোপার্জ্জনে বাহির হইতে পারে, লোকের সঙ্গে মিশিতে পারে, ইতিমধ্যেই এ পরিচয়ও পাওয়া গেছে। লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে শরীর। লম্বাটে ধরণের মুখ। ভীরু কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত টানাটানা চোখ। একই সঙ্গে অসহায় এবং আত্ম-নির্ভরশীল ভাব সুকুমার মুখে লেখা। শাড়িটা আটপৌরে, দু'হাতে একগাছা করিয়া সোনার তারের বালা, গলায় বা গায়ে আর কোনও গহনা নাই। সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত স্যাণ্ডেলের গোড়ালি ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে।

'ডক্টর ব্যানার্জ্জি', সহসা জয়ন্তী কহিল, 'আপনার কি একটা সিভিক্‌স্‌-এর বই আছে?···'

'কেন বলুন তো?' চম্‌কাইয়া শ্রীমন্ত বলিল। 'হ্যাঁ আছে। মানে, আই এ স্টাণ্ডার্ডের...'

'আমরা সেটা পড়েচি। ঢাকায় যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়তাম, তখন পড়েচি।' জয়ন্তী প্রায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কহিল। 'আপনার নামটা কাল থেকে কেবলই চেনা চেনা মনে হয়েচে।···'

'কি সর্ব্বনাশ!' শ্রীমন্তের কৃত্রিম আতঙ্কের স্বর। 'বিদ্যের দৌড় ধরে' ফেলেন নি তো? ওটা আমার বেকার যুগের রচনা···ক'দিন হলো ঢাকা থেকে এখানে এসেচেন?···'

'তা প্রায় মাস সাতেক হবে।'

'কি রকম লাগছে কলকাতা?'

'মোটেই ভাল নয়। বিচ্ছিরি।' জয়ন্তী জোর দিয়া কহিল। 'আমাদের ঢাকা শহর ঢের ভালো ছিল। এখানে যেন কেউ কাউকে চেনে না, স্বার্থ না থাকলে একজন আরেক জনের সঙ্গে কথাই বলে না। এ যেন একটা চব্বিশ ঘণ্টার অফিস; এক সময়েও সহজ হওয়া

যাবে না।...অথচ নিজেদের ঘর-বাড়ি, জানা-শোনা সব কিছু ছেড়ে চলে তো আসতে হলো! লীডারে লীডারে ঠিক করলেন, ওদিকের ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ নয়। অথচ এই ভারত-মায়ের পরাধীনতা ঘোচাবার জন্য আমাদের অঞ্চলের শত সহস্র লোক অন্যান্য ভারতবাসীর মতোই ইংরেজের জেলে পচেছে, সর্ব্বস্ব খুইয়েচে, জীবন-বিসর্জ্জন দিতেও পিছু-পা হয় নি। আজ কলমের এক আঁচড়ে তাদের অভারতীয় করে' দেওয়া হলো, বিদেশী করে' দেওয়া হলো, বলুন তো এ কি অন্যায়...'

'এটা খুবই দুঃখের। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন,' শ্রীমন্ত প্রায় মাস্টারের কণ্ঠে কহিল, 'দেশ-বিভাগে রাজি না হলে ইংরেজ কি ভারতবর্ষ ছাড়ত? মুসলমানের ওপর অন্যায় করতে পারে না, এই অজুহাত দেখিয়ে...'

'তা বলে কি শুধু আমাদের ওপরই অন্যায় করতে হবে?' জয়ন্তী অভিযোগপূর্ণ স্বরে কহিল। 'একটা হুকুমে আমাদের ঘর-বাড়ি সব থেকেও নেই; দলে দলে মানুষ ভিটে ছেড়ে, সর্ব্বস্ব ছেড়ে পালিয়ে আসচে। দেশ-বিভাগের আগে কত আশ্বাস দেওয়া হতো। পূর্ব্ব বাংলার হিন্দু, আমরা আছি, ভয় নেই। আমরাই তোমাদের সাহায্য করব। যারা চলে এসেচে, তাদের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখচি। যারা আসতে চায়, অথচ আসতে পারচে না, তাদের কথা কেউ একবার ভেবেও দেখচে না। ক্রমে ক্রমে এদের নিয়ে আসার কোনও পরিকল্পনা তৈরি দূরের কথা, আমাদের গবর্ণমেণ্ট আর লীডারেরা উপদেশ দিচ্চেন, "ওখানেই থাক। এসো না। যারা এসেছ, ফিরে যাও।" যেন ওখানে থাকা আরামদায়ক হ'লে এমন করে' দলে দলে লোক সর্ব্বস্ব ছেড়ে পালিয়ে আসত...কিছু মনে করবেন না। মনের মধ্যে এমন জ্বালা জমে রয়েচে যে...'

'না, ঠিক আছে।' শ্রীমন্ত কহিল।

'পাড়ার সব লোক যখন পালিয়ে এল, তখন আমিও বাবাকে নিয়ে পালিয়ে এলাম। বাবা অসুস্থ। নড়তে চড়তে পারেন না। কিন্তু তবু তার আসা চাই। মরতে হলে তিনি ভারতবর্ষে এসেই মরবেন।... সামান্য পেন্সন পেতেন। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেন্সন নেবেন, যথাসময়ে এই ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েচেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও পেন্সন পাওয়া শুরু করেন নি।···ভাবি, সুভদ্রাদি যদি তাঁর ইস্কুলে এই চাকরিটি না দিতেন, তবে কি হ'তো। তাঁর কাছে যে আমি কত কৃতজ্ঞ··· এইবার ডাইনে···এসে পড়েচি। তবু তো আমাদের ভাগ্য ভাল, যত ছোট আর খারাপই হোক, একটা ফ্ল্যাট্ পেয়ে গেচি। কত লোকের তো মাথার ওপরে একটা ছাউনিও নেই···ঐ সামনের বাড়িটা·· পৌছে দেবার জন্য ধন্যবাদ!' বলিয়া এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিয়া জয়ন্তী স্তব্ধ গাড়িটা হইতে নামিয়া পড়িল।

এগারো

জয়ন্তীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া ফিরিবার পথেই খবর পাওয়া গিয়াছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে; উত্তেজনার অন্ত নাই। সান্ধ্য সংবাদপত্রগুলির জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। মহাত্মা গান্ধীর নামে পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের পুলিশের গুলিতে কলিকাতার রাস্তায় বামপন্থী শোভাযাত্রীদের চার জন নিহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইজন কলেজের ছাত্রী।

সমস্ত শহর যেন চম্‌কাইয়া উঠিয়াছে।

ইংরেজ নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতবাসীর উপর গুলি চালাইলে সাধারণ নাগরিক ক্রুদ্ধ হইত, বিস্মিত হইত না। কিন্তু খাঁটি দেশী ও অহিংসার আদর্শপ্রচারকারী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বিপক্ষকে শায়েস্তা করিবার জন্য এমন ভয়ঙ্কর কিছু করিতে পারে, ইহা প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। রাজনীতির ধার ধারে না এমন বহু লোকের কাছে এ জন্যই এই গুলি-ছোঁড়াটা এত বেদনার কারণ হইল, নইলে দোষ কোন্ পক্ষের সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। সরকারী প্রেস্‌নোট এবং বামপন্থী চোরা ইস্তাহারে পরস্পরবিরোধী খবর বাহির হইল।

ব্যাপারটা মোটামুটি এই। পুলিশের গুলিতে নিহত স্টিল্ ট্রাস্টের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকের 'হত্যা'র প্রতিবাদে উগ্র বামপন্থী কয়টি দল এক নীরব শোকযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত করে। কলিকাতায় কিন্তু ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে, প্রকাশ্য মিটিং এবং শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। শোকযাত্রীরা পুলিশের এই নিষেধ অগ্রাহ্য করিল; শোকযাত্রা বাহির হইল। কিন্তু পার্টির অফিস হইতে দু'পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। পুলিশ পথ আটকাইয়া ১৪৪ ধারার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাহার

প্রয়োজন ছিল না ; ১৪৪ ধারা কয়েক মাস ধরিয়াই বলবৎ আছে। কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্টবিরোধী সমস্ত দলের প্রতিবাদ বাহিরে প্রকাশের পথ না পাইয়া মনের মধ্যে, স্নায়ুর মধ্যে, ধমনীতে ধমনীতে পুঞ্জীভূত আছে। এইবার এই অসহ্য প্রতিবাদ হাজারখান হইয়া ফাটিয়া পড়িল। এই প্রবল বিস্ফোরণ আটকাইবার জন্য পুলিশকে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়িতে হয়।

পুলিশ ইহার উপযুক্ত সাফাই দিল ; সরকারী প্রচার-বিভাগ পুলিশের কার্য্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করিল, কিন্তু জনসাধারণের আহত ভাব দূর হইল না।

পরদিন কাজে আসিয়া বিভূতিবাবু প্রথমেই শ্রীমন্তর ঘরে উপস্থিত হইলেন।

'কি সব কাণ্ড হচ্চে, দেখচেন তো ?' তিনি প্রথম হইতেই উঁচু পর্দ্দায় শুরু করিলেন। 'সমস্ত কংগ্রেসকেই এরা কাদায় টেনে নামাচ্চে। লোকের কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় নেই। অহিংসা! অহিংসার নমুনা বৈ কি! শখের কংগ্রেসীদের হাতে ক্ষমতা গেলে মহাত্মার আদর্শের কি অবস্থা হয়, তার জলজ্যান্ত নমুনা! ভাগ্যিস্ মহাত্মাজী মারা গেছেন, নইলে এর পর তাঁকে নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করতে হ'তো…'

'গবর্ণমেণ্ট চালাতে হলে', শ্রীমন্ত তাহাকে আরও উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করিয়া কহিল, 'আইনের প্রতি অবজ্ঞা বরদাস্ত করা ভাল কি ? তা হলে তো যার খুশি সে-ই…'

'আইনের প্রতি অবজ্ঞা!' বিভূতিবাবু আরও উত্তেজিত হইয়া কহিলেন। 'স্বাধীনতার জন্য নাকি ইংরেজ তাড়িয়েচি ; তাড়াবার জন্য আইন অমান্য করে' এসেচি। কিন্তু এই কি স্বাধীনতার চেহারা!

খাওয়া নেই, চুপ করে উপোস করো। পরা নেই তো নেই, না পরে চুপ থাক। আমরা মিল্‌-ওয়ালাদের সঙ্গে তাদের মুনাফার অংশ সম্বন্ধে রফা করচি; চিনিওয়ালার সঙ্গে তার মুনাফা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে তোমরা গোল ক'রো না। ইতিমধ্যে আমাদের দু'দশ বার বিলেত ছুটতে হবে, হনলুলুর কনফারেন্সে যোগ দিতে হবে। তাতে কিছু সময় লাগবেই। তা ছাড়া, লং-টার্ম প্ল্যান্‌ এন্তার তৈরি হচ্চে। ভবিষ্যতে তোমাদের বংশধরদের এগুলি কাজে লাগবে। কিন্তু চেঁচামেচি করে আমাদের ব্যবস্থার গণ্ডগোল বাঁধিও না। তবে আর কিছু না হোক, বক্তৃতার কথাগুলো গোলমাল হয়ে যাবে। তথাস্তু। তথাস্তু। রইল কি! স্বাধীনতা! আমরা স্বাধীন! সিকিউরিটি অ্যাক্টে তোমাকে সন্দেহ করে' বিচার না-করেই জেলে আটকে রাখা যায়। পুলিশ ইচ্ছে করলেই তোমার মিটিং বন্ধ করে' দিতে পারে; তোমার কাগজের গলা-টিপে ধরতে পারে। মানে, ইংরেজ যা করত, সে সবই পারে। তবে স্বাধীনতাটা কোথায়? কেন, শাদা প্রভুর জায়গায় কালা প্রভু এসেচেন: দেশের চাঁইয়েরা প্রধানমন্ত্রী হচ্চেন, সহকারী উপসহকারী মন্ত্রী হয়েচেন। এই কি কম স্বাধীনতা!...কি জানেন মশায়, এসব ধুরন্ধরেরা স্বাধীনতা বলতে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ফলাবার অধিকারই বোঝে, আর কিছু···'

শ্রীমন্ত বুঝিল তার চেষ্টা সফল হইয়াছে। এবার একটু ব্রেক্‌ কষিতে পারিলেই ভালো।

'গবর্ণমেণ্টকে জোর করে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হলে', সে কহিল, 'তার আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। দেখতে তো পাচ্ছেন, কত দল-উপদল নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশৃঙ্খলা আর অসন্তোষ...'

'কম্যুনিস্টদের কথা বলচেন!' বিভূতিবাবু কহিলেন। 'আর আমি কি বলচি? আমিও তো তাই বলছি। কংগ্রেসের নামে যে গভর্ণমেণ্ট

চলছে, সেই গবর্ণমেণ্ট দেশে কম্যুনিস্ট বাড়াতে সাহায্য করচে, আমার আপত্তি তো এই। দেখুন তো একবার কাণ্ড। খাওয়া-পরার কষ্টে একে লোকেরা তিতি-বিরক্ত হয়ে আছে, তারপর রাতারাতি কম্যুনিস্ট শায়েস্তা করার উৎসাহে মানুষের মূল অধিকারগুলির ওপরেই যদি এখন বেপরোয়া হস্তক্ষেপ করা হয়, তবে দেশশুদ্ধ লোক কম্যুনিস্ট হয়ে উঠবে। যেই শোভাযাত্রার ওপর গুলি ছুঁড়লে অমনি আমার মতো কম্যুনিস্ট-নিন্দুকের পর্য্যন্ত মনে হবে, এ গুলি নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি গুলি, আমার ওপর গুলি।···কিন্তু পুলিশের অত শত ভাবার দরকার নেই। এ পুলিশ তো ইংরেজ আমলেরই পুলিশ; চাকরির প্রয়োজনে আনুগত্য বদ্‌লে দেশ-প্রেমিক সেজে গেছে মাত্র! এক সময় ইংরেজের হয়ে দেশ-সেবকদের ঠেঙাত; প্রভুর বিপক্ষকে ঠেঙাতে হয়, কাজের মধ্যে এইটুকুই জানে। আর বাকিটুকু ক্ষমতা জাহির।···আর আমাদের মন্ত্রীরাও হয়েচেন তেমনি। কে উড়ো-চিঠি দিয়েছে, "তোমার রক্ত নেব", "স্ত্রীকে বিধবা করব", অমনি ভয়ের চোটে রেগে লাল। পুলিশ ফিসফিস্ করে' বললে, "চার দিকে গভীর ষড়যন্ত্র চলচে। পুলিশের বাজেট বাড়ান। বাজেট আর ক্ষমতা দুই বাড়ল। মন্ত্রী বললেন, 'আইন-অমান্য সহ্য করা হবে না। গান্ধীজি বলেচেন, সত্য, প্রেম, অহিংসা; এ আদর্শ বিপন্ন হলেই গুলি চলবে!" মশায়, কি বলব, সারা কংগ্রেসকেই এসব চাঁইয়েরা হাস্যকর করে তুলচে। আমরা যারা কংগ্রেসের কর্ম্মী, তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্চে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারচি না, অথচ বলতেও পারচি না, এ পলিসি খাঁটি কংগ্রেসীদের পলিসি নয়।...কিন্তু খবর শুনেচেন তো?...'

'কি খবর?' শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

'ক্যাবিনেটে এই শুটিং নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে।' বিভূতিবাবু

সংবাদপত্র-অফিসের সবজান্তা সুরে কহিলেন। 'প্রিমিয়র শুটিংয়ের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমাদের হোম্ মিনিস্টার চৌধুরি-মশায় কড়া ব্যবস্থার পক্ষপাতী ; নিজে এতকাল আইন অমান্য করে' এলে কি হয়, অন্য কাউকে "টোকেন্" আইন-ভঙ্গ করতেও দেবেন না, এমনি আইন-প্রীতি! এ নিয়ে ক্যাবিনেটে দুই দল হয়ে গেছে। প্রিমিয়রের বাড়ি ঘরোয়া মিটিং ডাকা হয়। পরামর্শের জন্য আমাদের হুজুরকেও ডেকে পাঠান হল।...আমাদের হুজুরের বন্ধু স্যার কিষিণলালের ধর্ম্মঘট নিয়েই এ গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কাজেই হুজুরও নাকি কড়া শাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রিমিয়রের বিপক্ষে তিনি যেতে চান না। ইদিকে দু'দলই তার সমর্থন চাচ্ছেন। বেগতিক দেখে হুজুর দে ছুট্ একেবারে দিল্লীতে!...ঠিক কিনা, আপনিই ভালো বলতে পারবেন...'

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী কলিকাতায় নাই। তাহার খানা-কামরা নিমন্ত্রিতদের কলগুঞ্জনে আর মুখর হয় না। শ্রীমন্তও নিজের বাড়িতে খাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল। বাড়ির ম্যানেজার কালীকিঙ্কর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। বলিয়াছে, 'বলেন কি, স্যার। শেষে সাহেবের কাছে গাল খাওয়াবেন ?'

শ্রীমন্ত সবেমাত্র খাওয়ার টেবিলে বসিয়াছে। রাত প্রায় পৌনে নটা। এমন সময় বাহিরের সাজে কালীকিঙ্কর দেখা দিল।

'একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম।' শ্রীমন্তর পাশে একটি চেয়ারে বসিতে উদ্যত হইয়া সে কহিল। 'ভাবলুম আপনার খানা ঠিক মতো দেয়া হচ্ছে কিনা একবার দেখে যাই। আপনি যেমন লাজুক মানুষ, না খেয়েই চলে যাবেন কিনা, তারই ঠিক কি।'

প্রদ্যুম্ন উপস্থিত থাকিলে কালীকিঙ্কর খুব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনও খানা-কাম্‌রায় আসে না। প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতিতে সে খবরদারি কবিতে আসিয়াছে।

'বেরিয়েছিলেন ?' শ্রীমন্ত ভদ্রতার অনুরোধে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিল।

'আর বলেন কেন, স্যার্।' কালীকিঙ্কর কথা বলিবার জন্য টগ্‌বগ্‌ করিতেছিল, জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। 'হেঁটে হেঁটে জুতোর তলা ক্ষয় করে' ফেলছি, তবু কাজ হাসিল হচ্চে কই ? আজ এই বাধা, কাল ঐ বাধা, পরশু তমুক বাধা। প্রায় হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রসেশন্ আর পুলিশের ফায়ারিং। এখন তাদের অফিসে হৈ-হৈ কাণ্ড, ধার-হাওলাত পরের কথা...'

শ্রীমন্ত কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চোখ উঠাইল।

কালীকিঙ্করের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সে শ্রীমন্তের আরও কাছে নিজের চেয়ারটা টানিয়া আনিল। গলাটায় ব্রেক চাপিবার মতো একটা ভাব করিয়া চাপা স্বরে কহিল, 'সাহেব নিজেই কি কম চেষ্টা করেছেন ? সেবাময়বাবুকে দিয়ে, 'ন্যাশনাল নিউজে'র কর্তাকে দিয়ে কতবার কথা পেড়েছেন। লক্কড় প্রেস, ছাপা পড়া যায় না, কাগজ কেনবার টাকা নেই, শুধু গরম গরম খবর দিয়ে কৎদিন কাগজ চালাবি ? আরে, ডেইলি কাগজ না জ্যান্ত হাতি। হাতির উপযুক্ত খোরাক চাই, তবে তো কাগজ চালু থাকবে। কিন্তু দেমাকটি আঁটিশুটি ! পাঠকদের কাছে ভিক্ষা চাইব, কাগজ বন্ধ করে' দেব, তবু গরিবের রক্তশোষা পুঁজিপতির সাহায্য নেব না ! পলিসি ডিক্‌টেট করবে ! কিন্তু যেমন কথা, তেমনি কাজ। ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবে না।...'

'কোন্ কাগজের কথা বলচেন ?' শ্রীমন্ত এইবার সামান্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

কালীকিঙ্কর ক্ষণকাল দ্বিধা করিল, তারপর মুক্ত বিবেকেই কহিল, 'আপনি ঘরের লোক, আপনার কাছে আর বলতে কি। এ খবর বাইরে না গেলেই হলো। আর গেলেই বা এ যে সত্য তার প্রমাণ কি। সাহেবের বিপক্ষে তো কত গুজবই রটছে। আরে, ঐ হারামজাদা কাগজটার কথা বলছি। 'প্রটেস্ট', শৈল রায়ের 'প্রটেস্ট' কাগজ। দেখেচেন তো, কি রকম নোংরা কাগজ। তবু সাহেব ভাবলেন, শত হোক, সার্কুলেশন আছে, টাকা ঢাললে টাকা দেবে। কিন্তু তার ফল কি হলো, দেখুন।···আমি বল্লুম, রসো। তুমি ঘোর ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। সাহেবের অনুমতি আদায় করলুম। নাম ভাঁড়িয়ে কাগজের ফিনান্সিয়ারের সঙ্গে দেখা করচি। ভেতরের অবস্থা চিচিংফাঁক; কিছু টাকা পেলে বর্ত্তে যায়। আমি দু'পার্সেণ্টে পঞ্চাশ হাজার ছাড়তে চেয়েচি। টোপ গেলে গেলে। এমন সময় এই গোলমাল···কি ব্যাপার! গোলমাল কিসের? ওরে বাবা, কি সর্ব্বনাশ, মেমসাহেব!···' বলিয়া কালীকিঙ্কর বিবর্ণ-মুখে পলকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সবেগে ভিতরের করিডরের দিকে ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ আগেই সিঁড়ির মুখে একটা উচ্চ কণ্ঠ শোনা এবং চাকর-বেয়ারাদের মধ্যে একটা ছুটাছুটি ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। এইবার তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠটা প্রায় খানা-কামরার কাছাকাছি আগাইয়া আসিয়াছে। যে লোকটা শ্রীমন্তকে খাদ্য-পরিবেশন করিতেছিল সে পর্য্যন্ত পরিবেশন বন্ধ করিয়া কাঠের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। গর্জ্জনের উৎপত্তিস্থলে তাকাইয়া পলকের জন্য এক জোড়া স্ফুরিত চোখ ও একটা ক্রোধ-বিকৃত মুখ শ্রীমন্তের নজরে পড়িল।

'এই যে, নোংরা কুকুর। তোর সাহেব কোথায়? ডেকে নিয়ে আয় তোর সাহেবকে। একবার তাকে সমঝে' দি...'

'সাহেব তো এখানে নেই, মেমসাহেব।' ভেড়ার আওয়াজের মতো কালীকিঙ্করের করুণ কণ্ঠ।

'নেই! কোথায় গেছে? কার কুঞ্জে গেছে? আজ মাসের ক' তারিখ, তা খেয়াল আছে? সারা দিন ধরে আমি টাকার অপেক্ষায় বসে আছি। পাওনাদারদের বসিয়ে রেখেছি। আমার সর্ব্বনাশ করেও কি সাহেবের তৃপ্তি হলো না। সামান্য হাজার টাকার জন্য এমনি ক'রে প্রতি মাসে তার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে? চামার, চামার, চামার! কোর্ট করে মাসোহারা আদায় করলে আমার ঢের ভালো ছিল...'

'অপরাধ হয়ে গেছে, মেমসাহেব।' আবার ভেড়ার ডাক শোনা গেল। 'এ আমারই ত্রুটি। সাহেবের দোষ নেই। তাঁকে হঠাৎ দিল্লী চলে যেতে হলো। আমাকেই চেক্ ভাঙাতে দিয়ে গেছেন, ইদিকে আমি...'

'ইদিকে তুমি আর একটা নোংরা কাজের জন্য ডাস্টবিন্ খুঁজে বেড়াচ্চ!...কাল সকালের মধ্যে টাকা না পেলে আমি লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাব মনে রেখো। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী আর তার কুকুরগুলির...ওটা কে!'

'উনি ডক্টর ব্যানার্জ্জি। সাহেবের নতুন সেক্রেটারি, কলেজের প্রফে...'

'কেন, ওর কি কোনও সুন্দরী বোন-টোন আছে নাকি? পৃথিবীতে আর কি আঁস্তাকুড় খুঁজে পেল না?...তারপর, রাণী সুভদ্রার খবর কি? এবার এখানে এসে সাহেবের বেড্রুমেই আস্তানা গেড়েছে কি? হারামজাদি মেয়েমানুষ, আর্ট করে বেড়ায়! তোর গায়ে যে লোকের থুতু দেওয়া উচিত, কাগজে তোর ছবি বেরুচ্চে!...'

অনর্গল আক্রোশ-তিক্ত গর্জ্জন করিতে করিতে আওয়াজটা প্রদ্যুম্নের নিজস্ব কাম্‌রাগুলির দিকে আগাইয়া গেল।

'মেমসাব্‌!' এতক্ষণ পরে হত-চকিত ডিনার-পরিবেশক কণ্ঠের উপর দখল ফিরিয়া পাইয়া একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করিল।

বার

ইহার পর কয় দিন কাটিয়াছে। আজ দুপুরের প্লেনে প্রদ্যুম্নের দিল্লী হইতে ফেরার কথা। বাংলার রাজনীতিতে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটিতে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত পুলিশের গুলিবর্ষণই ইহার প্রত্যক্ষ কারণ, যদিও ইহার পশ্চাতে হাজার কংগ্রেসীর হাজার রকম অভিযোগ কার্য্য করিতেছে। 'প্রটেস্ট্' এমনও ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যাল ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সূর্য্য চৌধুরির মনোমালিন্য চরমে উঠিয়াছে।

এ অবস্থায় প্রাদেশিক কংগ্রেসী মহল হইতে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর কাছে দ্রুত ফিরিয়া আসিবার জন্য যে জরুরি আহ্বান যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। দলের এমন সঙ্কটকালে প্রদ্যুম্ন নিজের কাজে দিল্লীতে আটকাইয়া থাকিতে পাবেন না। আজ তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

'ডক্টর ব্যানার্জ্জি?'

শ্রীমন্ত সবেমাত্র ট্রামে চড়িয়াছে। সকাল আটটারও কয়েক মিনিট কম। সময়মতই সে উড স্ট্রীটে পৌঁছিতে চায়, প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতির সুযোগে দেরি করে না। এমন সময় অর্দ্ধপূর্ণ ট্রামগাড়ির কাছাকাছির এক আসন হইতে সে অনুচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিল।

'কোথায় চললেন?' সহাস্যমুখ জয়ন্তীকে আবিষ্কার করিয়া শ্রীমন্ত কহিল।

'বসুন,' নিজের আসনের একার্দ্ধ ছাড়িয়া দিয়া জয়ন্তী কহিল। 'একটা ওষুধের খোঁজে যাচ্ছি।...সেদিন আপনার সঙ্গে অনেক বকর-বকর করেছি, কিন্তু একবার বাড়িতে আসতে অনুরোধ পর্য্যন্ত

করিনি খুবই হয়তো অভদ্র ভেবেচেন কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়...'

'না, না। তা মনে করব কেন।' শ্রীমন্ত কহিল। 'নামতে বলবার কোনও প্রয়োনই..'

'প্রয়োজনই কি সব। ভদ্রতা বলে কি কিছুই নেই?' জয়ন্তী মৃদুস্বরে প্রায় নিজের কাছেই কহিল। 'শুনেচেন বোধহয়, আমার বাবা প্যারালিসিসে অথর্ব্ব হয়ে আছেন। অথর্ব্ব সত্যই হয়ে আছেন। কিন্তু প্যারালিসিসে নয়। টি, বি।...তাই আপনাকে ভেতরে ডাকতে পারিনি...'

'ঠিক আছে। ডাকলেও ক্ষতি ছিল না।...কিন্তু ওঁকে তা হলে টি-বি হাসপাতালে দেবার চেষ্টা করচেন না কেন?...'

'সেখানে ঢোকান খুব কঠিন,' জয়ন্তী গম্ভীরস্বরে কহিল। 'সুভদ্রাদিকে বলেচি, তিনিও চেষ্টা করচেন, কিন্তু তবু পারা যাচ্ছে না। হয়তো হয়ে যাবে, কিন্তু যৎদিন না হচ্চে, যথাসাধ্য চেষ্টা নিজেদেরই তো করতে হবে...'

'তা তো বটেই...', শ্রীমন্ত ভদ্রতার সঙ্গে কহিল।

'এই দেখুন না, ডাক্তারবাবু কি দুষ্প্রাপ্য ইনজেক্‌শনের নাম লিখে দিয়েচেন। ওদিকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। ডাক্তারবাবু চৌরঙ্গী আর লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটে খোঁজ করতে বললেন। আজই ইন্‌জেকশন দিতে হবে। তাই এ দিকটায় খুঁজতে এসেছি। কিন্তু আমি ভালো করে এদিকটা চিনিই না। দোকানগুলি এখন খুঁজে পাই, তবেই হয়...'

'আমি সঙ্গে এলে কি কিছু সুবিধে হবে? যদি বলেন...'

'তবে তো খুব ভালই হয়।' জয়ন্তী সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিল। 'কিন্তু আপনার কি...'

'চলুন, আমি যাচ্চি। আমার খুব একটা তাড়া নেই।'

চৌরঙ্গী ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের একাধিক বড় দোকানে ইন্‌জেকৃশনটা পাওয়া গেল না। কেহ বলিল, স্টক নাই। কেহ ঐ ওষুধ রাখে না। দু'একটা দোকান নামই শোনে নাই।

'চলুন, একবার ডালহৌসী অঞ্চলে চেষ্টা করি।' শ্রীমন্ত আশ্বাস দিয়া কহিল।

'ওদিকেও ওষুধের দোকান আছে নাকি?' জয়ন্তী খুব ভরসা না করিয়া কহিল।

'আছে', বলিয়া শ্রীমন্ত আবার তাহাকে ট্রাম রাস্তার দিকে লইয়া আসিল।

ওষুধটা এবার প্রথম দোকানেই পাওয়া গেল।

'ছ'টা অ্যাম্পুলই চাই কি?' দোকানের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহকারী ইংরেজিতে কহিল।

'হ্যাঁ, ছটাই।'

ক্যাশ-মেমো লিখিয়া বিক্রেতা কহিল, 'পচাত্তর টাকা।'

'পচাত্তর!'

এই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান শ্রীমন্ত জয়ন্তীর দিকে তাকাইল। দেখিল, ভয় ও সঙ্কোচের মিশ্রণে তার স্বাস্থ্যদীপ্ত সুন্দর মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। সভয়ে একবার সহকারীটির দিকে তাকাইয়া সে প্রায় বিপন্নদৃষ্টিতে শ্রীমন্তর দিকে চাহিল। লজ্জা এবং আবেদনের সে এক ভারি করুণ মূর্তি।

'আপনার কি টাকা কম পড়েচে? কত দরকার বলুন। আমারা কাছে টাকা আছে।'

'হ্যাঁ, কম পড়েচে', কম্পিত আঙুলে জয়ন্তী কড় গুণিতে চেষ্টা

করিল। 'তেরো টাকা কম! ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ষাট টাকার মতো দাম পড়বে...তাই আমি...এরা ব্ল্যাক্-মার্কেট করছে না তো?...'

'এই নিন্। টাকাটা দিয়ে দিন।' শ্রীমন্ত ব্যাগ খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল।

এসব দোকান ব্ল্যাক্-মার্কেটিং করে না। সৌভাগ্যক্রমে সহকারী কথাটা শুনিতে পায় নাই, নইলে লজ্জায় পড়িতে হইত। বেচারি জয়ন্তী! গুণিয়া গুণিয়া ঠিক ষাট টাকা লইয়া আসিয়াছে। দাম কিছু বেশি হইলে কি উপায় হইবে, তাহার কথা ভাবিয়া দেখে নাই। এটা নিশ্চিত অসচ্ছলতার লক্ষণ। কিন্তু ষাট টাকার হিসাব ধরিয়া থাকিলে তেরো টাকা কম না পড়িয়া পনেরো টাকা কম পড়া উচিত ছিল। সঙ্গে তবে দুই টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। উহার বাড়ি ফিরিবার মতো ট্রামের পয়সা আছে তো?

বালিগঞ্জের ট্রামে চড়িয়া শ্রীমন্ত কণ্ডাক্টরের হাতে একটা টাকা দিয়া কহিল, 'একটা বালিগঞ্জ স্টেশন, আর একটা থিয়েটার রোড...'

'আজকে আপনি আমার বড় উপকার করলেন। আপনি সঙ্গে না এলে আজ...'

'ও কথা থাক।' শ্রীমন্ত কহিল।

'আপনি কোথায় থাকেন? মিঃ ভাদুড়ীর বাড়িতে?'

'না। কেন? টাকা ফেরৎ দেবেন?'

'দিতে হবে তো।'

এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া শ্রীমন্ত নিজের ঠিকানা বলিল।

'মিঃ ভাদুড়ী কি আপনার আত্মীয় হন?'

'না। কেন?'

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবচি। কিন্তু আজ থাক। জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা, ঠিক বুঝতে পারচি না...'

শ্রীমন্ত কোনও প্রশ্ন করিল না, কিন্তু একবার বিস্মিত ভাবে চোখের পক্ষ্ম ঊর্দ্ধায়িত করিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিল।

তেরো

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক কর্ম্মতৎপরতা যেন বাড়িয়া গেল। কংগ্রেসীদের ঘরোয়া মিটিং ও কন্‌ফারেন্সে বহু প্রকার গোপন আলোচনা চলিতে লাগিল। সেবাময়বাবুর 'ফ্রি ম্যান' কাগজ এতদিন পুলিশ ফায়ারিং সমর্থনে বহু কূটযুক্তি প্রদর্শন করিয়া ,একশ্রেণীর' লোকের উপর এই শোচনীয় ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সহসা স্বর বদলাইয়া ইহাই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্টের অভাব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ লেখা শুরু করিয়াছে।

'প্রটেস্ট' কাগজ সংবাদ দিয়াছে: 'ক্র্যাক ইন দা ক্যকাস্। চাঁইদের সখ্যে ফাটল।' অন্যান্য সংবাদপত্রের বিশেষপ্রতিনিধিদেরও জল্পনার অন্ত নাই। ক্যাবিনেটে মতভেদ, প্রাদেশিক কংগ্রেসে মত-বিরোধ, নেতায় নেতায় ঠোকাঠুকি। কল্পনার লাগাম ছাড়িবার এত বড় সুযোগ .সংবাদ রিপোর্টারেরা সব সময় পায় না।

প্রদ্যুম্নের বাড়িতে এই বিক্ষোভের ঢেউ সবচেয়ে প্রবল ভাবে আঘাত করিতেছে। এ আসিতেছে, ও আসিতেছে; দরজা বন্ধ করিয়া সলা-পরামর্শ চলিতেছে। যাহারা প্রকাশ্য ভাবে এসব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদেরই কেহ কেহ আবার বেশি রাতে চুপে চুপে আসিতেছেন।

শ্রীমন্ত এ সবই লক্ষ্য করে। কিন্তু যে আলোচনায় তাহাকে অংশ-গ্রহণ করিতে ডাকা হয় না, তাদের আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে তার কৌতূ-হল আশ্চর্য্য রকম কম। তবু সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে একটা সুচতুর ষড়যন্ত্রের মতো মনে হয়। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য যেন

একটা ঘোঁট চলিতেছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব সূর্য্য চৌধুরি ও দলের গুণ্ডা কিরিটিবাবু যেমন অনেক রাতে স্বতন্ত্র দিক হইতে কিন্তু ঠিক একই সময়ে প্রদ্যুম্নের খাস-কামরায় আসিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাতে ব্যাপারটা আরও রহস্যজনক হইয়া উঠিয়াছে। এত কাল সবাই জানিত, ইহারা দুজনে কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের অন্তর্গত।

ইতিমধ্যে 'প্রটেস্ট'-এর কৌটিল্য খবর দিয়াছেন—প্রাদেশিক কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিন্দা-প্রস্তাব পাস করিলেই প্রধান-মন্ত্রী নাকি তার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ঘোষণা করিবেন। কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রটেস্টের আবিষ্কারগুলি প্রায়ই সত্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই শুনিয়াছে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর জেদেই শোভাযাত্রাকারীদেব উপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। তবে কি প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যাল সূর্য্য চৌধুরিকে বাদ দিয়া নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন? নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী প্রতাপ সান্ন্যাল কি বিপক্ষীয়দের উপর গুলি-বর্ষণের জন্য অনুতপ্ত?

এই কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী কিন্তু আশ্চর্য্য রকম সংযত আছেন। তাহার দৈনন্দিন কার্য্যক্রম অক্ষুণ্ণ আছে; অসংখ্য মিটিং এবং আলোচনা সত্ত্বেও তার মধ্যে উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নাই। ঠাণ্ডা ভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে তিনি সমস্ত কিছুই করিতেছেন; খুঁটিনাটির প্রতি পর্য্যন্ত তাঁর অবহেলা নাই। রাজনীতির এই সঙ্কটময় সমস্যাটা তাঁর অন্যান্য ব্যবসায়িক সমস্যার চেয়ে এমন কিছু গুরুতর নয়, তাঁহার স্থিরতা দেখিয়া এমনই মনে হইবে।

সেদিন বিকালে তিনি সচরাচরের চেয়ে আগে বাড়ি ফিরিলেন। শ্রীমন্ত তার অফিস-কামরায় বসিয়া লিখিতেছিল, কাছে পায়ের আওয়াজ শুনিয়া চাহিল।

'বস, বস। কাজ করো।' চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে উদ্যত শ্রীমন্তর প্রতি প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী তাঁর স্বাভাবিক সস্নেহ কণ্ঠেই কহিলেন। 'তোমার ওটা করে দিয়েচি···'

শ্রীমন্ত সবিস্ময়ে তাকাইল।

'য়ুনিভার্সিটির পার্ট্-টাইমের কথা বলেছিলে না।' প্রদ্যুম্ন টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা হাতে লইয়া কহিলেন। 'আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেনকে বলে রেখেছিলাম। মুরুব্বির জোরে খবরের কাগজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটররা পর্য্যন্ত য়ুনিভার্সিটিতে পার্ট-টাইম লেক্‌চারারের কাজ করে, আর তোমার মতো প্রকৃত পণ্ডিত প্রফেসার তা পাবে না, এ কি অন্যায়। আজ সিণ্ডিকেটের মিটিঙের পর সেন খবর পাঠিয়েচে, তোমারটা হয়ে গেচে। শীগগিরই চিঠি পাবে···'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' শ্রীমন্ত চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া সকৃতজ্ঞ ভাবে কহিল।

'ধন্যবাদ দিয়ে দরকার নেই, দিল্লী য়ুনিভার্সিটির কাজটা নিয়ে বসো না, তবেই যথেষ্ট।' প্রদ্যুম্ন ডিরেক্টরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন। 'ওরা কত আর মাইনে দেবে? এক য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে যোগ থাকা। এবার তো তাও হয়ে গেল।···ওসব মতলব ছেড়ে দাও।...আর, এই ধর, তেমন সুযোগ যদি কখনও হয়, তবে গভর্ণমেণ্টে তোমাকে অনেক বড় চাকরি করে দিতে পারা যাবে।...নাও তো, এখানে একটা টেলিফোন কর তো।... হাজার লোকের হাজার রকম ফরমাস তামিল করতে এই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী! যক্ষা-হাসপাতালে একটা সীট্ জোগাড় করতে হবে... এখন খালি থাকলেই হয়...' বলিয়া প্রদ্যুম্ন ডিরেক্টরির পাতা খুলিয়া শ্রীমন্তকে আঙুল দিয়া একটা বিশেষ জায়গা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

'বাড়ি চল্লেন নাকি, স্তার এত তাড়াতাড়ি? সাহেবের ফিরতে রাত হবে কি?...'

সন্ধ্যা সাতটায় ছুটি পাওয়া শ্রীমন্তের ভাগ্যে ক্বচিৎ ঘটে। বাহিরে প্রত্যুম্নের নিমন্ত্রণ থাকিলেও রাত দশটা পর্য্যন্ত শ্রীমন্তকে অপেক্ষা করিতে হয়। আজ বিশেষ কোনও কাজ না থাকায় সহজেই তিনি শ্রীমন্তর ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। বাড়ি ফিরিবার জন্য নিচে নামিয়াই কালীকিঙ্করের সাথে দেখা।

'রাত হবে।' শ্রীমন্ত সংক্ষেপে কহিল।

'তা আপনি খেয়ে গেলেই তো পারতেন।'

'একদিন থাক।'

'তা যা ইচ্ছে করুন। এখন আর আমার দায়িত্ব নেই। সাহেব নিজে হাজির আছেন।...আমিও একটু কাজে বেরুচ্চি। গাড়িতেই যাব, আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।'

'তার দরকার নেই।'

'দেখুন তো কাণ্ড!' কালীকিঙ্কর কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল। 'এসব আজেবাজে চিঠি সাহেবের নামে তো হামেশাই আসচে। বদ্‌মাস মেয়েমানুষ কি দেশে কম! "তুমি আমার ছেলের বাপ", "তুমি আমাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে' ত্যাগ করে' গেছ, মাসোহারা চাই", "তুমি আমাকে ফুসলে বের করেচ, এ সংবাদটা কাগজের অফিসে জানাব, যদি না অমুক তারিখের মধ্যে অমুক জায়গায় অত টাকা রেখে আস।" এসব চিঠি কি কিছু নতুন! এই ছাইপাঁশ পুড়িয়ে ফেল। আজ ডাকেও দুটো এসেচে। সাহেব বল্লেন, না এ দুটো থানায় জমা করে দিয়ে এস। তদন্ত হোক। এসব বিপক্ষের শত্রুতা...' বলিয়া বুক-পকেট হইতে দুটো খাম বাহির করিয়া কালীকিঙ্কর আবার তাহা বহুমূল্য ধনের মতো বুক-পকেটেই ভরিল।

'আচ্ছা, আমি আসি।' বলিয়া শ্রীমন্ত পা বাড়াইল।

'আসুন, স্যার।' কালীকিঙ্কর সহজেই ইহাতে রাজি হইয়া কহিল। আমাকে আবার জিপ্ গাড়ি বের করতে বলতে হবে...'

প্রায় প্রত্যহই শ্রীমন্ত দিল্লী য়ুনিভার্সিটির চাকরির চিঠি প্রত্যাশা করিতেছে। রোজই বাড়ি পৌঁছিয়া হতাশ হইতেছে। বন্ধু দীপেন দিল্লী হইতে প্রায় দু'সপ্তাহ পূর্ব্বে চাকরিটা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। সম্ভাবনা কিন্তু খুব উজ্জ্বল মনে হইতেছে না।

কিন্তু চাকরিটা পাওয়া গেলেই কি তা নেওয়া ঠিক হইবে? সেক্রেটারি হওয়ার অগৌরব দূর করিবার জন্য প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টাইম্ লেকচারারের কাজ জোগাড় করিয়া দিলেন। আরও বড় চাকরির আশ্বাস দিয়াছেন। তবে কি প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী গবর্ণমেণ্টে ঢুকিবার কথা ভাবিতেছেন?

'আজ্ঞে, এক দিদিমণি এসেছিলেন, অনেকক্ষণ বসে চলে গেলেন।' ফ্ল্যাটে পা দেওয়া মাত্র ভৃত্য নীলমণি আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে হাজির হইয়া সংবাদ দিল।

'দিদিমণি! কোন দিদিমণি?' সবিস্ময়ে শ্রীমন্ত প্রশ্ন করিল।

'চিনিনে।' নীলমণি জানাইল। 'বললেন, এখানে ডাক্তার ব্যানার্জ্জি আচেন। আমি বল্লুম, থাকেন কিন্তু নেই। আসতে দেরি হয়। তবু আধঘণ্টা বসে রইলেন, সব জিজ্ঞেস-পত্তর করলেন। শেষে বললেন, এলে এই চিঠিটা দিও।' বলিয়া এতক্ষণ পরে নীলমণি নাটকের ক্লাইমাক্সের মতো চিঠি বাহির করিয়া আনিল।

জয়ন্তীর চিঠি। সঙ্গে তের টাকার নোট আলপিন্ দিয়া গাঁথা।

চিঠিতে লেখা : 'আপনার টাকাটা ফেরৎ দিতে ক'দিন দেরি হলো। কিছু মনে করবেন না। টাকা ক'টাই ফেরৎ দিয়ে গেলাম, কিন্তু ঋণ শোধ করা অসম্ভব। ইতি জয়ন্তী।'

শ্রীমন্ত হাতঘড়ি দেখিল। মাত্র সাড়ে সাতটা। নীলমণিকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ঘণ্টা দেড়েক হয় জয়ন্তী চলিয়া গেছে। এতক্ষণে তবে সে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরিয়াছে। একবার তার কাছে যাওয়া উচিত। বাপকে লইয়া সে নিশ্চয়ই খুব বিব্রত আছে। অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও একবার খোঁজ লওয়া উচিত। টি, বি-র ভয়ে জয়ন্তী তাহাকে বাড়িতে ডাকিতে পারে নাই। শ্রীমন্ত নিজে হইতে গেলে নিশ্চয়ই তার আপত্তি থাকিবে না।

'এক কাপ চা করে দে তো।' নীলমণির প্রতি আদেশ হইল। 'খেয়েই আমি একবার বেরব...'

'আজ্ঞে, শুধুই চা খাবে ?' গৃহিণী নীলমণি গৃহিণী-সুলভ আত্মীয়তা সহকারে কহিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি কর।'

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও একডালিয়া রোডের মোড়ে নামিয়া শ্রীমন্ত পূব্ দিকে হাঁটিয়া চলিল। জয়ন্তীদের বাড়িটা একদিন মাত্র দেখিয়াছে, তাও মোটরে চড়িয়া আসিয়াছিল। একডালিয়া প্লেসটা বড় গোলমেলে জায়গা, বাড়িটা খুঁজিয়া পাইলে হয়।

ঐ তো বাড়িটা। এক পলকেই শ্রীমন্ত চিনিতে পারিল। জয়ন্তী খুব আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে নিশ্চয়। তাহার এই খোঁজ লইতে আসায় বিস্মিত হইবে না তো ? কিছু ভাবিবে না তো ?

সহসা অদূরবর্ত্তী বাড়িটার সদর-দরজার মুখে একটা চেনা মূর্ত্তি শ্রীমন্তর

নজরে পড়িল। রাস্তার আলো প্রখর নয়, তবু লোকটিকে চিনিতে শ্রীমন্তর দেরি হইল না।

লোকটা কয়েকবার ত্রস্তদৃষ্টিতে রাস্তার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, তারপর একবার চট্ করিয়া সদর-দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। স্পষ্ট একটা চোরের ভাব।

শ্রীমন্ত আর অগ্রসর হইল না। একটা শক্তিশালী ব্রেক্ যেন প্রায় তার অজ্ঞাতসারেই তার দুই পা বেষ্টন করিয়া চলিবার শক্তি রোধ করিল।

'কালীকিঙ্কর এখানে কি চায়?' শ্রীমন্তর বিস্ময় প্রায় বাক্যরূপ গ্রহণ করিল।

চৌদ্দ

মিটিংয়ে যাইবার পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী শ্রীমন্তের হাতে একটা চিঠি দিয়া তাহা সেবাময়বাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে বলিয়া গেছেন। চিঠি জরুরি এবং গোপনীয়। সেবাময়বাবুর অপেক্ষায় 'ফ্রি ম্যান' অফিসে শ্রীমন্তকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

সেখানেই মিটিংয়ের ফলাফল জানিতে পারিয়াছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির এই জরুরি অধিবেশনের ফলাফল জানিবার জন্য সারা প্রদেশের লোকই উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন হইবে কি? গবর্ণমেণ্টের উপর পার্টি'র কি কোনও প্রভাব আছে? যে কংগ্রেস তাহাদেব আনুগত্য লাভ করিয়া আসিয়াছে, কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট কি তাহার মত অনুসারে চলে? দলের চাঁইয়েরা এবার কি প্যাঁচ্ মারেন, তাহা দেখিবার মতো।

মস্ত বড় খবর আসিল। প্রাদেশিক কমিটি গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিন্দা-প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাস্ করিয়াছে। প্রিমিয়র অভিমানাহত হইয়া সেইখানেই নিজের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন।

আর একটি খবরও জানা গেল। যাহার জন্য প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যালের এই দুর্ভোগ, সেই অত্যুৎসাহী শাসক সূর্য্য চৌধুরির দলবল এই নিন্দা-প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। সূর্য্য চৌধুরি নিজে অসুস্থতার অজুহাতে মিটিঙে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী তাঁহার বন্ধুর বিপক্ষাচরণ করেন নাই। প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যালের সমর্থনে তিনি জোরালো বক্তৃতা করিয়াছেন। ভোটের ফলাফল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু প্রভাবান্বিত হয় নাই।

'কংগ্রেচুলেশান্‌স্‌, ডক্টর ব্যানার্জ্জি।' সম্পাদকীয় টেবিল হইতে কনুই ছুঁড়িয়া সেবাময়বাবু খুশির সঙ্গে কহিলেন।

'কংগ্রেচুলেশান্‌স্‌ কেন ?' শ্রীমন্ত অবাক হইয়া কহিল।

'বাড়ি যান, বাড়ি যান, মশায়। সব বুঝতে পারবেন। আপনি একেবারে দুগ্ধপোষ্য ছেলেমানুষ !' সেবাময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন।

উড স্ট্রীটে ফিরিয়া শ্রীমন্ত দেখিল, মানুষে ও চিৎকারে সমস্ত নিচতলাটা সরগরম। নিন্দা-প্রস্তাব সমর্থকদের একটা অংশ যে এখানে পৌঁছিয়া গিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদেরই হুল্লোড়ে আশেপাশের সব কিছুই মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বৈঠকখানার প্রকাণ্ড ফরাসের উপর কিরিটিবাবু মালকোঁচা মারিয়া কাপড় হাঁটুর উপরে তুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং মাথার যে জায়গায় টিকি থাকিবার কথা, সেখানে দুই হাতে পাক দিতে দিতে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করিতেছেন। চারদিকের দর্শকদের কাছে থিয়েটারি ভঙ্গিতে চেঁচাইয়া কহিতেছেন, 'বাঁধলাম, বাঁধলাম, রঞ্জিত হস্তে শিখা বাঁধলাম।…'

শ্রীমন্ত সবেমাত্র ভিতরে উঁকি দিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সহসা তাণ্ডব-নৃত্য-পরায়ণ কিরিটি এক লাফে ফরাস ত্যাগ করিয়া দরজার বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িলেন, এবং তাহার দুই রোমশ-কৃষ্ণ বাহুতে শ্রীমন্তকে জড়াইয়া ধরিলেন। এই উল্লাস-আলিঙ্গনে শ্রীমন্ত পিষ্ট হইবার উপক্রম হইল।

'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, একদিন শপথ করেছিলাম, প্রতাপ সান্ন্যালের রক্তে রঞ্জিত হস্তে এ-শিখা বাঁধব, বাঁধব। শিখা বাঁধলাম, শিখা বাঁধলাম…' কিরিটি সোল্লাসে হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন।

শ্রীমন্ত তাহাকে টিকির অভাবের কথাটা অনায়াসেই মনে করাইয়া

দিতে পারিত। কিন্তু কিরিটির বাহু-বন্ধন হইতে ছাড়া পাওয়াটাই আগের কথা।

'জিতে এসেচেন তো?' নিজেকে ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমন্ত কহিল।

'আলবৎ জিতে এসেচি। প্রতাপ সান্যালের হাড় গুঁড়ো করে দিয়ে এসেচি। থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়ে এসেচি। আমাদের জয় জয়কার। নৃত্য করুন, চেঁচান, লাফান, জয়ধ্বনি...'

'জিতে তো আপনারা এসেছেন, আমি নয়।' শ্রীমন্ত কহিল। 'লাফাবেন আপনারা, আমি কেন...'

'জেতেন নি কি রকম? একশো বার জিতেছেন। আলবৎ জিতেছেন। আপনি কি না হ'তে পারেন? এর পর প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর প্রিয়পাত্র কি না হ'তে পারে?' বলিয়া কিরিটি সহসা গলায় ঝিঁঝিঁর ডাক আনিয়া ফেলিলেন, এবং দরজা হইতে শ্রীমন্তকে পাঁচ হাত দূরে টানিয়া আনিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, 'এ জয়ের অর্থ জানেন? প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রিমিয়র হচ্ছেন। কি চালখানা চেলে দিলাম। ভাদুড়ী-সাহেবকে বল্লুম, আমার দলবল সব ঠিক আছে। কিন্তু আপনার প্রতাপ সান্যালকে 'সাপোর্ট' করতে হবে! ফলাফলে কোনও তারতম্য হবে না, কিন্তু আখেরে এ চাল সোনা না-ফলায় তো কি বলেচি। মূর্খ সূর্য্য চৌধুরি গোঁফে তা' দিয়ে ভাবছে, প্রিমিয়রশিপ তাঁর আটকায় কে। আটকাবে এই কিরিটি-গুণ্ডা! কৌটিল্যের এক চালে সূর্য্যি চৌধুরি কুপোকাৎ! পার্লামেণ্টারি পার্টির সব প্রতাপ-সমর্থক এখন প্রদ্যুম্ন-সমর্থকে পরিণত হবে।...এক কোপে কিরিটি-শত্রু প্রতাপ আর মন্ত্রীসভার বিভীষণ সূর্য্য চৌধুরির দফা-রফা ক'রেচি···এবার প্রদ্যুম্ন প্রিমিয়র, কিরিটি তার হনারেবেল্ মিনিস্টার...'

দোতলায় নিজের অফিস-কামরায় পৌঁছিয়া শ্রীমন্ত যেন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। রাজনীতির মতো নোংরা জিনিষ কমই আছে। ইহাতে বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সত্য এবং সহানুভূতির কোনও জায়গা নাই। এখানে কিরিটি-শ্রেণীর লোকেদেরই প্রাধান্য।

প্রতাপ সান্যালের বিরুদ্ধে কিরিটির রাগের কারণটা শ্রীমন্ত ইতিপূর্ব্বে তাহার নিজের জবানীতেই শুনিয়াছে।

বছর দেড়েক আগের কথা। প্রতাপ সান্যাল গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভার পাইয়াছেন। শেষ নামটি এইমাত্র গবর্ণরের কাছে পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঈজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়াছেন। এমন সময় কিরিটি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন।

দেখা না দিতে পারিলেই তিনি খুশি হইতেন, কিন্তু কিরিটিকে অবজ্ঞা করা চলে না। একে তো সে দলের নাম-করা গুণ্ডা; তার উপর তাহার মতো দুর্ম্মুখ লোক সারা পার্টিতেই বিরল।

দশদিনের চেষ্টায় তিনি তাঁর মন্ত্রীসভার একটা সন্তোষজনক খসড়া তৈয়ারি করিয়াছেন। এ লোকটা আবার ফ্যাকড়া বাঁধাইবে না তো?

'এই যে, কিরিটি, এসো!' মুখের অসহায় ভাবটা যথাসাধ্য ঠেলিয়া দিয়া প্রতাপ সান্যাল প্রায় আত্মীয়তার কণ্ঠে কহিলেন। 'তারপর, তুমি হঠাৎ কি মনে করে?...'

'মন্ত্রীসভার লিস্টি তৈরি ক'রে ফেলেচেন?' কিরিটি পাশের চেয়ারটায় নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন।

'আরে, সে তো গতকালই গবর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েচি।' এটি মিথ্যা কথা। 'চা খাও, ওরে...'

'চা পরে হবে।' কিরিটি আত্মীয়তায় না-গলিয়া কহিলেন। 'আর একটা নাম অ্যাড করুন তো...'

'বলো কি!' প্রতাপবাবু শঙ্কিত হইয়া কহিলেন। 'আরও নাম অ্যাড্ করব! অ্যাড্ করবার কি আর জায়গা আছে? যার হাতেই নিজের ছাড়া দুচারটে ভোটও আছে, তাকেই কি একটা করে মন্ত্রীত্ব দিতে হয় নি? তুমি আবার কার নাম সুপারিশ করবে?...কি নাম শুনি?...'

'কিরিটিভূষণ সেন।' কিরিটি গম্ভীরভাবে জানাইলেন।

প্রতাপ সান্ন্যালের চোখ চড়কগাছ হইল। ভাবখানা এই, কিরিটি যতই নামজাদা কর্ম্মী হউক, সে কর্ম্মীই, লীডার নয়; গালাগাল, মারামারি, গুণ্ডাগিরি, প্রসেশান অর্গানাইজ করা, মিটিং ভাঙা, সদস্য গুম্ করা, লোকের কেচ্ছা বাহির করাই তাহার একমাত্র কাজ হওয়া উচিত।

'সকলেই যদি মন্ত্রী হ'তে চায়', প্রতাপ সান্ন্যাল আদর্শ কংগ্রেসসেবীর কণ্ঠে শুরু করিলেন, 'তবে কংগ্রেসের কাজ চলবে কি করে? প্রকৃত কাজ জনগণের মধ্যে। সেখানেই কংগ্রেসের জোর, কংগ্রেসের সার্থকতা...'

'সেই সার্থকতার মধ্যে আপনারাই বরঞ্চ যান না কেন!' কিরিটি সব্যঙ্গে কহিলেন। 'যার সার্থকতা নেই, আমাদের মতো চুনোপুঁটিরাই না হয় সেদিক সামলাই!...'

এই ব্যঙ্গোক্তিতে প্রতাপ সান্ন্যাল ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন। কড়া সুরেই তিনি ইহার জবাব দেন এবং মন্ত্রীত্ব করার যোগ্যতা সবার থাকে না, এই কথাটা কিরিটিকে স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু অবিলম্বেই তিনি নিজেকে সংযত করিয়া লন এবং কর্ম্মী কিরিটির নানা প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলেন, 'তুমি যখন এসে ধরেছ, কিরিটি, তোমাকে একেবারে হতাশ করতে পারব না। তোমার মত অকৃত্রিম কংগ্রেস-সেবী ক'জন

আছে বল? পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারিদের একটা তালিকা তৈরি করছি। তোমার নামটা সর্ব্বপ্রথমেই...

'রেখে দিন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি আপনার পকেটে।' কিরিটি প্রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। 'আপনাদের জন্য অনেক দালালি করেছি, আর নয়। আজ আমি কি না হ'তে পারতাম? অন্তত ব্ল্যাক্‌মার্কেটে দশ-বিশ লাখ করতে পারতাম। কিন্তু কংগ্রেসের জন্য সারা জীবনটাই কি উৎসর্গ করিনি? থার্ড ক্লাসে ফেল করলুম। এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। আবার গিয়ে ক্লাসে ভর্ত্তি হতে পারতুম। তার জায়গায় কংগ্রেস কমিটিতে ভর্ত্তি হলুম।...তারপর এই চল্লিশটা বছর একটানা দেশের জন্য খেটেছি; কংগ্রেসের ডাকে চার চারবার জেলে গেছি। কিন্তু এই কি তার পুরস্কার? যেই লুটের মাল ভাগের সময় এলো, অমনি আমরা বাদ পড়ে গেলুম। যত ধুরন্ধর চাঁইয়েরা নিজের ভাগ সামলাতেই ব্যস্ত। আমাদের বেলায়ঃ "যাও, জনগণের মধ্যে খাটো গিয়ে!"···বেশ, আমিও দেখে নেব ·'

এতদিন পরে কিরিটি দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

সহসা পাশের ঘরের টেলিফোন ক্রিং ক্রিং শব্দ করিয়া উঠিল। শ্রীমন্ত নিজের আরাম-চেয়ার হইতে প্রত্যুম্নের অফিস-কামরার টেলিফোন ধরিতে ছুটিয়া গেল।

'হ্যালো? সূর্য্য...ও, বুঝতে পেরেছি এসেচেন।' টেলিফোন কানে লাগাইয়া সূর্য্য চৌধুরির প্রতি শ্রীমন্ত কহিল। 'বোধহয় শুয়ে পড়েচেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনলুম, খুব মাথা ধরেছে। ডিস্টার্ব করতে নিষেধ করেচেন···আপনি ডাকচেন, আমি গিয়ে জানাচ্চি···'

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর মাথা যতই ধরিয়া থাকুক, সূর্য্য চৌধুরির ডাককে অবজ্ঞা করা চলে না। করিডরে বাহির হইয়া আসিয়া চাকর-বেয়ারা কেহই চোখে পড়িল না। মিটিং-বিজয়ীদের তত্ত্ব-তল্লাসে ও হুকুম-ফরমাসে উহারা শশব্যস্ত আছে। কিরিটিবাবু অবলীলাক্রমে বাড়ির মালিক হইয়া উঠিয়াছেন। অগত্যা শ্রীমন্তকেই খবর দিতে ছুটিতে হইল।

'মিথ্যা কথা। তুমি তাকে লুকিয়েচ। আর কেউ নয়। আমি জানি, এ আর কেউ নয়। কি ভেবেচ তুমি প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে? সে যা চায়, তা সে পায়। কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না।...'

বেড্-রুমের দরজার প্রায় মুখে পৌঁছিয়া ভিতর হইতে প্রদ্যুম্নের চাপা ক্রুদ্ধ তর্জ্জন শুনিয়া শ্রীমন্ত সেখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

'তুমি ভুল করচ। আমি কেন তাকে লুকোতে যাব? এতে আমার কি লাভ?' নারী-কণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ শুনা গেল।

'হিংসা হয়েচে! বটে? প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী অনুগ্রহ করে, কারও কাছে কেনা হয়ে থাকে না। যদি ভালো চাও, এখনও বের করে' দাও।...আমার টাকাতে রাজাবাহাদুরের রাজত্ব চলচে, ভুলে যেও না। আমার দয়া দুর্ব্বলতা নয়, মূল্য। আনুগত্যের মূল্য, আত্মসমর্পণের...'

সহসা নারী-কণ্ঠের একটা চাপা কান্না ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া এই তিরস্কার চাপা দিল।

'চুপ করো। লোকে শুনবে।' প্রদ্যুম্নের আদেশ শোনা গেল। 'যার এক কড়িও সম্বল নেই, অযাচিত সাহায্য প্রত্যাখ্যানের বড়লুকি তার আসে কোথা থেকে? তবু বলবে তোমার হাত নেই? আমি জানি, এ তোমার কাজ। আর কারুর নয়। তোমাকে দিয়ে বলানো

আমার ভুল হয়েছিল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ঠকে না, জেনো। যা সে চায়, তা সে পায়। চুরমার হবে শুধু তোমরাই...'

শ্রীমন্ত আর দাঁড়াইল না। সভয়ে সে প্রায় পা টিপিয়া পিছাইতে লাগিল। স্ত্রী-কণ্ঠ প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর স্ত্রী, বাড়ির ভৃত্যদের আতঙ্কের 'মেম-সাহেবে'র, কণ্ঠ নয়। বরঞ্চ রাণী সুভদ্রার কণ্ঠ হওয়া সম্ভব। ইহার সহিত প্রদ্যুম্নের যোগাযোগের কদর্য্য ইঙ্গিত মাত্র ক'দিন আগে প্রদ্যুম্নের স্ত্রী সচিৎকারে এই বাড়িতেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ তো প্রেমের ধরণ নয়। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর এই তর্জ্জন ক্রুদ্ধ, ব্যর্থকাম লোকের তিক্ত তিরস্কার। প্রদ্যুম্ন ঈর্ষ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা কি নারী-ঘটিত ব্যাপার ? এত কাছে থাকিয়াও এক লোকের জবানীতে ছাড়া প্রদ্যুম্নের নৈতিক চরিত্রের বড় রকম কোনও ত্রুটি শ্রীমন্তর চোখে পড়ে নাই। শুধু তাই নয়, এইরূপ কটুভাষায় সে যে কাহাকেও তিরস্কার করিতে পারে, তাহাও তার অজ্ঞাত ছিল।

'সাহেব ওদিকে যেতে বারণ করেচেন, স্যার।' প্রদ্যুম্নের খাস্-বেয়ারা রামধনি সহসা ওদিক হইতে হাজির হইয়া কহিল।

শ্রীমন্ত থতমত খাইয়া গেল। কহিল, 'ওঃ, তাই নাকি। সূর্য্যবাবু টেলিফোন···বেশ, তবে না গেলাম···'

ইতিমধ্যেই যে সে অত্যন্ত অন্যায় রকম কাছে যাইয়া হাজির হইয়াছিল, লোকটি সাময়িক ভাবে নিজস্ব ঘাঁটি হইতে সরিয়া থাকায় তাহা দেখে নাই।

'মিঃ ভাদুড়ী ঘুমিয়ে পড়েচেন।' সূর্য্য চৌধুরির কাছে শ্রীমন্তর মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় রহিল না। 'উঠলেই আপনার কথা জানাব। আচ্ছা, বেশ। নমস্কার।'

পনেরো

শ্রীমন্তের মনটা খারাপ হইয়া গেল। রাতে বাড়ি ফিরিবার জন্য সে গাড়ি লইল না; জনবিরল থিয়েটার রোড ধরিয়া ট্রাম লাইনের দিকে আগাইয়া গেল।

ট্রামে ভিড় ছিল না। একেবারে সামনের আসনে বসিয়া সে জানালাটা পুরা খুলিয়া দিল। মাথাটা একটু যেন গরমই হইয়া উঠিয়াছিল, বড় আরাম লাগিল।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী সম্বন্ধে বহু অপবাদ সে চাকরি লইবার আগেও শুনিয়াছে। চাকরি লইবার পর খুব কাছ হইতে দেখিয়া প্রথমে কিন্তু তাহার এ সব দুর্নাম অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আশ্চর্য্য সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রখর বুদ্ধিশালী লোক এই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী। তাঁহার ভদ্রতা অন্যের অনুকরণীয়। তাঁহার কর্ম্মোদ্যম আশ্চর্য্যজনক।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, নৈকট্যের দরুণ নানা সূত্র হইতে নানা সংবাদ শ্রীমন্তের কাছে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইতে লাগিল। ভদ্র, বুদ্ধিশালী, সুস্থির-চিত্ত প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর ব্যক্তিত্বে ইহা যেন নতুন নতুন বর্ণ লেপন করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী বিচিত্র, এমন কি, রহস্যময় হইয়া উঠিলেন।

নিজ দলের কাছে প্রদ্যুম্নের মহার্ঘ্যতার পরিচয় শ্রীমন্ত অত্যল্প কালের মধ্যেই পাইয়াছিল। কি উপায়ে তিনি সাহায্য দান করেন, তাহাও অতি সত্বরই তার গোচর হয়। গৌর চাটুয্যে কিন্তু চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া প্রদ্যুম্নকে অসুবিধায় ফেলিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হইয়া গেল। স্যার কিষণলালের একাধিক মিল তখন ধর্ম্মঘট ও উগ্র বামপন্থীদের তীব্র প্রোপাগাণ্ডায়

জর্জ্জর। সবকারের বিশেষ সাহায্য না পাইলে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে। কিষিণলাল এক চাল চালিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড মুনাফা-দেওয়া স্টিল ট্রাস্টের অনেকগুলি মূল্যবান শেয়ার বিনামূল্যে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে দিয়া অতিকষ্টে তাহাকে স্টিল ট্রাস্টের ডিরেক্টর শ্রেণীভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন; সরকারী সহায়তা অর্জ্জনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এত সহজেই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর সমর্থন পাওয়া যায় না। তাঁহার ব্যক্তিগত সুবিধা সে দলের সাহায্যেও লাগাইয়া ছাড়িল। স্যার কিষিণলালের জামাতা নব-নিযুক্ত মন্ত্রী গোপাল দত্তের জন্য অ্যাসেম্ব্লিতে জায়গা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। প্রদ্যুম্নের নিজের লাভ দেশের লাভে পরিবর্ত্তিত হইল।

'টিকেট!'

শ্রীমন্ত চিন্তা হইতে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি টিকেটের পয়সা বাহির করিয়া দিল।

পিছনের আসনে এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার বিশেষ সংখ্যা "প্রটেস্টে" মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে নিন্দা-প্রস্তাব ও প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যালের পদ-ত্যাগ ঘোষণার 'ব্যানার' পড়িতেছিলেন। বাঁ দিকের সারির তৃতীয় আসন হইতে ডান দিকের চতুর্থ অর্দ্ধাসনের অধিকারীর সঙ্গে প্রথমাবধিই তিনি ট্রামের উপযোগীস্বরে বাক্যালাপ চালাইয়া আসিতে ছিলেন। সহসা কহিয়া উঠিলেন, 'বেঙ্গল ইলেকট্রিক্ অ্যাণ্ড ট্রাক্‌শন ন্যাশানেলাইজ করব বলে বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গভর্ণমেণ্ট শেষে প্রস্তাবটা বিসর্জ্জন দিয়েছে, জানেন তো? একবার দেখলেন চোরদের প্রভাবটা!...

'সে-ও এই মিটিঙের জন্যই', জিজ্ঞাসিত ভদ্রলোক ওয়াকিবহাল আদমির কণ্ঠে, কিন্তু অনেকটা নিচু পর্দ্দায় জবাব দিলেন। 'পুঁজি-পতি সাপোর্টারদের সমর্থন আদায়ের জন্য এটা গবর্ণমেণ্টের লাস্ট্ অ্যাটেম্পট্...'

'কার স্বার্থে কোথায় ঘা লাগচে, কে বলবে।' প্রথমোক্ত নাগরিক এত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না-হইয়া কহিলেন। 'যাদের প্রয়োজনে কখনও কণ্ট্রোল বসে, আবার ছুট্ করে' উঠে যায়, একদিন বাজার থেকে চিনি-নুন উধাও হয়, আবার পরদিন থেকে পাওয়া যেতে থাকে, এ-ও তাদেরই প্রয়োজনেই হচ্চে। আপনি আমি কে মশাই! তাদের প্রয়োজনটাই বড় প্রয়োজন…' বলিয়া জনমত সাধারণ্যে প্রচার করিয়া তিনি আবার খবরের কাগজের চাঞ্চল্যকর সংবাদে মনোনিবেশ করিলেন।

বস্তুত, বেঙ্গল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাকশন জাতীয়-করণের এই প্রস্তাব যে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে, শহরে গত সপ্তাহটা ধরিয়াই সে সম্বন্ধে কাণা-ঘুষা চলিতেছিল। ফলে, বেঙ্গল ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাকশনের শেয়ার গত সপ্তাহেই উর্দ্ধগামী হয়। 'প্রটেস্টে'র বক্সে গত সপ্তাহে প্রশ্ন করা হইয়াছিল: 'ইহা কি কংগ্রেসের পুঁজিপতি সমর্থকদের সমর্থন আদায়ের অন্তিম চেষ্টা?'

সে-চেষ্টা হউক আর না হউক, খবরটা যে সত্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। দু' একটা ছাড়া জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি খবরটা চাপিয়া গিয়াছে। যাহারা গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের কথা ছাপাইয়াছে, তাহারাও ভিতরের পাতার সংবাদের ভিড়ের মধ্যে ইহা ছোট করিয়া গুঁজিয়া দিয়া সত্য-নিষ্ঠা এবং মন্ত্রীসভার প্রতি আনুগত্যের একটা রফা করিয়াছে। ফলে, বহু পাঠকের চোখেই খবরটি পড়ে নাই। তবে 'প্রটেস্টে'র একটি পাঠকও ইহা ফস্কায় নাই। "জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা"র এই খবরটি 'প্রটেস্ট' ব্যানার্ হেড্লাইনের তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিল।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী পড়্তির বাজারে কত শেয়ার কিনিয়া রাখিয়াছিলেন? কিশোরীবাবুর সেই হন্তদন্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন-ভবনে ছুটিয়া আসার কথা শ্রীমন্তের মনে পড়িল। বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাক্‌শনের আরও হাজার দুয়েক শেয়ার কেনার কথা ছিল। আরও হাজার দুয়েক! দিল্লীতে প্রদ্যুম্নের কাছে ট্রাঙ্ক্ টেলিফোন করিয়া কিশোরীবাবু কি নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন, শ্রীমন্ত জানে না; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যে তিনি প্রদ্যুম্নের হইয়া বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক অ্যাণ্ড ট্রাকশন কোম্পানীর পড়্তির শেয়ার কিনিতেছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

কোন্ ভরসায়, কোন্ আশ্বাসে প্রদ্যুম্ন পড়্তি শেয়ারের উপর টাকা ঢালিতেছিলেন? শ্রীমন্তের ফ্ল্যাটের নৈশ-আগন্তুক সেই মাড়োয়ারিটির কথা শ্রীমন্তের মনে পড়িল। সে আঁচ পাইয়াছিল, প্রদ্যুম্ন উক্ত শেয়ার সম্পর্কে "বুল্" হইয়াছেন, অর্থাৎ শস্তা দামে কিনিতেছেন, বেশি দামে ছাড়িবার আশায়। খবরটা সঠিকভাবে জানিবার জন্য সে শ্রীমন্তকে দশ হাজার টাকা ঘুষ কবুলাইয়াছিল। প্রদ্যুম্ন ভিতরকার খবর জানেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলে সে কি এই খবরটুকুর জন্য এতগুলি টাকা ব্যয় করিতে চায়?

এই সবই যেন একটা দুষ্ট চক্র। মর‍্যালিস্ট্ অধ্যাপক এ সবই নীরবে লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহার অনুমোদন অথবা অপছন্দের ধার কেউ ধারে না। এক চাকরি ছাড়িয়া সরিয়া পড়িতে পার। কিন্তু ইহাতে পৃথিবী কি সামান্যও বদলাইবে?

রাজনীতিতে এই ছলনা ও চাতুরি এতটা আপত্তিজনক মনে হয় নাই। বিপক্ষীয় উপদলের চাঁইদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা, সমালোচক সংবাদপত্রকে কিনিয়া ফেলিবার চেষ্টা, নিজ 'কোটারির' মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে আশ্চর্য্য কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি সহকারে

দিল্লীতে পলায়ন এবং গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একই সময়ে সূর্য্য চৌধুরির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও প্রাদেশিক কমিটির বিশেষ অধিবেশনে প্রিমিয়রের সমর্থনে বক্তৃতা, এগুলি যতই অশ্রদ্ধেয় কাজ হোক, কূটনীতির অন্তর্গত। এমন কি, গৌর চাটুয্যের রপ্তানী-অনুমতি নাকচ করা পর্য্যন্ত কৌটিল্য-ব্যাখ্যাত নীতির বহির্ভূত নয়। এগুলি তবু হয়তো সহ্য করা যাইত।

ইহার পর প্রদ্যুম্নের দুর্দ্দান্ত স্ত্রীর মুখ হইতে রাণী সুভদ্রার সঙ্গে তাহার স্বামীর অবৈধ যোগাযোগের অভিযোগ শ্রীমন্ত নিজ কানেই শুনিয়াছে। পুরাপুরি বিশ্বাস করে নাই। ভদ্রমহিলার যে পরিচয় দু' এক মিনিটের মধ্যে পাওয়া গেছে, তাহাতে তাহার ক্রুদ্ধ অভিযোগ বেশ একটু বাদ-সাদ দিয়া ধরিতে হয়।

তারপর আজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্নের শয়নকক্ষে এই চাপা তর্জ্জন, নারীকণ্ঠের চাপা কান্না ও কোনও একটা বিশ্রী ব্যাপারের আভাস শ্রীমন্তের মন ভারি অপ্রসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। দিল্লীর চাকরিটার জন্য আগ্রহ আবার যেন বাড়িয়া উঠিল। শত হোক, সেক্রেটারির কাজ প্রফেসরের উপযুক্ত নয়। রাজনীতির নোংরা পথে সে কতদূর পর্য্যন্ত বেপরোয়া নিয়োগ-কর্ত্তার অনুসরণ করিতে পারে?···

'কালীঘাট! কালীঘাট! উতার যাইয়ে!'

চমকাইয়া শ্রীমন্ত দেখিল, তার গন্তব্যস্থান ছাড়াইয়া সে প্রায় পোয়া মাইল দূরে ডিপোতে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি নামিয়া সে উল্টো দিকের গাড়ি ধরিল।

'আজ্ঞে, তিনি!'

শ্রীমন্ত মাত্র সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, ফ্ল্যাটের

দরজায় এখনও পৌঁছায় নাই, এমন সময় অদৃশ্য হইতে নীলমণি ছুটিয়া আসিয়া এই নিগূঢ় সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আশ্চর্য্য সতর্ক নীলমণির কান!

'তিনি! কিনি?' শ্রীমন্ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

'ঐ যিনি সন্ধ্যেয় এসেছিলেন, যিনি একদিন…'

শিউকিষণ, ভগৎমল, নন্দরাম অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের উদ্যোগী লোকটি আবার আসিয়া হাজির হইয়াছে! এবার আবার কোন্ খবর চায়?

সভয়ে শ্রীমন্ত প্রশ্ন করিল, 'আবার সেই মাড়োয়ারি! তুই বাড়িতে ঢুকতে…'

'আজ্ঞে না, পগ্‌গ নয়, সেই দিদিমণি। পরশু সকালেও এসে ঘুরে গেছেন, বলি নি? যিনি একদিন খাম রেখে গিয়েছিলেন!' নীলমণি আগন্তুকের পূর্ণ পরিচয় দিয়া ছাড়িল। শ্রীমন্ত আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এমন সময় জয়ন্তী! কোনও বিপদ-আপদ হয় নাই তো? তবে কি জয়ন্তীর বাবার কিছু ভালমন্দ হইল?

জয়ন্তীদের বাড়ির প্রবেশ-দরজার মুখে কালীকিঙ্করকে আবিষ্কার করার পর শ্রীমন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর তার খোঁজ-খবর লয় নাই। গত পরশু রাতে বাড়ি ফিরিবার পর জয়ন্তী সকাল ন'টা আন্দাজ তার খোঁজে আসিয়াছিল, নীলমণির কাছ হইতে এই খবরও পাওয়া যায়। তবু আর তার খোঁজ লইতে শ্রীমন্ত উৎসাহ বোধ করে নাই।

কালীকিঙ্কর দুষ্ট প্রকৃতির লোক; প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর স্ত্রী তাকে 'নোংরা কুকুর' নাম দিয়া তাহার প্রকৃত বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া জয়ন্তীদের পরিবারের সঙ্গে তার পূর্ব্ব-পরিচয় কি থাকিতে পারে না? জয়ন্তীর যক্ষাগ্রস্ত পিতার একটা ব্যবস্থা করিতে শ্রীমন্ত এই অসহায়

মেয়েটাকে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? রাণী সুভদ্রা হাসপাতালে ঢুকাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা জয়ন্তী নিজেই শ্রীমন্তকে জানাইয়াছিল। রাণী সুভদ্রার অনুরোধেই যে সেদিন প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী যক্ষা-হাসপাতালের কর্তাকে টেলিফোন করেন নাই, তাহা কে বলিবে। এ সম্পর্কেও কালীকিঙ্করের আসা-যাওয়া অসম্ভব নয়। এক মুহূর্তে এতগুলি চিন্তা শ্রীমন্তের মগজের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের মতো ছুটিয়া গেল।

'কি খবর জয়ন্তী দেবী। কিছু মন্দ খবর নয় তো?'

জয়ন্তী বসা-কামরায় আরাম-চেয়ারে চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল, শ্রীমন্তের গলার আওয়াজ শুনিয়া ধড়মড়াইয়া উঠিয়া বসিল।

'হ্যাঁ। খুব খারাপ খবর।' কাগজে জড়ানো একটা বাণ্ডিল বুকে চাপিয়া জয়ন্তী ক্রন্দন-বিকৃত গলায় কহিল।

'বাবা!'

'বাবা হাসপাতালে গেছেন। ভালই আছেন।'

'তবে?' শ্রীমন্তের কণ্ঠে বিস্ময়।

'তবু আপনার কাছে ছুটে আসতে হলো। আর যে যাবার জায়গা নেই। আর যে কোনও উপায় নেই।' বলিয়া দুই চোখে হাত চাপিয়া জয়ন্তী কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীমন্ত আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কি ব্যাপার?'

'আমি এখান থেকে যাব না। কিছুতেই এখান থেকে যাব না। আপনি ভদ্রলোক। পণ্ডিত প্রফেসার। আপনি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন?' বলিয়া জয়ন্তী ক্রন্দন-চিহ্নিত মুখ উন্মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কেন এই অত্যাচার আমার ওপর হবে? আমার সহায় নেই,

সম্বল নেই বলেই কি আমার ওপর শক্তিমানের এই জবরদস্তি চলতে পারবে ? বলুন, বলুন আপনি এর কি করবেন ? আপনি প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর সেক্রেটারি। আপনাকে আমি এই প্রশ্ন করচি ?...'

'কিন্তু কি হয়েচে, আপনি তো আমাকে এখনও তা বলেন নি।' শ্রীমন্ত উদ্বিগ্নস্বরে কহিল। 'বসুন। ঠাণ্ডা হোন্।...'

জয়ন্তী আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। কিন্তু বসিল না।

'আপনার টাকা নিয়ে যেদিন ওষুধ কিনেছিলাম, সেদিন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব বলেছিলাম, মনে আছে ? কথাটা সেদিন বলিনি। সন্দেহ ছিল, সঙ্কোচও ছিল। আজ সব বলব।...এই দেখুন, এই বাণ্ডিলে করে' দুটো কাপড় নিয়ে বাড়ি থেকে চলে এসেচি। এখান থেকে আমি যাব না। মরে গেলেও যাব না। মাত্র এইখানেই আমি নিরাপদ...' চোখে, মুখে, স্বর-কম্পনে অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছাপ।

'চেয়ারটায় বসুন। বসে বলুন, কি হয়েচে।' শ্রীমন্ত সহানুভূতির সঙ্গে কহিল এবং আর একটা চেয়ার আরাম-চেয়ারের কাছে টানিয়া নিজে বসিয়া পড়িল।

জয়ন্তী আরাম-চেয়ারে বসিয়াই তাহার কাহিনী বিবৃত করিল। অকপটে সবই বলিল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর কাছ হইতে সঙ্গীত-ভবনের সাহায্যের চেকের সঙ্গে যে চিঠি শ্রীমন্ত রাণী সুভদ্রার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর একটি প্রস্তাব ছিল। জয়ন্তীর সঙ্গীত-সাধনায় যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী নিজ হইতে তাহাকে মাসিক দু'শো টাকা বৃত্তিদানের এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান। রাণী সুভদ্রা পরদিন প্রস্তাবটি যথাযথ ভাবে জয়ন্তীর কাছে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন।

'উনি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ওঁর কাছ থেকে এ রকম সাহায্য নেওয়া কি উচিত হবে ?'

'তা মন্দ কি।' রাণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন।

অনেক ভাবিয়া জয়ন্তী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই স্থির করে। এটা কোনও প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি নয়, প্রদ্যুম্নের ব্যক্তিগত মাসোহারা। ইহা সে কি করিয়া নিতে পারে। তারা গরিব হইতে পারে, কাঙ্গাল নয়। তবে ইহাও সত্য কথা, রাণী সুভদ্রার কণ্ঠে একটা অননুমোদনের সুর টের পাইয়াই জয়ন্তী প্রথম এই প্রস্তাবের বিসদৃশতা সম্বন্ধে সচেতন হয়।

'পরে শুনেছি,' জয়ন্তী সাতঙ্কে কহিল, 'সেদিন সঙ্গীত-ভবনে অত ঘটা করে আমার কৃতিত্ব জাহির, রেডিয়োতে এই অনুষ্ঠানের এমন প্রচাব, সবই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল...'

সে যাই হউক, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর সহায়তা নতুন আকারে দেখা দিল। যক্ষাগ্রস্ত বাবাকে যক্ষা-হাসপাতালে ঢুকাইবার জন্য জয়ন্তী অনেক চেষ্টা করিয়াছে ; সফল হয় নাই। বারবার জায়গা খালি নাই, এই জবাব শুনিয়া আসিয়াছে। তখন রাণী সুভদ্রার সাহায্য-প্রার্থনা করিতে হয়। এই সম্পর্কেই জয়ন্তীদের বাড়ীতে কালীকিঙ্করের আবির্ভাব। হাসপাতালে ঢুকাইবার চেষ্টায় বারবার কালীকিঙ্করকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও রোগীপক্ষের কাছে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। তাহার কাছ হইতেই জানিতে পারা যায়, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী দিল্লী হইতে ফিরিলেই ব্যবস্থা পাকা হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে অযাচিত অর্থ-সাহায্যও আসিয়াছিল ; জয়ন্তী কঠিন হইয়াই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী কলিকাতায় ফিরিলেন। যক্ষা-হাসপাতালে বেড্ পাওয়া গেল। কালীকিঙ্কর আসিল ; ব্যবস্থাদি করিয়া দিল। জয়ন্তীর

ব্যাধিগ্রস্ত বাবা হাসপাতালে আশ্রয় পাইলেন। সে আজ দিন কয়েকের কথা।

কিন্তু কালীকিঙ্করের যাতায়াত থামিল না।

রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিবার পরদিনই সে একগাদা দামি শাড়ি-জামা, একরাশ জড়োয়ার গহনা, এক তাড়া নোট হাজির করিল। কহিল, 'এ তো মাত্র শুরু। আপনার জন্য পার্ক স্ট্রীটে ফ্ল্যাট ঠিক হয়েচে। টাকা-পয়সা, হীরে-জহরত, দাস-দাসী কিসের আপনার অভাব থাকবে। সাহেবের নজরে পড়ে' গেছেন, আপনার মতো বরাত ক'জনার!'

তিরস্কৃত হইয়া সেদিন কালীকিঙ্কর প্রস্থান করিল। আবার পরের সন্ধ্যায় হাজির হইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। অনেক খোসামোদ করিল। তখন জয়ন্তী ভয় পাইয়া লোক ডাকিবে বলিয়া ভয় দেখায়। ইহাতে কালীকিঙ্কর নিজমূর্তি ধারণ করে। নিজের প্রভুর আদেশে সে ইহার চেয়ে শক্ত জায়গায় কামড় দিয়াছে বলিয়া শাসাইতে থাকে। তখন জয়ন্তী অনন্যোপায় হইয়া তাকে এক ধাক্কায় ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দরজায় খিল আটকায়।

'তারপর থেকে রোজ রাত্রে আমাদের বাড়ির সামনে জিপ্-এ করে একদল গুণ্ডা-চেহারার সঙ্গী নিয়ে এই কালীকিঙ্কর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িওলাকে কি বলে গেছে জানিনে। সে বলচে, তোমার বাপ হাসপাতালে। কে বাড়ি ভাড়া দেবে ঠিক নেই। তুমি বাড়ি ছেড়ে দাও।...তাকে দু'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেচি। কিন্তু সফল হইনি। তিনি নতুন আপত্তি তুলেচেন।···সন্দেহজনক লোকজন জিপ্ নিয়ে, গাড়ি নিয়ে আমার জন্য বাড়ির সামনে ঘোরা-ফেরা করচে, এটা সন্দেহজনক। আমার বাড়ি ছেড়ে দেওয়া চাই।'

কি রকম অবস্থা! বাড়িওয়ালা নানা উৎপাত শুরু করিয়াছে। এদিকে সন্ধ্যার পর, এমন কি নির্জ্জন দুপুরেই, বাহিরে পা দেওয়া অসম্ভব। বাহিরে কালীকিঙ্করের নেতৃত্বে গুণ্ডার দল টহল দিয়া বেড়াইতেছে। এখন উপায়? কাহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবে? কোথায় গেলে রক্ষা পাইবে?

'বলুন, এবার আমি কি করব?' ভীত পাংশুমুখে জয়ন্তী প্রশ্ন করিল। 'যার ক্ষমতা আছে, সে কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে? এটা কি মগের মুলুক?...'

'নয় বলেই তো জানি।' গম্ভীরভাবে শ্রীমন্ত কহিল। 'থানাতে জানান নি কেন?...'

'তাতে কি লাভ হতো?' জয়ন্তী সবিস্ময়ে চোখ উঠাইল। 'কে আমার কথা বিশ্বাস করত? প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী মস্ত বড় মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে...তা ছাড়া আমার তো কোনও প্রমাণ নেই...'

'সত্যই কিছু লাভ হতো না।' শ্রীমন্ত স্বীকার করিল। প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে শাসাইয়া লেখা কল্পিত দুটি স্ত্রীলোকের যে চিঠি কালীকিঙ্কর থানায় জমা করিয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহা এ প্রকার অভিযোগের বিরুদ্ধে আশ্চর্য্য দূরদর্শীর সতর্কতা। এতটা বুদ্ধি কালীকিঙ্করের হইত না।

শ্রীমন্তের কপালে উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিল। আজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্নের শয়নকক্ষে সেই অজ্ঞাত নারীর প্রতি প্রদ্যুম্নের চাপা তর্জ্জন না শুনিলে জয়ন্তীর এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী শ্রীমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

'বাড়ি ফেরা কি একেবারেই অসম্ভব?' একটু দ্বিধা করিয়া অবশেষে শ্রীমন্ত কহিল।

'বলুন। আপনিই বলুন ?'

'আমার বাড়িতে কোনও স্ত্রীলোক নেই, এখানে কি করে' থাকবেন ?'

'তবে কোথায় যাব ?'

গলার স্বরে শ্রীমন্ত চম্‌কাইয়া উঠিল। যেন সে একজনকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মধ্যে ঠেলা মারিয়া দিয়াছে।

'আমার এক বন্ধু আছে দীপেন, দীপেন দত্ত। সে এখন দিল্লীতে। কিন্তু ওর মা এখানেই আছেন। চলুন, বরঞ্চ তাঁর কাছে আপনাকে রেখে আসি...'

'এখানে কি কিছুতেই থাকা যায় না ?'

'না, তা ভালো দেখায় না। আপনার কিচ্ছু ভয় নেই। দীপেনের মার কাছে আপনি খুব নিরাপদে থাকবেন। তারপর কাল ভেবে দেখা যাবে। তা ছাড়া, আমার এখানে মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ি থেকে অনেক সময় লোক আসে···'

'আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করুন।' জয়ন্তী চিন্তিত মুখে কাপড়ের বাণ্ডিলটা হাতে লইয়া শ্রীমন্তের দেখাদেখি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ষোল

পরদিন সকালের সংবাদপত্রগুলি 'পতাকা' শিরোনামা সহযোগে গত কল্যের নিন্দা-প্রস্তাব ও প্রিমিয়র প্রতাপ সান্ন্যালের পদত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিল। কেহ কেহ আবার ইতিমধ্যেই 'সুচিন্তিত' সম্পাদকীয় লিখিয়া ছাড়িয়াছে। 'ফ্রি ম্যান' কোনও সম্পাদকীয় লেখেন নাই, তবে প্রধান খবরের পাশেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী টাইপে বিশেষ সংবাদদাতার একটি বিশেষ জল্পনা ছাপাইয়াছেন :—

"প্রতাপ সান্ন্যাল পদত্যাগ করিলে কে প্রধান মন্ত্রী হইবেন? সূর্য্য-চৌধুরির বন্ধুরা তাহার নাম উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু কংগ্রেসী মহল তাহার উপর খুব সুপ্রসন্ন মনে হয় না। ইহাদের ধারণা এই যে, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কঠোর নীতি প্রবর্ত্তনে তাঁহার হাত ছিল। নৈষ্ঠিক কংগ্রেসসেবী প্রতাপ সান্ন্যাল মহাশয় নাকি আগাগোড়াই গান্ধী-প্রচারিত নীতিতে বিপক্ষকে জয় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কতিপয় অত্যুৎসাহী সহযোগীর জেদেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।...আর একটি আচরণ কংগ্রেসী মহল খুবই সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। প্রাদেশিক কমিটিতে সূর্য্যবাবুর সমর্থকগণ হঠাৎ মন্ত্রীসভার বিপক্ষে ভোট দিতে গেলেন কেন? ইহা কি বর্ত্তমান সঙ্কট-সৃষ্টিতে সূর্য্যবাবুর দায়িত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা, অথবা ইহার আর কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে? প্রতাপবাবু যদি সত্যই সক্রিয় রাজনীতি হইতে সরিয়া কংগ্রেসের কাছে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করিয়া থাকেন, তবে পার্লামেণ্টারি পার্টিকে অবিলম্বে নতুন লীডার নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর নামই কংগ্রেসী মহল

বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছে, শুনা গেল। একমাত্র তিনিই বোধহয় পার্লামেণ্টারি দল এবং প্রাদেশিক কমিটি উভয়েরই আস্থাভাজন। তা ছাড়া, ইহারা মনে করেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন একজন করিৎকর্ম্মা লোকের প্রয়োজন যিনি উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে দেশকে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। প্রতাপ সান্ন্যালমহাশয় এবং তাঁর সমর্থকেরা ইহাকেই সমর্থন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।"

'কাল যে চিঠিটা সেবাময়বাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলাম,' শ্রীমন্ত মনে মনে কহিল, 'এটা নিশ্চয়ই তার ওপর ভিত্তি করে লেখা রাইট-আপ্।'

বস্তুতঃ, প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর সকল আচরণকেই সে আজ সন্দেহ করিতে পারে।

যথাসময়ে সে উড স্ট্রীটে প্রদ্যুম্নের বাড়িতে হাজির হইল। প্রদ্যুম্ন ইতিমধ্যেই অফিস-কামরায় আসিয়াছেন। তার পাশে অসংখ্য ফাইল স্তূপ করা আছে। প্রায় মেসিনের দ্রুততা ও অনন্তনিষ্ঠা সহকারে তাহার উপর দিয়া প্রদ্যুম্নের কলম চলিতেছে।

'এই যে শ্রীমন্ত, তোমাকে খুঁজছিলাম।' সামনের ফাইলের উপর দৃষ্টি ও লেখা অক্ষুন্ন রাখিয়া তিনি কহিলেন। 'তুমি ব্রিটিশ লেবর পার্টি সম্বন্ধে কি বলছিলে? ওদের পার্লিয়ামেণ্টারি শাখার উপর সাধারণ শাখা হুকুম চালাতে পারে বলছিলে না?...'

'আজ্ঞে না, আমি ঠিক তা বলিনি', শ্রীমন্ত কহিল। 'পার্লামেণ্টারি শাখার উপর কোনো দলের সাধারণ শাখারই বিশেষ হাত নেই। তবে কনজার্ভেটিভ বা লিবারেল দলের পার্লিয়ামেণ্টারি শাখার যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, লেবর পার্টির ঠিক তেমন নয়। এদের পার্টি-কনস্টি-

ট্যুশানে লেখা আছে যে, পার্লামেণ্টের সেসন্ আরম্ভ হওয়ার আগে বা শাখাদুটির যে কোনওটির ইচ্ছা অনুসারে ন্যাশান্যাল পার্টি একজিকিউটিভ এবং পার্লামেণ্টারি দলকে মিলিত হয়ে পরামর্শ করতে হবে। তবে কার্য্যক্ষেত্রে লেবর পার্টির পার্লমেণ্টারি শাখাও অন্যান্যদের মতোই স্বাধীন...'

'গুড্!' প্রদ্যুম্ন প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন। 'তবু একটু ভালো করে বই-পত্র দেখে রেখো। এবার থেকে তোমার সাহায্য বিশেষ রকম দরকার হবে। আশা করি তোমারও কিছু উপকার করতে পারব।... পলিটিক্স্ বড় নোংরা জিনিষ। তুমিই তো প্লেটোর লেখা পড়ে শুনিয়েছিলে। ভালো লোক রাজনীতি করতে পারে না। এর জন্যে গুণ্ডা হওয়া চাই, বেপরোয়া হওয়া চাই। মোটা চামড়া এবং সুবিধাবাদী বিবেক না হলে এ-পথে চলা যায় না। আশ্চর্য্য সত্যকথা বলে গেছেন...'

প্রশান্ত মূর্ত্তি, কণ্ঠে যেন আত্মধিক্কার। এ কদর্য্য খেলা হইতে যেন মুক্তি চান, কিন্তু আর কোন্ খেলা লইয়া থাকিবেন!

শ্রীমন্ত প্রায় করুণা বোধ করিল। কে বলিবে, এ কুচক্রী, কুটিল, কৌশলী প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী! এই তো তার কণ্ঠে স্বাভাবিক সহজ মানুষের সুর।

জয়ন্তীকে কাদায় টানিবার জঘন্য ষড়যন্ত্র কি ইহার? অথবা ইহা কালীকিঙ্করের নিজস্ব লোলুপতা? জয়ন্তীকে অসহায়া দেখিয়া সে নিজেই তো তাহাকে করায়ত্ত করিতে চায় নাই? প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর নামোল্লেখ হয়তো তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার কৌশল মাত্র!

কিন্তু অত হীরা-জহরত, দামি শাড়ি ও উপহার কালীকিঙ্কর কোথায় পাইবে? এত সব কি ভাড়া করিয়া আনা যায়? কালীকিঙ্করের মতো কুকুরের এমন ঘোড়া-রোগের দুঃসাহস হইবে কি?

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর কাছ হইতে মাসিক দুশো টাকা বৃত্তিদানের প্রতিশ্রুতিই বা আসিবে কেন? এমন অযাচিত সাহায্য-দানের অর্থ কি? যক্ষা-হাসপাতালে বেড্ জোগাড়ের জন্য প্রদ্যুম্ন স্বয়ং টেলিফোন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্ত নিজ কানে শুনিয়াছে। সর্বোপরি, কাল রাত্রে প্রদ্যুম্নের বেড্-রুমে সেই অদেখা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে কি এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করে না?

প্রদ্যুম্নের মতো কৌশলী ও চতুর লোককে বিশ্বাস নাই। প্রকাশ্যে ভদ্র ও সম্ভ্রান্তের মুখোশ পরিয়া ইহাদের পক্ষে যে কোনও প্রকার আচরণ করা সম্ভব। বস্তুতঃ নিজের সকল প্রকার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই প্রদ্যুম্ন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে কিরিটি আছেন; সাহিত্য ও কলাজগতে রাণী সুভদ্রাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন; প্রচার করিবার জন্য সেবাময়বাবু আছেন। নোংরা কাজের জন্য স্বয়ং কালীকিঙ্কর মজুত আছে। তাঁর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মাসিক ছ'শো টাকা মাহিনায় শ্রীমন্ত নিযুক্ত! ইহাদের সহায়তায় প্রদ্যুম্ন নীরবেই তাঁর মতলব হাসিল করিয়া থাকেন।

'আমাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিতে হবে।'

'ছুটি! কি ব্যাপার?' প্রদ্যুম্ন ভীত ভাবে ফাইল হইতে চোখ উঠাইলেন।

'দিল্লীতে ইণ্টারভিউ-তে ডেকেছে।' শ্রীমন্ত জানাইল। 'শুক্রবার ইণ্টারভিউ...'

'সেই চাকরিটা!' প্রদ্যুম্ন অননুমোদনের স্বরে কহিলেন। 'কেন যে ওটার জন্য তুমি এমন ক্ষেপে উঠেচ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ওর চারগুণ মাইনের চাকরি আমি তোমাকে...'

'সে তো আছেই।' শ্রীমন্ত সবিনয়ে কহিল। 'কিন্তু ইতিমধ্যে এটা চেষ্টা করতে দোষ কি। তা ছাড়া, দিল্লী আমি কখনও দেখিনি, একবার…'

'যেতে চাও, যাও।' প্রদ্যুম্ন আগ্রহের অভাব সূচিত করিয়া কহিলেন। 'কিন্তু বেশি দিন নয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো পলিটিক্‌স্ আমাকে চারদিক থেকে গ্রাস করতে আসছে। তুমি না থাকলে চলবে না শ্রীমন্ত, মাই বয়...আজ মঙ্গলবার। পরের সোমবার ফিরে আসা চাই। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ওলোট পালোট হয়ে যাবে...'

সতেরো

অনেক কিছু ওলোট-পালোট হইল। প্রতাপ সান্ন্যাল গভর্ণরের কাছে তাহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পেশ করিলেন, এবং নিজে সক্রিয় রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্য চৌধুরি এবং প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম শুরু করিলেন। প্রাদেশিক কমিটিতে সূর্য্য চৌধুরিব সমর্থকদের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু পার্লামেণ্টারি কমিটিতে প্রতাপ সান্ন্যালের সমর্থকেরা উহাকে বিভীষণ আখ্যা দিয়া একযোগে প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীকে সমর্থন করিতেছেন। দু'একদিনের মধ্যেই পার্লামেণ্টারি শাখাব নেতা-নির্ব্বাচনের সভা হইবে।

এই সকল রাজনৈতিক কর্ম্ম-ব্যস্ততা ও টানা-পোড়েন সত্ত্বেও প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী যথারীতি ধীর এবং শান্ত ছিলেন। কিন্তু সোমবার পার হইবার পর তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কালীকিঙ্কর বার বার শ্রীমন্তের বাড়ি গেল। কিন্তু তাহার কোনই খবর নাই।

প্রদ্যুম্ন যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। ইহাকে ধমকাইলেন, উহাকে চড়াইলেন। বাড়ির লোক ভয়ে তটস্থ হইল। কালীকিঙ্কর ক্ষণে ক্ষণে মার-খাওয়া কুকুরের মতো বাড়ির বাহির হইয়া যায়, আবার চোরের মতো ফিরিয়া আসে। আবার বাহির হয়।

বাহির হইবার পথে এক দুপুরে স্পীচ্-লেখক বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ টিপ্পনী মিশাইয়া কহিলেন, 'কি হে, কালীকিঙ্কর, কোথাও সিঁদ্ কাটতে চল্লে না কি। হুজুরের সেক্রেটারি-সাহেবের সন্ধান পেলে কিছু ?...'

'আজ্ঞে, না। কোনও খবর নেই।' কালীকিঙ্কর থতমত খাইয়া কহিল।

'হুজুর কি বলেন ?'

'ওরে বাবা ! সাহেবের কাছে ঘেঁষবারও কি আর জো আছে। আমাকে দেখলেই যেন ক্ষেপে যান...'

'বল কি হে।' বিভূতিবাবু সশ্লেষে কহিলেন। 'তুমি তাঁর নয়নের মণি, তাঁর পেয়ারের মোসাহেব, শেষে তোমারই এই হাল্। কোনও গুরুতর অপরাধ করো নি তো ?... শোন, হুজুরকে বলো, তাঁর সেক্রেটারি-সাহেব বিভূতিবাবুর সঙ্গে স্পীচ্ লেখায় এঁটে উঠতে না পেরে চম্পট্ দিয়েচেন। সবাই কি আর হুজুরের পছন্দমত লেখা লিখতে পারে ! এই তো, আমি হুজুরের জন্য নারীরক্ষা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ লিখতে চলেচি। সে পারত ? বেচারি !...'

সন্ধ্যার পরই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ক্লাবে আসিলেন। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্তা 'সতর্ক' ঘোষ ব্রীজ খেলিতেছিলেন ; প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর ডাকে মোটা স্টেকের খেলা মুলতুবি রাখিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

'আপনাকে কি আগেই কংগ্রেচ্যুলেট্ করতে পারি, স্যার ?'

'সূর্য্যবাবুকে করুন গিয়ে।' প্রদ্যুম্ন গম্ভীর ভাবেই কহিলেন। 'একটি ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলেছিলাম, নিয়েছেন কি ?'

'আপনার সেক্রেটারি সম্বন্ধে তো ?' 'সতর্ক' ঘোষ কহিলেন। 'হ্যাঁ, নিয়েচি। না, মোটেই না। কম্যুনিস্ট পার্টি, বা কোনও লেফ্‌টিস্ট্ পার্টির সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগের খবরই পুলিশ-রেকর্ডে নেই।... কেন, কিছু গোলমাল আরম্ভ করেচে নাকি ?'

'না। কিছু নয়।' বলিয়া প্রদ্যুম্ন আগাইয়া গেলেন

ক্লাবের আলোকোজ্জ্বল নির্জ্জন প্রকাণ্ড বারান্দার এক কোণায় গিয়া প্রদ্যুম্ন আসন গ্রহণ করিলেন। ঘর হইতে একটা বেয়ারা দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া হুকুমের অপেক্ষায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

'হুইস্কি অ্যাণ্ড্ জিন্। বড়া।' প্রদ্যুম্ন না তাকাইয়া কহিলেন।

অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ! পকেট হইতে একটা খাম তিনি প্রায় হিংস্র ভাবে খাব্লাইয়া বাহির করিলেন। বৃশ্চিকের হুঁলের মতো দুই জোড়া আঙুলের সাহায্যে চিঠিটা সামনের টেবিলে মেলিয়া ধরিলেন। প্রায় বাঘের মতো লাইন গুলির উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

উপরে কাশী ও কাশী হইতে চিঠি প্রেরণের তারিখ লেখা। তারপর :—

"সম্মানভাজনেষু,

দিল্লীর কাজটি আমাকে অফার্ করা হইয়াছে। আমি সেটি গ্রহণ করিয়াছি। আনুষ্ঠানিক ভাবে আপনাকে পদত্যাগ পত্র পাঠাইতে হইবে কিনা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় জানাইবেন।

দু'দিন হয় মায়ের কাছে কাশীতে আসিয়াছি। সঙ্গীত-ভবনের উৎসবে যে ছাত্রীটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছিল, তাকে আপনার মনে আছে কিনা জানিনা। গত কাল তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছে...'

চিঠিটা বাঁ হাতে দুম্ড়াইয়া প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী প্রায় স্বগতোক্তির স্বরে কহিলেন: 'মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! একটা মেয়ের চোখের জলে গলে নিজের

ভবিষ্যৎটা মাটি করলে!...মাই গড্, এটাই প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ীর প্রথম পরাজয়! ডার্টি অকর্ম্মণ্য কালীকিঙ্কর!...না, লক্ষণ ভালো নয়। প্রিমিয়ারশিপ্টাও কি ফস্কাবে? ড্যাম্, ড্যাম্ ইট্!...

প্রদ্যুম্ন ভাদুড়ী ধনুকের জ্যা-র মতো নিজেকে টানিয়া চেয়ার হইতে প্রায় ছিট্কাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।